



লিনয়ে
এব্রাহাম লিঙ্কন

হাট এমোন্ট শের্ভিউড

প্রকাশক :

অরুণকুমার পুরকার

ত্রিভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭১, মহাত্মা গান্ধী রোড

কলিকাতা-১

মুদ্রক :

সদীরকুমার বহু

ছবিবহু প্রেস

৯৩২, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রিট

কলিকাতা-১

Copyright 1937, 1939 by Robert E. Sherwood

মূল্য ১'৫০ ম. প.

চরিত্র লিপি

(স্বাধীনতার ক্রমাঙ্কসারে)

মেকের গ্রোহাম
এব লিঙ্কন
বেন ব্যাটলিং
বিচারপতি বাওলিং ঐশ

নিমিয়ান এডওয়ার্ডস্
জোন্সরা স্পীড
অ্যান রাটলেজ
টুম কগ্‌ড্যাল
জ্যাক আর্মস্ট্রং
ব্যাং
কিরার্গাস
জ্যাম্প
সেথ গেল্
জ্যালি ঐশ
উইলিয়ম হার্ণডন

এলিজাবেথ এডওয়ার্ডস্
মেরী টড
এডওয়ার্ডস্দের পরিচারিকা
জিমি গেল্
অ্যাঙ্গী গেল্
গোবি

স্মিথেন, এ, ডগলাস
উইলি লিঙ্কন
ট্যাড লিঙ্কন
স্ববার্ট লিঙ্কন
লিঙ্কনদের পরিচারিকা
ক্রিমিন
ব্যারিক
স্টার্ডেন
জেড
ক্যান্ডানাগ
অকিসার

স্কুল শিক্ষক
দোকানদার থেকে প্রেসিডেন্ট
একজন প্রাক্তন সৈন্ত
একটি স্বচ্ছন্দ শহরের বিচারক ; এব-এর
ঘনিষ্ঠ বন্ধু
ইলিনয়ের রাজ্যশালের ছেলে
এব-এর বন্ধু
এব-এর প্রথম প্রেমপাত্রী
নিউ সালেমের জনৈক বৃদ্ধ

নিউ সালেমের চারজন
কাঠখোঁটা ধরনের বৃদ্ধ

নিউ সালেমের জনৈক চিত্তাশীল বৃদ্ধ
বিচারক বাওলিং ঐশের স্ত্রী
এব-এর কেরানী, আইন অকিসের
অংশীদার এবং প্রেট গুণগ্রাহী
নিমিয়ান এডওয়ার্ডস্দের স্ত্রী
এব-এর বিবাহিতা নারী

সেথ গেল-এর ছেলে
সেথ গেল-এর স্ত্রী
একজন স্বাধীন নিগ্রো—গেল-এদের
কাজ করত
প্রেসিডেন্ট পদের জন্তে লিঙ্কনের প্রতিদ্বন্দ্বী

এব ও মেরী লিঙ্কনের তিন ছেলে

মৃত রাজনীতিজ্ঞ
রাজনীতিতে অসহায় বর্ববাক্যক
রাজনীতিতে অসহায় ব্যবসায়ী
টেলিগ্রাফ কর্তা
ইলিনয় অক্সফোর্ডের সৈন্তাধ্যক্ষ
সুন্দরাত্মের জনৈক সৈন্তাধ্যক্ষ

সৈন্তগণ, রেলকর্মীচাঙ্গীগণ, শহরের লোকজন

: প্রথম অঙ্ক :

১৮৩০ দশকে ইলিনয়ের নিউসালেমে এবং তার আশেপাশে

প্রথম দৃশ্য :—ইলিনয়, নিউ সালেমের কাছে মেক্টর গ্রোহামের ঘর

দ্বিতীয় দৃশ্য :—নিউ সালেমের রাটলেজ সরাইখানা

তৃতীয় দৃশ্য :—নিউ সালেমের কাছে বাওলিং ক্রীড়ার বাড়ী

: দ্বিতীয় অঙ্ক :

১৮৪০ দশকে ইলিনয়ের স্প্রিংফিল্ডে এবং তার আশেপাশে

চতুর্থ দৃশ্য :—ইলিনয়ের স্প্রিংফিল্ডে কোর্ট হাউসের জিতলে

স্ট্রাট অ্যাণ্ড লিঙ্কনের ল'অফিস

পঞ্চম দৃশ্য :—স্প্রিংফিল্ডে এডওয়ার্ডসদের বাড়ীর বসবার ঘর

ষষ্ঠ দৃশ্য :—ল' অফিস

সপ্তম দৃশ্য :—নিউ সালেমের কাছে খোলা জায়গা

অষ্টম দৃশ্য :—এডওয়ার্ডসদের বাড়ীর বসবার ঘর

: তৃতীয় অঙ্ক :

১৮৫৮-৬১, স্প্রিংফিল্ডে

নবম দৃশ্য :—ইলিনয়ের একটি শহরের উন্মুক্ত স্থান

দশম দৃশ্য :—লিঙ্কনের বাড়ীর বসবার ঘর

একাদশ দৃশ্য :—ইলিনয় স্টেট হাউসে লিঙ্কনের নির্বাচনী প্রচার ক

দ্বাদশ দৃশ্য :—স্প্রিংফিল্ডে রেলস্টেশনের চত্বর

ইলিনয়ে এব্রাহাম লিঙ্কন

প্রথম অঙ্ক—১ম দৃশ্য

[ইলিনয়—মিউ স্যামুয়েল কাহ্নে মেটর গ্রোহামের ঘর। নিম্নতি রাত। মেটর গ্রোহাম একটা একটা-খেলোয়াড় টেবিলের একদিকে বসে আছেন। গ্রোহাম একজন ফুল-শিল্পক,—ভীত-বুদ্ধিসম্পন্ন, অত্যন্ত বৈধীল। টেবিলের অপর পাশে বসে আছে এন্. লিঙ্কন—হেঁচাখোঁড়া পোশাকপরা রান্ধ অবলম্বন যুবক। টেবিলের মাঝার ওপর কোলোমো রয়েছে একটি তেলের আলো। মেটর একখানি ইংরাজী বইয়ের পাতা ওটাচ্ছেন। পরে সেটিকে বন্ধ করে এবার দিকে তাকানেন।]

মেটর : মুড়! আমাদের প্রত্যেকেরই অনেক রকম মুড় অর্থাৎ কিনা মেজাজ আছে। দেখনা, এব, তোমার নিজেরই কতো রকমই না মেজাজ! এই মুড় বা মেজাজের মারকতই মানুষের চরিত্র প্রকাশ পায়। ইংরেজী ভাষাও হচ্ছে মানুষের মতোই জীবন্ত—কখনো সে দারুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি, আবার কোনো সময় বা পরিষ্কার, সাধাসিধে। এখন বলত—ইণ্ডিকোট মুড় কাকে বলে?

এন্ : খুব সহজ। এই মুড়ে কোনো কিছু প্রকাশ করে : যেমন—“সে ভালোবাসে”, কিংবা প্রশ্নের আকারে—“সে কি ভালোবাসে?”

মেটর : আচ্ছা, ইম্প্যারেটিভ মুড়?

এন্ : এতে আদেশ বোঝায়, যেমন—“বিশেষ হও, আহাঃমনে যাও”।

মেটর : (হেসে) এইটেই বুঝি সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হোলো?

এব : আচ্ছা বেশ, তাহ'লে বাইবেলের ভাষায় বলতে পারা যায়,
—“শান্তিতে থাক।”—এটাও ইম্প্যারেটিভ হুড্।

মেন্টর : হ্যাঁ, এটাও আদেশ। কিন্তু এটাকে বিনীত প্রার্থনা হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

এব : যেমন, “আমাদের রোজকার ক্রটি আমাদের দাঁও।”

মেন্টর : (একটা খবরের কাগজের জন্তে হাত বাড়াতে বাড়াতে) এই লেখাটা তোমাকে পড়তে বলি। যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটে মিস্টার ওয়েবস্টার এই স্তম্ভর বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন। তিনি ইম্প্যারেটিভ (অল্পজ্ঞাতচক) হুড্ নিখুঁতভাবে ব্যবহার করেছিলেন।—এইখান থেকে পড়।

এব : (কাগজখানি নিয়ে আলোর দিকে হুঁকে পড়তে লাগল) “স্মার,” সদশ্রমশাই তাঁর গুরুগম্ভীর গলায় বলতে লাগলেন, “স্মার—যুক্তরাষ্ট্রকে পেরিয়ে আমি আমার দৃষ্টিকে প্রসারিত করিনি। যতদূর যুক্তরাষ্ট্র টিকে আছে—”

মেন্টর : (বিরক্তভাবে) বাজারের কর্ণার মত ক'রে পড়না। তাব যে, তুমি নিজেই বক্তৃতা দিচ্ছ—একটু প্রশ্ন দিয়ে পড়।

এব : (ধীরে ধীরে ভাব প্রকাশ করে পড়তে লাগল) “যতদিন যুক্তরাষ্ট্র থাকবে, ততদিন আমরা এবং আমাদের ছেলেপুলেরা সূর্যের সুখ দেখব। ঈশ্বর করুন, যেদিন আমি শেখবারের মত আকাশের সূর্য দেখব, সেদিন যেন আমাদের ভাইয়েদের রক্তে-ভেজা ছিন্নবিচ্ছিন্ন যুক্তরাষ্ট্রের ভাঙা টুকরোর ওপর তা না দেখতে হয়। আমার চোখ যেন আমার দেশের পতাকার রুক থেকে একটিও তারাকে হারিয়ে যেতে না দেবে। “স্বাধীনতা প্রথমে, পরে সংযুক্তি”, এই বোকামির কথা যেন ওর ওপর লেখা না থাকে; যেন লেখা থাকে—“স্বাধীনতা এবং সংযুক্তি”.....

মেন্টর : “এবং” কথাটা একটু জোর দিয়ে পড়।

এব : “স্বাধীনতা এবং সংযুক্তি”—এখন এবং সব সময়ে, এক এবং অবিভাজ্য !” (সে টেবিলের ওপর ধবরের কাগজখানি রাখল)
এ-কথা শুনে নিশ্চয় সকলে খুব হর্ষমুখি করেছিল ।

মেন্ডেল : কেউ কেউ আনন্দ প্রকাশ করেছিল, আবার কেউ বা গালমন্দ দিয়েছিল—বে-মলের লোক ।

এব : কি সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন ?

মেন্ডেল : যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোনো রাজ্যের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার নিয়ে আলোচনা চলছিল । হেইনী বলেছিলেন, ব্যক্তি হিসেবে যেমন আমাদের যা-ইচ্ছে করবার স্বাধীনতা আছে, রাজ্য হিসেবেও তেমন আমাদের সমান স্বাধীনতা আছে । এর মানে ঠাঁড়াচ্ছে এই যে, যুক্তরাষ্ট্রকে যদি আমরা পছন্দ না করি, তাহলে আমরা একে ত্যাগ করে একটি নতুন জাতি গড়তে পারি—এর ফলে এই মহাদেশ একদিন ইণ্ডোপেশের মতই ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়বে । কিন্তু ওয়েবস্টার প্রমাণ করেছিলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র যদি না থাকে, তাহলে আমাদের স্বাধীনতাই থাকবেনা । এখন বল—পোটেন্শিয়াল মুড়্ কাকে বলে ?

এব : এটা হচ্ছে সম্ভাবনাসূচক ।—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অপ্রীতিকর ভাবে । যেমন, “যদি কখনও সেনা শোষ করতে পারি, বোম্ব হয় আবার তখন—তাতেই জড়িয়ে পড়ব ।”

মেন্ডেল : (হেসে) ঐ উদাহরণটি কেন বেছে নিলে, এব ?

এব : দেখুন, দোকানে আবার গোলমাল শুরু হয়েছে ।—বে-কোনোমিন বন্ধ করে দিতে হ’তে পারে । মনে হচ্ছে, আমি আমার বাবার ঘাৎ পেয়েছি । একটা সোজা কাজ দিলেও আমি পারব না ।

মেন্ডেল : কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তো তুমি ব্যর্থ হওনি, এব । এখানকার সমাজের সকলেই তোমাকে পছন্দ করে—তুমি যাতে সকল হও, তার জন্মে সাহায্য করতে সকলেই প্রস্তুত ।

এব : (কিছু তিক্ততার সঙ্গে) তা আমি জানি । এই ধরুন না, আপনি

হৃদয়বান ব'লেই না এত রাত পৰ্বন্ত বসে থেকে আমাকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। বিচারপতি ঐশ এবং আরও কয়েকজন, বাঁদের কাছে টাকা ধারি, তাঁরাই চাইছেন আমি বাতে পোস্ট মাস্টারের কাজটা নিই। অনেকেই আমার বন্ধু বটে, কিন্তু তাঁরা তো আমার জাগ্যটাকে বদলে দিতে পারেন না। কিংবা এও হ'তে পারে যে, সবই আমার স্বভাবের দোষ।

মেক্টর : তোমার কি দরকার জান?—এই ছোট্ট শহর থেকে তোমার বেরিয়ে পড়া দরকার।

এব : আমিও যাব বসেই ভেবেছি। আমাদের বংশটাই যাবাবরের বংশ। আমার মনে পড়ে, আমি যখন ছোট্ট ছেলে ছিলাম, মাল-গাড়ীতে জিনিবপত্র তুলতুম, আবার নামাতুম, আবার কিছুদিন বাদে তুলতুম।

মেক্টর : তাহ'লে আর একবার মালপত্রের তোলো, এব। নতুন জগতে তোমার জন্তে একটা নতুন জায়গা খুঁজে নাও।

এব : দেখুন, সেধ্-গেল্ আর আমি—দু'জনে মিলে কোথাও—থকুন ক্যানজাস্ কি নেব্রাস্কাতে—চ'লে যাবার জন্তে অনেক পরামর্শ করেছি। কিন্তু যেখানেই বাই না কেন,—সেই একই জিনিবের পুনরাবৃত্তি হবে—আরও বন্ধু, আরও দেনা!

মেক্টর : দেখ, এব, আমি একটা কথা মনে করিয়ে দি'—যারা আর কিছুই পারেনা, তাদের বেছে নেবার মতো ছুটি রাস্তা আছে : এক স্কুল-মাস্টারী, আর দুই হচ্ছে রাজনীতি।

এব : তাহ'লে আমি স্কুল-মাস্টারীই বেছে নেব। রাজনীতিতে গেলে কোনো দিন হয়ত নির্বাচিত হ'তে পারা যায়। আর নির্বাচিত হ'লেই কোনো বড় শহরে যেতে হবে। আমি চাই না ওদর কোনোটাই না।

মেক্টর : ভাল বললে। আমি তোমায় কি শিখিয়েছি?

এব : আমি বলতে চেয়েছিলাম, “আমি ওর কোনোটাই চাই না”।

মেন্ডের : কিন্তু নগরে তোমার আপত্তি কেন, এব ? নগর কখনও দেখেছ ?

এব : নিশ্চয়। আমি নিউ অর্গিলে ছুঁবার গেছি। জানেন, সেখানে বতকণ ছিল, তার প্রতি মিনিট আমার ভয়ে ভয়ে কেটেছে। লোকজনকে আমার ভয় করত।

মেন্ডের : (হেসে) কেন ? তুমি কি ভাবতে, লোকেরা তোমার সোনা-দানা চুরি করে নেবে ?

এব : (গম্ভীরভাবে) না, আমার মনে হ'ত, তারা আমার ঘেরে কেলবে।

মেন্ডের : (সমান গম্ভীরভাবে) কেন ? তারা তোমাকে ঘেরে কেলতে চাইবে কেন ?

এব : তা আমি বলতে পারি না।

মেন্ডের : (একটু বাদে) তুমি মৃত্যু সম্বন্ধে খুব কেশী ভাব, তাই না ?

এব : আমাকে ভাবতে হয়েছে ; কারণ, সব সময়েই সে আমার পূর্ব কাছাকাছি থাকে বলে মনে হয়। যখন আমি এই এতটুকু ছিলাম, তখন যা গেলেন মারা। মাকে যে-কবিনে করে আমরা কবরস্থ করেছিলাম, সেটা তৈরী করতে আমার বাবাকে আমি সাহায্য করেছিলাম। আমার মাকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল, সেখানে আমি প্রায়ই যেতাম, আর দেখতাম, ছোট ছোট বুনো জন্তরা তার ওপরে ছুটোছুটি করছে। এর পর আমি কখনও কোনো প্রাণী হত্যা করতে পারিনি। আমি সব সময়েই ঐ জন্তুগুলোর চাউনির সঙ্গে মাহুকের চাউনির—ঐ নিউ অর্গিলের লোকদের চাউনির মিল খুঁজেছি। দেখতে পেয়েছি, মাহুকের হৃদয়ের মধ্যে পুন করবার প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে।

মেন্ডের : (একটু থেমে) আশ্চর্য ! মাহুকের প্রতি এতখানি বন্ধু ভাবাপন্ন, আবার সঙ্গে সঙ্গে এমন মানব ঘেঁষী আমি আর কখনো দেখিনি।

এব : সে আবার কি ?

মেক্টর : মানব যেহী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে মানুষকে বিশ্বাস করে না এবং তার সম্বন্ধ থেকে দূরে থাকে।

এব : হয়ত আমি তাই।—দেখুন, আমি লোক ভালোবাসি, যখন তাদের ব্যক্তি হিসাবে দেখি। কিন্তু যেহী তারা জনতায় পরিণত হয় কিংবা একটা সৈন্তদল, অমনি তাদের চেহারা আলাদা। কিন্তু—আপনাকে কাল কুলে পড়াতে হবে। আমি এখন যাই।.....

মেক্টর : এক মিনিট দাঁড়াও। তোমাকে আর একটা জিনিষ দেখাব—একটা কবিতা। (একটা ইংরাজী সাময়িকপত্রে তিনি জারগাটা খুঁজে বার করলেন) এই যে। এব, পড় এটা।

এব : (টেবিলের একটা কোনে বসে পড়তে লাগল) পরলোকগত জন কীটসের লেখা, “মৃত্যুর প্রতি” :

“মৃত্যুরে বলিব নিজা? স্বপ্নসম জীবন যখন?”

(বাকীটুকু সে নীরবে পড়ল; তারপর মেক্টরের দিকে তাকাল) খুবই ভালো, মেক্টর। কবি বলছেন, আমাদের স্মৃতির দিনগুলি উগ্র স্মরণস্বপ্নের মতই উবে যায়, তবু আমরা মৃত্যুকে চরম বহুদায়ক মনে করি। মানুষ পৃথিবীতে এত অস্থায়ী, তবু আসলে যখন মৃত্যুই হচ্ছে জাগরণের নামাস্তর, তখন মৃত্যুর চিন্তাতে পর্বত মানুষ ভয় পায়, এটা কবির কাছে খুবই আশ্চর্য মনে হয়েছে। (একটু থেমে) স্মরণ!

(সে আবার মনে মনে কবিতাটি পড়তে লাগল।

পর্দা নেমে এল।)

[প্রথম দৃশ্য শেষ

প্রথম অঙ্ক—দ্বিতীয় দৃশ্য

[নিউ সাঙ্গেস শহরে রাটসেল সরাইখানা। ঠাঁ জুলাইয়ের দুপুর।]

হুন্সর একখানি বড় ঘর। ওয়ালিটেন থেকে হুন্সর জ্যাকসন পর্বত সমস্ত প্রেসিডেন্টের ছবি টাঙানো। পেছনের ডানদিকে সদর ঘরজাটি খোলা রয়েছে। বাঁ দিকের দরজা দিয়ে রাস্তায়েরে বাওরা যায়। আকাশে সূর্য জল্জল্ করছে। ঘরের মধ্যে দুটি টেবিল ও অনেকগুলি চেয়ার। ঘরের পেছন দিকে বসে আছে বৃদ্ধ বেন ম্যাটলিং তার ছেঁড়া ইউনিকর্ড পরে—ইংলণ্ডের সঙ্গে যে লড়াই হয়েছিল, তাতে সে ছিল একজন বোদ্ধা। বিচারপতি বাওলিং গ্রীপ এবং নিনিয়ান এডওয়ার্ডস ঘরে ঢুকলেন এবং তাদের পেছনেই এসেন জোহুয়া স্পীড। বাওলিং হচ্ছেন বৃদ্ধ, মোটাগোটা ও শান্ত প্রকৃতির; নিনিয়ান অজবরনী, লম্বা, হুশুকাব এবং ধনী। জস্‌ বানিকটা চুপচাপ ধরনের, ভাবুক—ঠাঁর পরশে বেশ ভাল পোশাক।]

বাওলিং : (ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে) মি: এডওয়ার্ড, এই হচ্ছে রাটসেল সরাইখানা—একে ঠিক রাজপ্রাসাদ বলা চলে না।

নিনিয়ান : তা হোক, বিচারপতি গ্রীপ, এতেই চলবে—বিশেষ করে বতরুল পর্বত হইলি আছে।

জস্ : আমি বাই—এব্কে খুঁজে নিয়ে আসি।

নিনিয়ান : যেন থাকে বেন, জস্, সম্বোধন আগেই আমাদের স্ট্রীংকিডে ফিরে যেতে হবে।

[জস্ ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে।]

বাওলিং : (ম্যাটলিংকে লক্ষ্য করে) বেন বুড়ো, বম্কার।

নিনিয়ানকে) মি: এডওয়ার্ড, বসুন।

বেন : নমস্কার, বাওলিং।

(রাষ্ট্রাঘর থেকে আন বেরিয়ে এল)

অ্যান : কেমন আছেন, বিচারপতি ঐদ ?

বাওলিং : সুপ্রভাত, অ্যান। তোমার বাবার তাঁড়ারের সেরা ছইকির একটি বোতল পেলে খুশী হব।

অ্যান : এখুনি আনছি। (বলেই চলে বাবার জন্ত সে পা বাড়াল)

বেন : (তাকে থামিয়ে) আমাদেরও আর এক পাত্র।

অ্যান : মিঃ ম্যাটলিং, আমাদের মাগ করবেন ; বাবা বলেছেন, আগেকার দাম না দিলে—

বেন : হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি, তোমার বাবা কি বলেছেন—। কিন্তু যারা এই দেশটাকে গড়ল, সেই বুড়ো সৈনিকদের প্রতি দেশবাসীর কি একটু কৃতজ্ঞতাবোধও নেই ?

বাওলিং : অ্যান, ঠেকেও এক পাত্র মর এনে দাও—আমিই দাম দেব।
(ট্রম কগ্‌ড্যালের প্রবেশ। বয়েস হয়েছে, কড়া শাতের লোক।)

বেন : (অনিচ্ছার সঙ্গে) একটা ধন্যবাদ দিতেই হ'ল, বিচারপতি।

ট্রম : অ্যান, আমার জন্তে এক পাত্র পাতলা চা।

অ্যান : আনছি, মিঃ কগ্‌ড্যাল।

(অ্যান বেরিয়ে গেল। ট্রম টেবিলের ধারে বসলেন।)

ট্রম : মিঃ, এডওয়ার্ড, আমাদের শহর কেমন দেখলেন ?

মিনিয়ান : বেশ ভালোই দেখলুম, মিঃ কগ্‌ড্যাল। পাহাড়ের ওপরে বেশ সুন্দর পরিবেশ।

ট্রম : পশ্চিমে বাবার পথের উপরেই আমাদের শহর,—কতকগুলো বদলোককে তাড়াতে পারলে আমরাও উন্নতি করব। —হ্যাঁ, নিশ্চয়ই উন্নতি করব।

মিনিয়ান : এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ।

(হইন্ডি ও চা নিয়ে অ্যানের প্রবেশ)

বাণলিং : বহুবাদ, অ্যান ।

অ্যান : আজকের ডাক এসেছে ?

ট্রু : না ; 'আমিত' ওরই জন্তে অপেক্ষা করছি ।

বাণলিং : তুমিও একখানা চিঠির অপেক্ষার রয়েছে—না, অ্যান ?

অ্যান : না, না—আমাকে আবার কে চিঠি লিখতে বাবে ?

বাণলিং : চৌঠো জুলাই যে কি হবে, তা কেউই বলতে পারেনা ।

(অ্যান হেসে রান্নাঘরে চলে গেল)

মিনিয়ান : ভারী স্ত্রী দেখতে যেয়েটাকে—ভাবতেও অবাক লাগে যে, কেউ ওকে বিয়ে করতে চারনি ।

বাণলিং : চেয়েছে । ম্যাকনীল নামে একটি ছেলের কাছে বোচারা বাগদত্তা । ছেলেটি শীগগির ফিরে আসবে কথা দিয়ে শহর ছেড়ে চলে গেছে । সেই থেকে যেয়েটি তারই অপেক্ষার রয়েছে । বাক সে-কথা । মিঃ এডওয়ার্ড, আপনার সময় অল্প ; তাই আপনি নিউ সালেম থেকে ঠিক কি চান, জানতে পারলে আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি—

মিনিয়ান : আমি কি চাই, তা আপনারা নিশ্চয়ই জানেন—

ট্রু : বলা বাহুল্য, আপনি ভোট চান । প্রথমেই বলি, আপনি আমার ভোট পাবেন—অ্যাণ্ডি জ্যাক্সনকে হারাবার জন্তে আমি সব করতে পারি । (দেওয়ালে টাঙানো অ্যাণ্ডি জ্যাক্সনের ছবির দিকে সে তার আঙুল উচোলো)

মিনিয়ান : আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, আমি আমাদের প্রেসিডেন্টের একজন ভক্ত । কিন্তু যখন দেখি, তিনি আমাদের ব্যক্তিগত প্রথাকে ধ্বংস করতে চলেছেন, আমাদের সুত্রার ওপর থেকে আমাদের

আমরা টলাতে চাইছেন, এমন কি আমাদের রাজ্যগুলিকে হুন্সরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অবস্থায় এনে ফেলেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমাদের তাঁকে আটকান উচিত।

বাওলিং : আরও দুটি বছর ভদ্রলোককে সহ্য করতে হবে—অবশ্য ততদিন যদি উনি বাচেন।

নিমিয়ান : কিন্তু এখনই আমরা ঠাঁর বন্ধুবর্গকে ইলিনয় রাজ্যের শাসন-পরিষদ থেকে হাট্টয়ে দিতে পারি। “রাজা অ্যাণ্ড জ্যাক্সনের” শেষ আমাদের দেখতেই হবে।

(জ্যাক আর্মস্ট্রং, বাব, কিয়ার্গাস এবং জ্যাম্প-এর প্রবেশ। এরা সকলেই সং প্রকৃতির, কিন্তু একটু কাঠখোঁটা ধরনের; তাই শহরের লোকেরা এদের সম্বন্ধে তটস্থ—ভয় পায়।)

জ্যাক : (রাষ্ট্রাঘরের দরজার কাছে ঘেঁরে) মিস্ রাট্‌লেজ !

অ্যান : (দরজার সামনে এসে) কি চাই, জ্যাক আর্মস্ট্রং ?

জ্যাক : মাফ করবেন, মিস্ রাট্‌লেজ,—আমাদের এক পিপে মদ দিতে হবে।

অ্যান : এখনি এখান থেকে চলে যাও—যাও—যাও বলছি—

জ্যাক : নেকড়ে বাঘের চেয়েও খারাপ আমরা, মদের জন্তে মরে যাচ্ছি। মিস্ অ্যানি, তোমার বুড়ো বাপকে যদি লোকসানের হাত থেকে বাঁচাতে চাও, তাহলে আমাদের হইন্ডি নিয়ে খন্ড কর। আমরা বুড়োর সম্পত্তি একটুও নষ্ট করবনা।

(অ্যান ভেতরে গেল)

টম : (নিমিয়নকে নিরস্তরে) এই খারাপ লোকগুলির কথাই আমি...

জ্যাক : বুড়ো টম কগ্‌ড্যাল, কিসির কিসির ক’রে কি বলা হচ্ছে—চৌঠো জুলাই তারিখে হাতে চায়ের কাপ নিয়ে ?

ব্যাব : জ্যাক, বুড়োকে ধরে বেশ ক’রে রগড়ে দিয়ে ওর পেটের ভেতর থেকে চা বার করে দেখা যাক।

জ্যাক : (চীৎকার করে) সে আও মদ, অ্যানি

জ্যাক : আর ছুঁবি বুড়ো ছুঁড়িমাংস, বিচারপতি বাঙলিং ব্রীশ—ব'রে ব'রে নিরীহ ভালো লোকদের ছেলে পাঠাও—আর এই অচেনা ভদ্রলোকটিকে ?—নিউ সালেমে তো এমন পরিণাটি পোশাকটি কেউ পরে না।

বাঙলিং : জ্যাক, ইনি হচ্ছেন স্রীংকিন্ডের মিস্টার নিনিয়ান এডওয়ার্ডস্—দোহাই তোমার, একটু ঠাণ্ডা হও, আর গোলমালটা একটু কম কর।

জ্যাক : নিনিয়ান এডওয়ার্ডস্! ও বুঝেছি, গভর্ণরের ছেলে! ভালো, ভালো!

(নিনিয়ান ওকে অভিবাদন করলেন)

তাঁহ'লে আর এমন সাজগোজ হবেনা কেন? আমার তো মনে হয়, জনসাধারণের কাছ থেকে আদার-করা টেক্সর টাকা থেকে আপনার বাবা বে-টাকা চুরি করেছেন, তা দিয়ে আপনি বে-কোনো সেরা জিনিষ কিনতে পারেন।—ঠিক কিনা, মি: এডওয়ার্ডস্?

ম্যাক : হিনিয়ে নি ওর কাছ থেকে, জ্যাক?

কিন্নারগাস : হ্যাঁ জ্যাক, নি ওর কাছ থেকে হিনিয়ে।

(একটু বাদে) দিই ব'রে চাবকে ওকে, কি বল জ্যাক!

অ্যানি : (চারটি গেলাস নিয়ে ঢুকে) জ্যাক আর্মস্ট্রং, এই নাও তোমাদের মদ—ঘেয়ে নিয়ে স'রে পড়।

জ্যাক : ও তোমাকে একটি পিপে আনতে বলেছিল।

কিন্নারগাস : আহা, বেচারা অত ভারী বইবে কি করে! আমি আনছি।

(এই বলে সে রান্নাঘরের ভেতরে চ'লে গেল)

অ্যানি : (হতাশ ভাবে) পরীষকে বাঁচাতে পারে, এমন মানুষ কি এখানে একজনও বেই?

নিনিয়াম : (দাঁড়াতে চেষ্টা করে) আমি আনকের সঙ্গে আমার বতসুর
কমতা—

বাওলিং : (ওকে বাধা দিয়ে) আমি হলে সাবধান হত্য, মি: এডওয়ার্ডস্ ।

জ্যাক : হ্যাঁ, সেই ভালো, মি: এডওয়ার্ডস্ । আপনিও সাবধান হন ।
বুড়োটোর কথা শুনুন । ও আমাদের অনেক মারামারি করতে
দেখেছে ; তাই ও বলতে পারবে যে, আপনার চোঁট লাগতে পারে ।
আমরা ওকে দেখিয়ে দেব, যে-লোক জনসাধারণের বন্ধু অ্যাণ্ডি
জ্যাকসনের বিরুদ্ধে কথা কয়, তার আধারা কি করি ।
(কিয়র্গাস মদের পিপে নিয়ে কিরে এল)

হেন্স : হ্যাঁ ভাই, ওঁকে মেরেই কেল—আমাদের মধ্যে তোমরা ক'জনেইত'
বপার্শ্ব আমেরিকান ।

নিনিয়াম : (উঠে দাঁড়িয়ে) আপনারা যদি অসুগ্রহ করে বাইরে আসেন,
আমি আপনাদের সঙ্গে লড়তে রাজী আছি ।

জ্যাক : বহত আচ্ছা ! আমরা আপনাকে একেবারে বেরে কেলব না,
মাত্র আপনার হাড় ক'খানা গুঁড়িয়ে দেব । হাস করেক বাসে
আপনি একেবারে নতুন লোক বনে যাবেন । কিয়র্গাস, পিপেটা
নিয়ে চল ।

(ওরা বেরিয়ে যাবে, এমন সময়ে এব-কে ঘরজার খুঁবে দেখা
গেল । ওর সোজসোজ আগেকার থেকে একটু ভালো । ওর
হাতে চিঠিপতর । ও পোস্টপিওনের কাজ করছে । ওর
পেছনেই চুকল জস্ স্পীড ।)

এব : চিঠি এসেছে । এই যে, জ্যাক ! তোমরাও রয়েছ যে ! মিস্
অ্যান, আপনার একখানি চিঠি । (অ্যানের প্রতি তার আচরণ
অত্যন্ত সম্বনপূর্ণ)

অ্যান : বস্তবাব, এব । (চিঠিটি নিয়েই সে ঘোঁড়ে ভেতরে চলে গেল)

হেন্স : এব, এখুনি লড়াই হবে ।

মিনিরান : (জ্যাককে) আসিতে হয় ত' আহ্নন।

জ্যাক : এস, তাই সব, ঠিক আছে।

এব : যারামারি ? কারা—কেন ?

জ্যাক : এব, ইনি হচ্ছেন মিনিরান এডওয়ার্ডসের ছেলে—অ্যাণ্ডি জ্যাক্সনের শত্রু—স্বীকৃতি থেকে এসেছেন যারামারি করবার জন্তে—কাজেই তাঁর বাসনা চরিতার্থ করে আমি হস্ত হব। (এব মিনিরানের পা থেকে মাথা পর্বন্ত দেখল)

এব : তাই সব, একটু দৈর্ঘ্য ধর। জ্যাক, তুমি নিশ্চয়ই তুলে যাওনি আজকের দিনটা কি ?

জ্যাক : না, আমি তুলিনি। কিন্তু আমার বিবেচনায়, অল্প বে-কোন দিনের মত আজকেও রাজনীতিকদের খোলাই দেওয়া যায়।

এব : (উল্লসিতভাবে) ভালো ; যারামারিই যদি করতে চাও, জ্যাক, আমার সঙ্গে যারামারি করতে পার। এই শহরের পোস্টমাস্টার হিসেবে আমি নিজেও একজন রাজনীতিক।

(সে জ্যাককে ধাক্কা মেরে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে মিনিরানের দিকে কিরল)

আর আপনার সম্বন্ধে আমি—আমি আপনার মতো সাহসী লোকের সঙ্গে করমর্দন করতে চাই।—আমার নাম লিডন।

মিনিরান : (এবের সঙ্গে করমর্দন করে) মি: লিডন, আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি খুবই খুশী হয়েছি।

এব : হওয়াই উচিত, কেননা খুব সময়ে আমি এখানে হাজির হয়েছি। ওহো, বাঙলিং, তোমার খানকরেক চিঠি আছে ; আর ট্রুয়, এই নাও তোমার খবরের কাগজ।

জ্যাক : দেখ, এব, এখানে নাক গলাতে এসনা।—এটা আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়.....

এব : এই শহরের সব জিনিষেই আমি নাক গলাতে পারি, জ্যাক ।
আর সত্যি কথা বলতে কি, এইটাই আমার এখন একমাত্র কাজ ।
(টুমের দিকে কিরে)

টুম, কাগজটার তোমার যদি খুব দরকার না থাকে, আমার একটু
পড়তে দাও ।

টুম : নিশ্চয়, নিশ্চয় ! এই নাও, এব ।
(কাগজটা এব-কে দিল)

এব : ধন্তবাদ !
(একটি চেয়ারের দিকে যেতে যেতে কাগজখানিকে সে খুলতে
লাগল । জ্যাক প্রথমটা তাকে লক্ষ্য করল, পরে হেসে উঠল)

জ্যাক : (নিম্নানকে) ভালো, ভালো, এব লিখন তোমাকে বাঁচিয়ে দিল ।
ও হচ্ছে আমার বন্ধু ; কাজেই ওর পরামর্শ আমার গুনতেই হবে ।

এব : (বসতে বসতে) এবং এও একটা কারণ বে, আমিই এখানে এক
মাত্র লোক, বাকি খোলাই দেবার ক্ষমতা তোমার নেই ।

জ্যাক : (এবের কাছে গিয়ে) এব, আমি চললুম । কিন্তু আমি তোমাকে
সাবধান করে দিচ্ছি—তুমি আর বোকার মত পড়বে না—দিন
নেই, দুপুর নেই, রাত নেই—খালি পড়া, পড়া, আর পড়া !—
এতে তুমি নরম হয়ে যাবে । তোমার আমি খোলাই লাগাতে
চাই না ।

(সে হেসেদাঁবার জন্তে ঘুরে ফাঁড়াল)

মি : এডওয়ার্ডস্, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আমি খুশী হয়েছি ।
কিন্তু বিষ হুড়াবার জন্তে এ-এলাকার আর আসবেন না ।

(সে বেরিয়ে গেল । ব্যাব এবং জ্যাম্প তাকে অহুসরণ করল ।
কিয়ার্গাস পিণেটাকে তুলে নিয়ে ওদের পেছ পেছ চলতে শুরু
করল)

মিসিসিগান : (জ্যাককে) আমিও খুব খুশী হলুম ।

এব : কিয়ার্গাস, এ পিপেটি কোথা থেকে পেয়েছ ?

কিয়ার্গাস : (ইতস্তত করে) জ্যাক আমাকে নিতে বলেছিল, সেইজন্মে আমি.....

এব : বেশ করেছে—এখন নামিয়ে রাখ। সেখ-গেলের সঙ্গে দেখা হ'লে তাকে বলো, তার নামে একখানা চিঠি আছে।

কিয়ার্গাস : আচ্ছা, বলব, এব।

(সে পিপেটি নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল)

নিনিয়ান : মি: লিভন, আমি আপনার কাছে অত্যন্ত স্বামী।

এব : ও কিছু নয়, মি: এডওয়ার্ডস।

নিনিয়ান : আমাদের সঙ্গে এক পাত্র খাবেন না ?

এব : আন্তে না, মাপ করবেন।

(এব খবরের কাগজ পড়তে লাগল। বাওলিং গেলাসে মদ ঢালতে শুরু করল)

বাওলিং : আমি আর এক পাত্র খাব। এখন আর বলতে দোর নেই, আমি এখনও কাঁপছি।

(সে নিনিয়ানকে একটা পাত্র দিয়ে নিজে খেতে শুরু করল)

ট্রম : বুঝলেন, মি: এডওয়ার্ডস, ঐ ধরনের লোকই আমাদের শহরকে এগুতে দিচ্ছে না।

নিনিয়ান : এ ধরনের জীব আজকাল সব জায়গাতেই আছে।

জস্ : এব, কাগজখানাকে রাখ ; তোমার সঙ্গে আমাদের কথা আছে।

এব : আমার সঙ্গে ? কি সম্পর্কে ?

(সে কৌতূহলী দৃষ্টিতে জস্, বাওলিং এবং নিনিয়ানের দিকে তাকাল)

জস্ : এব, রাজ্য বিধানসভার নির্বাচনে ঝাঁড়াতে চাও ?

এব : কবে ?

জসু : এইবারই—আগামী শরৎকালের নির্বাচনে ।

এব : কেন ?

লিনিয়ান : মি: লিভন, আমি আপনাকে কয়েক মিনিটব্যস্ত জেনেছি। কিন্তু তাতেই আমি জসু স্পীডের সঙ্গে একমত যে, আপনার মত লোককেই আমাদের দরকার ।

এব : জসু, মতলবটা বুঝি তোমার ?

জসু : (হেসে) দেখ এব, জনসাধারণ তোমাকে চায় ।

ট্রু : বাওলিং, এ সম্বন্ধে তোমার মত কি ?

বাওলিং : আমার তো মনে হয়, মতলবটা খুবই ভালো । কেন, এব—
হুন্ডরাট্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া, টেন্ডাস, জাতীয় ব্যাঙ্কের গোলমাল,
দাস-প্রথা—এই সব বিষয়ের ওপর তোমার বক্তৃতা শুনে
পাওয়া যাবে—সে যে কি মজাই না হবে ; জীবনে আমরা
কখনও এমন মজা উপভোগ করতে পাইনি ।

এব : (উঠে দাঁড়িয়ে) আচ্ছা, এ বিষয়ে আমার মতামত কি, তাতে
তোমরা কেউ জানতে চাইছ না ।

জসু : (হেসে) বেশ,—আমিই জিজ্ঞেস করছি ।

এব : (একটু থেমে) ব্যাপারটা খুব মজারই লাগছে—আর, প্রথম
চিন্তাতে আমার মনে হচ্ছে—এটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই
নয় ।

বাওলিং : এব, তুলে বেওনা, নির্বাচিত হ'লে তোমার মাইনে হবে রোজ
পুরো তিনটি ডলার ।

এব : টাকাটা মন্দ নয় । বাওলিং, তোমার কাছে আমি অনেক ধারি ।
থর, আমি যদি বিশ বছর তোমাদের প্রতিনিধি থাকতে পাই,
তাহলে আমি তোমাকে—দাঁড়াও, হিসেব ক'রে নিই—হ্যাঁ,
তোমাকে আমি রোজ আড়াই ডলার করে শোধ দিতে পারব ।

(আঙুলে ক'রে হিসেব করতে করতে বলছে)

বাঙালি : এহ, আমি কিন্তু তোমার দেনার কথা ভাবছি না।

এব : তা আমি জানি, বাঙালি। কিন্তু দেনা তো আমাকে শুধতেই হবে। হইগ্ পাটির বখেটে টাকার জোর আছে, আর ঈশ্বর ভাগ্যবান ব্যাঙ্কে টিকিয়ে রাখুন—কি বলেন, মিঃ এডওয়ার্ডস্ ?

নিমিয়ান : আছে, হ্যাঁ, তা আর বলতে !

এব : তাই যদি হয়, তাহ'লে বে-লোকের পনেরো শো ডলার দেনা আছে, তাঁকে নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করানো খুব শোভন হবে কি ?

বাঙালি : (নিমিয়ানকে) এখানে এই দেনা সযত্নে আমার কিছু বক্তব্য আছে। এব-এর ব্যবসায়ী কেন ফেল পড়ে জানেন ?—ওর অংশীদার ওর দোকানের তামাম পণীয়—অর্থাৎ সমস্ত হইগ্ সাবাড় করেছিল ব'লে দোকানের সমস্ত দেনাটিই এব নিজের ঘাড়ে নিয়েছে। আর সেই জন্তেই আমাদের এখানকার সকলেরই এবের সযত্নে এত উচু ধারণা।

নিমিয়ান : আপনাদের সঙ্গে আমিও একমত।

এব : আমার সযত্নে এত ভালো ভালো কথা বলবার জন্তে আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, খুব উচ্ছৃঙ্খল হবেন না আমার ব্যাপারে ; তাহ'লে আমি হয়ত মনে করতে পারি, দৈনিক তিন ডলারের চেয়ে আমার হাম বেশী।

জস্ : নির্বাচনে জিততে পারলে তুমি একটা ভালো লাইব্রেরীতে পড়বার সুযোগ পাবে ; আর তা' ছাড়া আমাদের রাজ্যের সেরা আইনজ্ঞদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে।

এব : কিন্তু সেরা আইনজ্ঞরা আমার সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ নাও করতে পারেন।

নিমিয়ান : ও নিয়ে শুধু শুধু মাথা ঘামাবেন না। আমি আপনাকে কাজের মধ্যে দেখেছি। কি ক'রে লোকদের সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, তা আপনি ভালো ভাবেই জানেন।

এব : তা' জানি বটে—যখন তাদের চাবুক ঝারতে হয়। কিন্তু তাই বলে তো ভোটদাতাদের সঙ্গে যারামারি করে বেড়াতে পারব না। তা' ছাড়া—আমার রাজনৈতিক মতামত আপনাদের সঙ্গে যে মিলবেই সেটা জানলেন কেমন করে ?

মিনিয়ান : মিঃ লিঙ্কন, জানিনা আপনার রাজনৈতিক মতামত কি ? আমরা চাইছি রক্ষণশীল লোক, যারা এই দেশটাকে প্রাথমিক আইনকাহ্ননের মধ্যে কিরিয়ে আনবেন।

এব : অবশ্য আমাকে আপনি রক্ষণশীলই বলতে পারেন। প্রগতির জল্পে কোনো রকম আন্দোলন ত্রুষ্ক করা আমার দ্বারা হবে না। যুখ খুলতে আমি ভয়ই পাই।

জন্স : (হেসে) মিনিয়ান, আমি তোমাকে বলেছিলুম, আমরা যেমনটি খুঁজছি, ও হচ্ছে একেবারে সেই ধরনের লোক।

(মিনিয়ানও হেসে দাঁড়িয়ে উঠল এবং এবের দিকে এগিয়ে গেল)

মিনিয়ান : মিঃ লিঙ্কন, দেখুন, একটা গল্প রটেছে যে, বিশেষ সুবিধাভোগী লোকদের নিয়েই আমাদের দলটা গ'ড়ে উঠেছে। সেইজল্পে আমরা সাধারণ লোকের ভেতর থেকে প্রতিনিধি দাঁড় করাতে চাইছি। পোস্টমাস্টার হিসেবে চিঠি বিলি করবার সময় আপনি অনারাসেই বক্তৃতা দিতে পারেন, কিংবা আমরা আপনাকে যে-সব প্রচার-পুস্তিকা দেব, তাও বিলোতে পারেন।

এব : এক প্রশ্ন ভাল স্মৃষ্টিও কিনে দেবেন ত' ? ছদ্দিন বাদে নির্বাচনে দাঁড়াতে যাবছি, আমার একেবারে সাদামাটা দেধানো ভালো নয়।

মিনিয়ান : (হেসে) মনে হয়, ওটাও দিতে পারা যাবে,—কি বলেন জজ সাহেব'?

বাওলিং : আমারও তাই মনে হয়।

মিনিয়ান : (তাৎপর্যপূর্ণভাবে জোরের সঙ্গে) কাজেই, এ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করবেন, মিঃ লিঙ্কন, এবং যে-জাত দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে

কমেই ছাড়িয়ে পড়ছে, তার মধ্যে এক বাণ উঠতে গুঠার মানে কি, তাও বিবেচনা করে দেখতে বলি। —আমরা একটি মহাদেশে পরিণত হতে চলছি, মিঃ লিঙ্কন—এবং আমরা বা চাই, তা হচ্ছে মাহুয। (নিজের হাতঘড়ি দেখে) কিন্তু এইবার আমাকে মাপ করতে হবে—আজই সন্ধ্যার সময় আমাকে স্ট্রীংকিন্ডে পৌঁছতে হবে। কাজেই আমি চলি, মিঃ লিঙ্কন—নমস্কার।

এব : নমস্কার, মিঃ এডওয়ার্ডস্। —আপনার প্রচার জরুরী হোক।

মিলিয়াম : ঠিক ওই কথাই আমি আপনাকেও বলি।

(জস্ এবং বেন ন্যাটলিং ছাড়া আর সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে বাবার জঙ্গে প্রস্থত)

বাওলিং : (বেতে বেতে) আমি তোমার সঙ্গে পরে দেখা করব, এব।
অ্যান্কে বোলো, আমি কিরে এসে মনের দ্বার চুকিয়ে দেব।

। : বলব, বাওলিং।
(বাওলিং বেরিয়ে গেল। একটু বাদে এব জসের দিকে কিরল)

এব : জস্, তুমি আমার অবাক করলে। আমি ভাবতুম, তুমি আমার বন্ধু।

জস্ : আমি জানি, এব, তুমি এসব পছন্দ কর না। কিন্তু—পছন্দ কর আর নাই কর—তোমাকে বড় হ'তেই হবে; আর এই হচ্ছে একটু গণ্যমান্ত হবার একটা সুযোগ।

হুএক : কিন্তু আমি কি গণ্যমান্ত হতে চাই?

জস্ : তুমি হয়ত অস্বীকার করবে, কিন্তু এব, তোমার ভেতর একটু অহমিকা আছে; আর এই অহমিকার জন্মে একটু ধোঁরাক দরকার। কাজেই, আমাদের প্রস্তাব যদি স্বীকার কর, তাহ'লে আমার ত' মনে হয় না, এই ব্যাপার কোনোদিন তোমার হৃদয়ের কারণ হবে, বা তুমি কোনো দিন মনে করবে, আমি তোমার কোনো অনিষ্ট করেছি।

এব : (হেসে) না, না আমি তোমার ওপর রাগ করবনা, জস্।

(সে এগিয়ে গেল এবং দরজার বাইরে তাকাল)

কিন্তু ঐ নিনিয়ান এডওয়ার্ডস্—সে হচ্ছে বড়লোক, শিক্ষিত। রাজনীতি তার কাছে একটা খেলার সামিল। তার মত খেলা খেলতে পারলে আমিও হয়ত ঐ জিনিষই পছন্দ করতুম। কিন্তু আইন পড়বার পর এবং—বাইবেলকে সামনে রেখে—এই কথাই কি মনে হয় না যে, আমাদের গভর্নমেন্টে চালানোর ব্যাপারে হইগ্-পাটিকে কতদূর প্রতিষ্ঠিত করার চেয়েও বেশী দরকারী কিছু কাজ আছে?

(অল্পবয়সী এবং শক্তিশালী সেথ্-গেলের প্রবেশ)

সেথ : এব, কিয়র্গাস বলছিল, আমার নামে নাকি একখানা চিঠি আছে?

এব : (চিঠির বলি থেকে খুঁজতে খুঁজতে) হ্যাঁ আছে—

সেথ : এই যে, মিস্টার স্পীড!

জস্ : কেমন আছেন, মিস্টার গেল?

এব : এই নাও, সেথ।

(সেথ ব'সে প'ড়ে চিঠি পড়তে শুরু করে দিল)

জস্ : হঠাৎবানেকের মতোই আমি আবার এখানে আসব।

এব : তখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে, জস্

(জস্ বেরিয়ে গেল। এব ব'সে খবরের কাগজটি তুলে নিল। বেন দাঁড়িয়ে উঠে ঝলিত পদে এব-এর দিকে এগিয়ে এল)

বেন : (রাগত ভাবে) এব, তুমি কি ওদের হয়ে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছ?

এব : এ সম্বন্ধে আমি এখনও চিন্তা করবার অবসর পাইনি।

বেন : এখনি ওরা বেন তোমাকে দলে না পায়। দোহাই, ওরা যেন তোমাকে ভাল ছোট পরাতে না পারে—এদেশে ওটা তো শরতানের পোশাক! এব লিঙ্কন, তুমি একজন সাজা লোক—ওরা তোমাকে জাহান্নামে দেবে, যেমন সারা যুক্তরাষ্ট্রকে ওরা রসাতলে পাঠিয়েছে।

তাকিয়ে দেখ, গুয়াশিটনের দিকে, জেকারসনের গানে, জন
অ্যাডামসের দিকে (সে দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলোর দিকে
আঙুল তুলে দেখাল)—আজ এঁরা কোথায়? আজ এঁরা নেই
—এবং এঁরা বা-কিছুর জন্তে লড়েছিলেন এবং বা কিছু পেয়েছিলেন,
তাও আজ নেই—এঁদের সঙ্গে সঙ্গেই সে-সব চলে গেছে।
(অ্যান টেবিল পরিষ্কার করবার জন্তে এল—এব তার দিকে
তাকাল)

সত্যি বলতে কি—আমরা সবাই যদি ক্রীতদাস হতুম, তাহ'লে
এর থেকে ভালো থাকতুম। তারা অন্ত্রখে পড়লে কিংবা বুড়ো
হলে বয়সআত্মি পায়।

(অ্যান ভেতরে চলে গেল)

কিন্তু তুমি এসব ব্যাপার গ্রোহের মধ্যেই আনোনা,—তুমি আমার
কথা শুনছই না—

(সে আন্তে আন্তে দরজার দিকে চলতে শুরু করল)

এব : বেন, আমি তোমার কথা নিশ্চয়ই শুনছি।

বেন : না, তুমি শুনছনা। আমি জানি, স্বাধীনতার স্বত্বদেহকে বে-সব
নেকড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে যাচ্ছে, তুমি তাদেরই দলে যোগ
দিতে যাচ্ছ।

(সে বেরিয়ে গেল)

এব : এ নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমি যাচ্ছি না।

(অ্যান ভেতরে চুকে আবার টেবিলের দিকে গেল। তাকে দেখে
অত্যন্ত চূপচাপ মনে হচ্ছে)

এব : বাওলিং গ্রীপ বলেছেন যে, তিনি কিরে এসে তোমার বা পাওনা,
তা দিয়ে দেবেন।

অ্যান : (সংক্ষেপে) ঠিক আছে।

(সে গেলাসগুলিকে বাইরে নিয়ে বাবার জন্তে পা বাড়াল। এব
লাকিয়ে উঠে তাকে সাহায্য করতে গেল)

এব : অ্যান, দাঁও—আমি ওগুলো নিয়ে বাচ্ছি।

অ্যান : (বিরক্তভাবে) না, ছাড়—আমিই নিয়ে যেতে পারব।

(সে চলে যেতে পা বাড়াল)

এব : অ্যান, যদি কিছু মনে না কর—

অ্যান : কি ?

এব : আমি—আমি তোমার সঙ্গে ছুটো কথা কইতে চাই।

অ্যান : বেশ, আমি কিরে আসছি।

(সে চলে গেল। সেখ তার চিঠি পড়া শেষ করেছে। সে এবের দিকে এগিয়ে এল। এব পরবর্তী কথাবার্তার সময় সারাঙ্গল রায়খরের দিকে চোখ রাখল)

সেখ : এব...এব—ঘেরীল্যাও থেকে আমার বাড়ীর লোকেরা আমাকে চিঠি দিয়েছে। তার মানে—আমার মনে হচ্ছে, নেত্রাঙ্কা প্রদেশে যাবার যে স্বপ্ন দেখছিলাম, তা ভুলে যেতে হবে। আমার বাবার অন্তর করেছে।

এব : শুনে দুঃখিত হলাম।

সেখ : আমারও খুব দুঃখ হচ্ছে। ওরা আমাকে কিরে গিয়ে চান-আবাদ করতে বলছে। অথচ আমার পশ্চিমাঞ্চলে যাবার খুবই ইচ্ছে ছিল। তার ওপর যেটা সবচেয়ে দুঃখের কথা—ভূমিও আমারই ওপর ভরসা করছিলে।

এব : (তখনও রায়খরের দিকে চেয়ে) ও সম্বন্ধে কিছু ভেবনা, সেখ।

(অ্যান কিরে এল)

সেখ : হ্যাঁ, গতস্ত শোচনা নাস্তি। বাবার আগে তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে যাব, এব।

(সে চলে গেল। এব অ্যানের দিকে তাকাল; অ্যানও এবের দিকে)

অ্যান : কি বলবে বলছিলে, এব ?

এব : (ঝাঁড়িয়ে উঠে) আমার কেমন যেন মনে হ'ল, নিউইয়র্ক স্টেট থেকে তুমি বে-চিঠিখানা পেয়েছ, সেই সম্পর্কে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে চাও ।

অ্যান : (তীক্ষ্ণবরে) সে চিঠি সখাচ্ছে তুমি কি জান ?

এব : আমি হুই পোস্টমাস্টার । লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার, আমার যতটুকু জানা উচিত, তার থেকে হয়ত কিছু বেশীই জানি আমি । আমি মিস্টার ব্যাকুনীলের হাতের লেখা চিনি । এবং তোমার মুখের ভাব দেখে বুঝলুম, তুমি বে খারাপ খবরের ভয় করছিলে, তাই এসে গেছে ।

অ্যান : (রাগতভাবে) এব, চিঠিতে বাই থাকুক না কেন, তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার দেখিনা ।

এব : তা আমি জানি, অ্যান । কিন্তু তুমি কাঁদছিলে—ও আমি সইতে পারি না । তোমার সখাচ্ছে আমি অনেক চিন্তা করি, কিন্তু সে সব কথা তোমার শোনার দরকার নেই । খালি, তুমি যখন কোনো বিষয়ে অসুখী, তখন কারকে তোমার দুঃখের কথা শোনাতে পারলে খানিকটা সাহায্য পাবে,—আর ঈশ্বরের দিবি, আমার কানে কথা ঢোকবার পর তা আর বেরুবে না, এটা তুমি জেন ।

অ্যান : (তার মনটা নরম হয়ে এল) তুমি খুব ভালো লোক, এব লিঙ্কন । (সে বসল)

এব : আমি সাদাসিধে লোক । আমার সার্টের বুল ঝাঁট, বসতে পর্বস্ত পারা যায় না ।

অ্যান : (হেসে) বা হোক এব, এইখানে আমার পাশে বস ।

এব : সানন্দে ।

(সে তার দিকে এগিয়ে এল এবং তার কাছে বসল)

অ্যান : লোককে হাসাবার জন্যে তোমার মুখে কথা জুগিয়েই আছে, তাই না ?

এব : দেখ, আমার কিছু বলবারও দরকার নেই। হাসতে হ'লে আমার দিকে একবার তাকানোই যথেষ্ট।

অ্যান : চিঠি সখছে যা বলেছ তা ঠিকই, এব। মিস্টার ম্যাকলীন কবে যে আবার নিউ সালেমে কিরে আসতে পারবেন, তা তিনি নিজেই জানেন না। এই কথায় হয়ত তিনি বোঝাতে চাইছেন যে, আর কখনই কিরবেন না। হয়ত তাবছ, তাঁর বাগদত্তা হয়ে আমি বোকাযিই করেছি।

এব : না, আমি তা মনে করি না। ভুল্ললোক খুবই কেতাদুরস্ত এবং দেখতেও সুপুরুষ—আমি—আমি কোনো মেয়েকেই দোষ দেব না, যদি সে তাঁর প্রেমে পড়ে।

অ্যান : (তাড়াতাড়ি) কিন্তু আমি তাঁকে ভালোবাসিনি, এব।

এব : ওঃ, তাই যদি হয়, তাহলে আর দুঃখ করবার কি আছে ?

অ্যান : এব, মেয়েদের সখছে তোমার কোনো অভিজ্ঞতা আছে ব'লে আমি মনে করি না। তোমার শক্তি আছে ব'লেই দুর্বল প্রকৃতির লোকের মনোভাব তোমার জানবার কথা নয়। সারা শহরের লোক বলবে, তিনি আমাকে ত্যাগ করেছেন। সামনে তারা আমার প্রতি খুবই সহানুভূতি দেখাবে, কিন্তু পেছনে তারা আমার উপহাস করবে।

(সে উঠে দাঁড়াল এবং একে অতিক্রম করে ডান দিকে গেল)
আমি জানি, এটা আমার নিছক দুর্বলতা। কিন্তু এ এমনই জিনিষ, যা ছুঁমি বুঝতে পারবে না।

এব : এমনও ত' হতে পারে যে, আমি এটা বুঝতে পারি, অ্যান ? জন্ম স্পীড ব'লেগেল, আমি নাকি মেমাকে—কথাটা ঠিক—এই মেমাকই আমাকে তোমার কাছে আমার মনের কথা বলতে দেয়নি।
(অ্যান সবিস্ময়ে কিরে দাঁড়াল এবং তার দিকে তাকাল)

তুমি জান, আমিও চাই না যে, কেউ আমাকে পরিহাস করে। আমি জানি, আমি কেমন দেখতে—এবং এও আমি জানি, কোনো মেরেকে ভালোবাসলে তাকে দেবার মত আমার কিছু নেই।

অ্যান : এব, তুমি কি বলতে চাইছ যে, তুমি আমাকে ভালোবাস ?

এব : (গম্ভীরভাবে) হ্যাঁ—তাইই আমি বলছি।

(সে দাঁড়িয়ে উঠে তার মুখোবুি দাঁড়াল—অ্যান তার চোখের পানে তাকাল)

বহুদিন থেকেই আমি তোমাকে ভালোবাসি—সমস্ত হৃদয় দিয়েই। দেখ অ্যান, তুমি সত্যিই একটি চমৎকার মেয়ে। তোমার বুদ্ধি আছে, সাহস আছে। দেখতেও তুমি খুব সুন্দর। কিন্তু, এ নিয়ে তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, অ্যান। আমি কথাটার উল্লেখ করলুম শুধু এই কারণে যে, তুমি যদি আমার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে আমাকে ধস্ত কর, তাহ'লে লোকের মুখ বন্ধ হবে। তারা ভাববে, আর কারুর জন্তে তুমিই বুঝি ব্যাকুনীলকে ত্যাগ করেছ—হয়ত আমারই জন্তে।

অ্যান : (সমান গম্ভীরভাবে) তোমাকে আমি যে রকম জানতাম, এব, তাতে, তোমার সখ্যে আমার উচ্চ ধারণাই ছিল। কিন্তু—তোমার আমার মধ্যে প্রেম—!—আমি এখুনি বলতে পারছি না, সেটা কেমন হবে—মনে হচ্ছে, তুমি বেন আমার কাছে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক ; তোমাকে বেন আমি এই প্রথম দেখছি।

এব : (শান্তভাবে) আমার সখ্যে তোমার মনে কোন রকম অসুস্থতি জাগবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি না।

অ্যান : আমি জানি, এব। তোমার বখাসর্বস্ব তুমি দিতে প্রস্তুত, কিন্তু বিনিময়ে কিছু চাওনা। যদি কখনও তোমার ভালোবাসতে পারি, আমি অত্যন্ত খুশীই হব ; এ-রকম একজন সরল ও সৎ লোককে ভালোবেসে নিজেকে ভাগ্যবতীই মনে করব।...তুমি—তুমি শুধু আমার একটু ভাবতে সময় দাও।

এব : (নিজের চোখকানকে বিশ্বাস করতে না পেরে) তার মানে, তুমি বলতে চাও—কিছুটা সময় শেলে—তোমার প্রতি আমার যে মনোভাব, সেই রকম একটা কিছু তোমার মনেও উদয় হ'তে পারে ?

অ্যান : (সন্দেহে) আমি জানিনা, এব। (তার বাহু স্পর্শ করে) কিন্তু এইটুকু আমি জানি, তুমি যে-কোনো লোকের মন ভরিয়ে নিতে পার।

(এব অ্যানের হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিল)

এব : অ্যান, ওরা যে-কথা বলে—যে এ-দেশে সকলের জন্তে সমান সুযোগ—সে-কথা আমি সব সময়ই মনে প্রাণে বিশ্বাস করবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু পারিনি ; যেমন পারিনি, সকল লোককেই ভগবান তাঁর নিজের মতো করে গড়েছেন, এ-কথা মনে নিতে। কিন্তু অ্যান, যদি কোনো দিন তুমি আমার হও, তাহ'লে ভালো ভালো পদ্ম বইয়ে এতদিন ধ'রে যে সব আশ্চর্য আশ্চর্য কথা পড়েছি, তার প্রত্যেকটা জিনিষেই আমি বিশ্বাস করব—প্রত্যেকটা জিনিষেই। (দু'জনেই কিছুক্ষণ নীরব। তারপর অ্যান তার কাছ থেকে স'রে গেল)

অবশ্য ষতদিন না আমি বুঝতে পারছি, তোমাকে পাবার অধিকার আমার জন্মেছে, ততদিন আমি তোমার কাছ থেকে জবাব চাইনা। (চিঠির বলি ছুলে নিয়ে সে সরজার দিকে এগিয়ে গেল)

অ্যান : কোথায় যাচ্ছ, এব ?

এব : আমি বাঙালি ঐশিককে খুঁজতে যাচ্ছি—তাকে একটা চমৎকার তামাশার কথা বলতে হবে। (সে হাসল)

অ্যান : তামাশা ? কি নিয়ে ?

এব : আমি তাকে বলতে যাচ্ছি যে, ইলিনয়ের রাজ্যসভায় আমি নির্বাচনপ্রার্থী।

(সে চলে গেল)

[দ্বিতীয় দৃশ্য শেষ।]

প্রথম অঙ্ক—তৃতীয় দৃশ্য

[দিউ সানসেবের কাছে বাওলিং গ্রীণের বাড়ী। সময় দ্বিতীয় দৃষ্টের বছর খানেক পরে,—সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। বাইরে ঝড় বইছে।

ঘরটি ছোট, কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দসুখ; দেওয়ালগুলি খেঁবে রয়েছে বইয়ের সারি, আর পারিবারিক চিত্র। ঘরের মধ্যস্থলে একটি টেবিলের ওপর একটি আলো জ্বলছে; টেবিলের দু'ধারে চেয়ার, আর বামিকে একটি খোঁচ রয়েছে। সানসেবের দরজার গারে একটি বন্ধুক ঝাঁড় করাশো আছে।

বাওলিং তাঁর ব্রী জালিকে কি একটা জিনিষ টেবিলের পড়ে পোনাচ্ছেন—জালি সেলাই করতে করতে ভাই শুকছেন।]

জালি : (হেসে)

খামলে কেন? পড়ে যাও, বাওলিং। নায়ককে ঠিক তোমার মতোই লাগছে।

(দরজায় করাঘাত শোনা গেল)

জালি : (চমকে উঠে) এ নিশ্চয়ই এব নয়। তাহ'লে কে হ'তে পারে?

বাওলিং : (উঠতে উঠতে) দেখাই বাক।

জালি : এমন অন্ধুত সময়ে কে এল! তুমি বরং বন্ধুকটা তৈরী রাখ।

(বাওলিং তালি ধুলে দরজাটি খুললেন। দেখা গেল, জস্ স্পীড)

বাওলিং : জস্ স্পীড! তুমি!—আরে, এস, এস। কোটটা ধুলে কেল।

জস্ : শুভ ইভনিং, বাওলিং! হিসেস গ্রীণ, শুভ ইভনিং। আমি

এটমার স্ত্রীংকিড থেকে আসছি। স্তনলুথ, এব লিঙ্কন এই শহরেই আছে এবং তাকে এখানেই পাওয়া যাবে।

বাণলিং : হাঁ, সে এখানে রাতে ঘুমোয়।

জ্যাক্সি : কিন্তু সে এখন বেচারি অ্যানের স্তনলুথ জন্তে রাটলেজ কার্কে গেছে।

জস্ : মিস রাটলেজ ?—কেন, কি হয়েছে তাঁর ?

জ্যাক্সি : তার মাথার অস্থি করেছে। কতলোকই না এই অস্থি মাথা গেল।

বাণলিং : কিন্তু অ্যানের বয়স কম। ও নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবে। বোসো, জস্।

জস্ : ধন্যবাদ।

(সে বসল। বাণলিং তাঁর পাইপ ভর্তি করতে লাগলেন)

জ্যাক্সি : আপনি বোধ হয় জানেন যে, অ্যানের অস্থি করেছে শোনাযাজ এবং এখানে ছুটে এসেছিল। সে অ্যানকে ভীষণ ভালোবাসে।

জস্ : ওঃ, এব তাহলে প্রেমে পড়েছে! তাই গেল বার আমি যখন তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম, সে কেমন যেন একটু অস্বস্তি রকম আচরণ করেছিল। কিন্তু, ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করতে বললে ওর পেটের গোলমাল।

বাণলিং : (হেসে) ওইটেই বোধ হয় ঠিক কথা। জ্যাক্সি একটু কলনাপ্রবণ। রাজ্য বিধান-সভাতে এব বেশ ভালোই চালাচ্ছে তো ?

জস্ : উহ। সে প্রেক চুপ করে বসে থাকে, আর রোজ তিনটি করে ডলার পকেট করে। কিন্তু বিধান-সভায় যে-সব জিনিস নিয়ে আলোচনা হয়, তা নিয়ে ওর কোনো মাথাব্যথা নেই। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, মিস রাটলেজও ওর প্রতি অস্থি ?

জ্যাক্সি : নিশ্চয়ই। এবের জন্তেই তো ও ব্যাকুনীলের সঙ্গে বিয়েটা ভেঙে গিল।

জলু : ও কি মিস্‌ রাটনেজকে বিয়ে করতে চায় ?

ম্যাক্সি : পৃথিবীতে ঐ একটি জিনিষই সে এখন চায়। আর যত শিগ্গিরি ওদের দু'হাত এক হয়, ততই ওদের দু'জনের পক্ষেই মজল।

বাগলিং : (আসন গ্রহণ করে) মেয়েটির পক্ষে অবশ্য মজলই, কিন্তু এবের পক্ষে ঠিক উল্টো। এবের চলার পথ নিজস্ব, অ্যান ওকে শুধু পিছু টানবে।

জলু : আমার মনে হয়, যদি অ্যান একে সাবালগু একটু সুখী করতে পারে, তাহলে বিশেষ কিছু বাবে আসবে না—এবের জীবনে ঐ জিনিসটারই অভাব থেকে গেছে।

ম্যাক্সি : ঠিক তাই। বাগলিং, তোমার চেয়ে এব সফল আমি কম ভাবিনা। কিন্তু আজ অবধি সে যা-কিছু চেষ্টা করেছে, তার কোনোটাতেই সে সফল হয়নি, এ-কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। বিধান-সভায় সে এক বছর ধরে রয়েছে, কিন্তু একটি কোনো কাজ করেনি।

(সেলাইয়ের বাস্‌টি রাখবার জন্তে বুকশেলের দিকে এগিয়ে গেল)

বাগলিং : ও বরং স্ট্রীংকিলে গিয়ে ওকালতী করতে পারে—গোড়ায় গোড়ায় নিনিয়ান এডওয়ার্ডস্‌ ওকে সাহায্য করবেন। তাহলেই ও শিগ্গিরিই অ্যানকে ভুলে যেতে পারবে। অ্যান হচ্ছে ওর স্বপ্নের রাণী—কিন্তু তাকে পাওরামাজ ওর স্বপ্ন বাবে ভেঙে, আর অ্যান ওর হৃদয়কে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেবে।

ম্যাক্সি : (বসে) মিস্টার স্পীড, আপনি কি বাগলিং-এর সঙ্গে এ-বিষয়ে এক মত ?

জলু : (দুঃখিতভাবে) ঠিক বলতে পারিছ না, মিসেস ব্রীথ। এব লিঙ্কন সফল কোনো কিছু অস্বীকার করার চেষ্টাই আমি ছেড়ে দিয়েছি। তার সঙ্গে বন্ধন আমার প্রথম দেখা, তখন সে আমার একটা টিম-বোটকে রক্ষা করে—তাতে করে আমি বহু মালপত্র নিয়ে

বাহিন্দুম। তখন ভেবেছিলুম, “এই একটি নির্ভরযোগ্য লোক”। আমি বিশ্বাস করেছিলুম, আমি তাকে ধনে-বানে বড়ো হতে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু শিগ্গিরই আমার ধারণা বদলে গেল। আমি দেখলুম যে, শরীরে তার বখেই শক্তি ও সাহস আছে, কিন্তু মনের দিক দিয়ে সে পীড়িত। সারা দিন সে হাড়-ভাঙা বাটুনি খাটতে পারে হাসি-তামাশা করতে করতে, তারপর সারা রাত জেগে “হামলেট” পড়ে মনে মনে নিজেকেই ডেনমার্কের সেই হতভাগ্য সুবরাজ কল্পনা করে। হয়ত’ ও একজন খুব বড় দার্শনিক, নয়ত’ একটি প্রকাণ্ড মূর্খ। বলতে পারিনা, কোনটা সে।

বাঙালি : (হেসে উঠল) সেখ জস, তুমি এবের মধ্যে যে-সব জিনিস দেখেছ, তা দেখার মত বুদ্ধি যদি আ্যনের থাকত, তাহ’লে সে এমনি ভর পেত যে, নিউ ইয়র্ক স্টেট পর্বত সারাটা পথ দৌড়ে গিয়ে ম্যাক্সিমীলকে খুঁজে বার করত—অন্ততঃ ম্যাক্সিমীল লোকটাকে বোঝা শক্ত নয়।

স্ত্রী : (আবেগভরে) হ’তে পারে, এব লিভন হচ্ছে একটি সমস্তা ; তাকে বুঝতে হয়ত’ সময় লাগবে। কিন্তু তাহ’লেও সে বাহুব, আর খুবই অনুভবী।—তোমরা তার জন্তে কি করেছ ? তার ঠাট্টা-তামাশা শুনে হাস, নির্বাচনের দিনে তাকে ভোট দাও, আর তার দরকার পড়লে তাকে খেতে গুতে দাও। কিন্তু এবের অন্তর কি এতেই তুষ্ট হবে ?—কখনো না। তার দরকার এমন একজন নারী, যে তার জন্তে জীবনের মুখোমুখী দাঁড়াতে পারে।

বাঙালি : তুমি কি ভাব, সে নিজে জীবনের মুখোমুখী দাঁড়াতে ভয় পায় ?

স্ত্রী : হ্যাঁ, সে ভয় পায়। ছোটবেলায় সে বনের মধ্যে যে মর্মর ধ্বনি শুনেছে, তা সে এখনও খুব বেশীই শুনতে পার—বখনই সে একা থাকতে চায়, তখনই সে আজও ঐ বনের মধ্যেই চলে যায়। ঐ মর্মর ধ্বনি তার কাছে নারীকণ্ঠের চাপা আওয়াজ—বাঁরা গুকে ছেড়ে গেছেন—একজন গুর মৃত বা—আর একজন আ্যনের মৃত

মা। কিন্তু সে জানে না, ঐ চাপা আঙুরাজের মানে কি, তার।
ওকে কোন্ পথে নিয়ে যেতে চায়, আর তাতেই সে ভয় পায়।
একজন মাত্র নারী ওকে এর থেকে মুক্তি দিতে পারে—যে-নারী
ওকে স্বার্থ ভালোবাসে এবং বিশ্বাস করে।...

(দরজায় আঘাত শুনতে পাওয়া গেল)

বাওলিং : এ আঙুরাজ এবের।

(তিনি উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। দরজার ওধারে একে দেখতে
পাওয়া গেল—তার মাথার টুপি নেই, ঝড়ঝুটিতে সে ভিজ়ে গেছে।
তার পরণে একটি মোটামুটি-ভালোই-দেখতে কালো ছাট। তার
বদলটা বেশী দেখাচ্ছে এবং সে আরও গম্ভীর)

বাওলিং : এই বে এব ! তোমার জন্মে আমরা বসে আছি। ঝুটিতে না
দাঁড়িয়ে ভেতরে এস।

(এব ভেতরে এল। বাওলিং দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন)

এব : হ্যালো, জস্—খুশী হলুম তোমাকে দেখে।

জস্ : হ্যালো, এব।

এব : (জ্ঞানির দিকে ফিরে) জ্ঞানি.....

জ্ঞানি : বলো

এব : সে মারা গেছে।

বাওলিং : অ্যান ? অ্যান মারা গেছে ?

এব : হ্যাঁ। আজ রাতে হঠাৎ অরটা বেড়ে উঠল। ওরা কিছুই করতে
পারল না।

(জ্ঞানি দ্রুত এবের কাছে গিয়ে তার হাত ধরল)

জ্ঞানি : এব, আমি খুবই দুঃখিত। বড় চমৎকার মেয়ে ছিল অ্যান।—
তাকে বারা জানত, তারা সকলেই তোমার দুঃখে শোক করবে।

এব : সে আমি জানি। কিন্তু তাতে লাভ কি ? সে তো মারা গিয়েছে

বাঙলিং : বোসো, এব—একটু জিরোও।

এব : না—আমার সন্ধ কারুরই ভাল লাগে না—আমি বরং বাই।

(সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল)

অসু : (তাকে থামিয়ে) না, এব। এখানেই তুমি থাকবে।

বাঙলিং : অসু—এর কথা শোনাই ভালো।

স্ত্যাক্সি : এব, এইখানে এসে বোসো।

(এব পর পর সকলের মুখের পানে তাকাল ; তারপর বসল)

ওপরে তোমার বিছানা তৈরীই আছে।

এব : জগতে তোমরাই হচ্ছে আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। তোমরা এতকাল ধরে অনেক উপকার করেছ। আর আমি একটা শূন্তগর্ভ কুস্তুর মত। তাই এইভাবে তোমাদের কাছে আসা আমার খুবই অস্তায়।

বাঙলিং : এটা তোমার বাড়ী, এব। এখানে সবাই তোমার ভালোবাসে।

এব : তা ঠিক। বাঙলিং, স্ত্যাক্সি, আমিও তোমাদের ভালোবাসি। কিন্তু সকলের চেয়ে আমি ভালোবাসতুম তাকে।

স্ত্যাক্সি : তা আমি জানি, এব—আমি জানি।

এব : গোড়ায় গোড়ায় একা থাকতে পেলেই আমি সবচেয়ে ধনী থাকতুম। আমার কেমন একটা অদ্ভুত ধারণা ছিল যে, যদি লোকের খুব কাছাকাছি বাওয়া যায়, তাহ'লে তাদের ভেতরের আসল বস্তুটা দেখতে পাওয়া যাবে। তখন দেখা যাবে, চামড়ার নীচে তারা সকলেই উৎকেন্দ্রিক ; আর তারাও আমাকে ঠিক ঐভাবেই দেখতে পাবে। তারপর যখন আমি ওকে দেখলুম, তখন আমি আবিষ্কার করলুম, মানুষের মধ্যেও সৌন্দর্য এবং পবিত্রতা থাকতে পারে। যখন আমি তার হাত ধরলুম, তখন আমার ভেতর থেকে সমস্ত ভয়, সমস্ত সংশয় দূর হয়ে গেল। ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস জন্মাল। তার জন্তে আমি আমার গ কাজ করে আনন্দ পেতে পারতুম। সে যদি মনে করত, আমি কোনো কাজ করতে সক্ষম, তাহ'লেই আমি সে-

কাজ করতে পারতুম। এই ছিল আমার বিশ্বাস। তারপর ? তারপর আমার চোখের সামনে সে মারা গেল—ঝড়ের মুখে একটা কুটীর যেমন কোনো ক্ষমতা নেই, ঠিক সেই রকম অক্ষমভাবেই আমি ঝাঁড়িয়ে রইলুম। তার বাপ যাও সেখানে ছিল—তারা তার আত্মার জন্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলেন। “ভগবানই মেন, আমার ভগবানই কিরিয়ে মেন, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক”—এই কথাই তারা বারংবার আওড়াচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে প্রার্থনার আমি যোগ দিতে পারিনি। যে মুহুর্তর ক্ষমতা ধারণ করে এবং তাকে ব্যবহার করে, তার ওপর আমার কোনো ভক্তি নেই।

(সে ঝাঁড়িয়ে উঠে আরও উত্তেজিতভাবে বলতে লাগল)

আমি হয়ত খুবই বোকার মতো কথা বলছি—এর জন্তে আমি দুঃখিত। কিন্তু এ আমি সইতে পারছি না, একা একা থাকা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমাকে মরতেই হবে তার সঙ্গে মেলবার জন্তে ; নইলে আমি পাগল হয়ে যাব।

(সে দরজার কাছে গিয়ে দরজাটাকে খুলে কেলল। ঝড় তখনও চলছে)

ওই ঝড়ে সে একা বাইরে রয়েছে—এ আমি ভাবতেও পারি না। (জ্বালি মিনতিপূর্ণভাবে বাওলিংয়ের দিকে তাকাল। বাওলিং এবের কাছে গেলেন)

বাওলিং : (সম্মুখে) এব...আমার অহরোধ, তুমি ওপরে যাও—একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর—দোহাই তোমার—জ্বালি আর আমার একটা কথা রাখ।

এব : (এক মুহুর্ত পরে) আচ্ছা বাওলিং, তাই হবে।

(সে কিরে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল)

জ্বালি : এব, আলোটা নিয়ে যাও।

(সে একটি আলো জালিয়ে তার হাতে দিল)

এব : বস্তুবাদ, জ্বালি...শুভরাত্রি

(সে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল)

ন্যাঙ্গি : (সজল নয়নে) বেচারা,.....

(বাঙালি তাকে চুপ করতে ইঙ্গিত করলেন)

জস্ : বিসেস খীণ, শুকে আপনাদের কাছেই রাখুন। আপনাদের চোখের আড়াল করবেন না।

বাঙালি : না, তা করব না, জস্।

জস্ : শুড-নাইট

(নিজের জিনিষপত্র তুলে নিয়ে জস্ চলে গেল)

বাঙালি : শুড-নাইট, জস্।

(দরজা বন্ধ করে তাতে তালা-চাবি লাগিয়ে দিলেন এবং পরে টেবিল থেকে বাতিটা তুলে নিলেন। তালি আর একবার ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল এবং পরে বেরিয়ে গেল। বাঙালি আলো হাতে তার পশ্চাদভ্রমণ করলেন। তিনি ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজাটি বন্ধ করে দিলেন। এখন শুধু সিঁড়ির ওপর থেকে কীণভাবে একটি আলো মল্লটিকে আলোকিত করছে)

পর্দা পড়ল।

[প্রথম অঙ্ক শেষ]

দ্বিতীয় অঙ্ক—চতুর্থ দৃশ্য

[পাঁচ বছর পরে, গ্রীষ্মের একটি যৌবনোদ্ভল অপরাহ্ন। ইসলিমের স্ত্রী-কিনেজ কোর্ট-হাউসের ছুতায় তলে টুয়ার্ট আঙ লিঙ্কনের ল'অকিস। বরখানি হোট; একখানি টেবিল ও চেয়ার এবং কাগজপত্রের ভর্তি একটি ডেব। পিছন দিকে একটি পুরোনো খাট। খোলা বুককেসে আইনের বই ঠাসা। কার্টের আঙন আলাবার অন্তে একটি পুরোনো ট্রোট। ২৩-টি তারকাসম্বিত একটি বুজরাষ্ট্রীয় পতাকা ডেকের ওপরে ভুলছে। দুটি জানলার মাঝখানে জারিসন এবং টাইলারের অসুস্থলে নির্বাচনের ঘোষণাপত্র টাঙানো রয়েছে। নির্বাচকদের একটা তালিকাও এতে রয়েছে—
যার শেষ ব্যক্তি হচ্ছেন **এব্রাহাম লিঙ্কন**।

টেবিলে বসে বিলি হার্পডন কাজ করছে। লোকটি অল্পবয়সী, পাচলা চেহারা, গভীর। এখ ভেতরে আসতে সে চোখ তুলে দেখল। এব-এর মাথার একটি লিঙ্কের পুরোনো টুপি, হাতে একটি ধীর কার্পেটিয়াপ। এব আপাততঃ চুপ করে থাকার পক্ষপাতী। তার হুতামোড়া কাবাখা। এবের বয়েস এখন মাত্র একত্রিশ বছর; কিন্তু অ্যান রাটলেজের সঙ্গে সঙ্গেই তার বৌবনও কখনো হয়েছে।

এখ ঢোকায় পর আকিসের ঘরজাট খোলাই রইল এবং তারই ওপরে দেখা রয়েছে দশম ৩, টুয়ার্ট আঙ লিঙ্কন, আইন-ব্যবসায়ী]

বিলি : কেমন আছেন, মিষ্টার লিঙ্কন? আপনি কিরে এসেছেন দেখে আমি আনন্দিত।

এব : শুভ-ডে, বিলি।

(এব কার্পেটিয়াগটি নামিয়ে রেখে টুপিটি খুলে ডেকের ওপর রাখল)

বিলি : * আপনার ভ্রমণ কেমন চলল, মিষ্টার লিঙ্কন?

এব : বরাবরের মতোই।

বিলি : ভালো ছিলেন তো ?

এব : না। তবে ডাক্তার হেনরী বখেটে ওষুধপত্র দিয়ে আমার ঝাড়া রেখেছিলেন।

(ডেকের সামনে বসে তার অস্থিহীনতায় যে-সব চিঠি এবং কাগজ-পত্র জমেছে, তা দেখতে শুরু করল ; কিন্তু তাতে বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখা গেল না)

বিলি : কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা দেবার সুযোগ হয়েছিল কি ?

এব : হ্যাঁ—বার করে। স্টিকেন ডগলাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল—সে তোটা পাবার জন্মে ঘুরছিল ; জনসাধারণের সামনেই আমাদের কিছু বাদামুদার হয়ে গেল।

বিলি : (খুব আগ্রহভরে) খুব ভালো। তা' আপনি আর মিস্টার ডগলাস কি নিয়ে আলোচনা করলেন ?

এব : শুধু শুধু কেন উত্তেজিত হচ্ছে, বিলি ? আমরা এমন কিছু গুরুতর তর্কও করিনি—আর কোনো রক্তাক্তি কাণ্ডও হয়নি। তা এখানকার ধর কি ?

বিলি : জজ স্ট্রাট লিখেছেন যে, তিনি নিরাপদে ওয়াশিংটনে পৌঁছেছেন এবং সেখানকার নির্বাচনী-প্রচার গরম আবহাওয়ার মতোই তেতে উঠছে।

(বিলি এব-এর হাতে একখানি চিঠি দিল এবং এব যখন তা পড়তে লাগল, সে তখন খুব ভাল করে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল)

আমি এই চিঠিখানার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। চিঠিখানা লীগ অব ক্রিমেনের ইলাইজা,

পি, ল্যান্ডজয়ের কাছ থেকে এসেছে। ওরা আপনাকে আসছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় দাসপ্রথা উচ্ছেদ সম্পর্কিত জনসভায় বক্তৃতা দেবার জন্মে অহরোধ করেছে। এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হবে।

এব : (চিন্তাশ্রান্তভাবে) বড় স্বাক্ষর ব্যাপার, বিলি। এই সেদিন আমি লাভ-জয়ের কথা চিন্তা করছিলাম—ভাবতে চেষ্টা করছিলাম, মাছুষের মধ্যে এমন কি বস্তু থাকতে পারে, যার দ্বারা চালিত হয়ে সে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে হাসতে হাসতে নিজের প্রশ্রয় পর্বত বিসর্জন দিতে পারে।—আমি সেদিন স্টিমারে ক’রে কুইলি থেকে অ্যান্টনে আসছিলাম; সেই স্টিমারেই এক ভয়লোক বাচ্ছিলেন বারোজন নিগ্রোকে নিয়ে—লোকে অনেকগুলো মাছ যেমন একটা স্তুতোর পর পর গাঁথে রেখে দেয়, এই নিগ্রোগুলিও ঠিক তেমনিভাবে একটি চেনের সঙ্গে বাঁধা। তারা হয়ত’ চিরজন্মের মত তাদের ঘরছাড়া হয়ে যাচ্ছে—ভাদের বাপ-মা, স্ত্রী-পুত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে ক্রীতদাস হবার জন্তে। —কি করণ দৃশ্য!

বিলি : (উত্তেজিতভাবে) তাহ’লে আপনি লাভজয় মিটিংয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন?

এব : (ক্লান্তভাবে) সন্দেহ আছে। স্লীম্যানস্ লীগ এমন একদল লোক নিয়ে তৈরী, যাদের যুক্তির কোনো বালাই নেই। তুমি যদি যুক্তি দিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বল, তাহ’লে তারা তোমার কথা তেমন জোরালো হচ্ছেনা ব’লে তোমার দিক থেকে কান কিরিয়ে নেবে। ওদের ঢাক ওদেরই বাজাতে দাও।

(এব একখানি চিঠি খুলে পড়তে শুরু ক’রে দিলে। বিলি মনে মনে অসন্তুষ্ট হয়ে তার দিকে তাকাল; কিন্তু সে বিলম্ব জানে, এব-এর সঙ্গে তর্ক করে কিছু সুবিধে হবেনা। সে নিজের কাজ ক’রে যেতে লাগল। একটু পরে বাঙলিং ঐশ চুকলেন, এবং তাঁর পিছনে পিছনে জস্ স্পীড)

বাঙলিং : আমরা এসে কি আইনের কাজে বাধা দিচ্ছি?

এব : (উল্লসিতভাবে) বাঙলিং!

(লাকিয়ে উঠে সে বাঙলিংয়ের হাত চেপে ধরলে)

কেমন আছ, বাঙলিং?

বাওলিং : ভালই আছি, এব—তোমার ঘেবে খুব আনন্দ হচ্ছে।

এব : এ হচ্ছে বিলি হার্পডন—আর ইনি নিউ সালেমের মিস্টার গ্রীণ।
হ্যালো, জস্।

জস্ : হ্যালো, এব।

বিলি : (বাওলিংয়ের সঙ্গে করমর্দন করে) আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'তে
পেয়ে আমি খুশ্। মিস্টার লিঙ্কন প্রায়ই আপনার কথা বলেন।

বাওলিং : ধন্তবাদ, মিস্টার হার্পডন—আপনিও কি একজন আইনজীবী ?

বিলি : (গভীরভাবে) একদিন হব ব'লে আশা রাখি, স্যার। জজ স্টুয়ার্ট-
এর অস্থপস্থিতিতে আমি এখানে কেরানীর কাজ করছি।

বাওলিং : তার মানে তুমি অপরদের শিক্ষা দিচ্ছ, এব ?

এব : একটি ধারাপ দুটো দেখাচ্ছি আর কি।

বাওলিং : এটা বিশ্বাস হয়। ডেকের ওপর কি পরিমাণ কাগজ জমে উঠেছে,
একবার চেয়ে দেখ। লজ্জা করা উচিত।

এব : যদি আর এক বছর আইনের ব্যবসা করি, তাহ'লে আমার আর-
একটি আপিসের দরকার হবে—শেক কাগজ রাখার জন্যে। কিন্তু
ও-কথা থাক। এখন বস, আর বল', স্প্রীংফিল্ডে আসবার
কারণটা কি ?

(বাওলিং বসলেন। জস্ বিছানার ওপর ব'সে পাইপ টানছিল।
বিলি আবার তার টেবিলে কাজ করতে লাগল)

বাওলিং : আমি লেক মিশিগানে গিয়েছিলুম মাহ ধরতে।—কিন্তু তোমার
কি রকম চলছে, এব ? জস্ আমাকে বলেছে, এখনো পর্যন্ত তুমি
টাকাকড়ি রোজগার করতে পারনি ; কিন্তু সামাজিক দিক দিয়ে
তুমি খুব সাক্ষালাভ করেছ।

এব : জস্ ঠিকই বলেছে। নিনিয়ান্ এডওয়ার্ডসকে তোমার মনে আছে ?

জস্ : নিশ্চয়।

এব : তাহ'লে শোনো—আমি তাঁর বাড়ীতে আজকাল নিয়মিত অতিথি। তাঁর বাড়ীটা এত বড় যে, ঘরের মধ্যে ঘোড়দোড় হ'তে পারে। ঠর প্রী হচ্ছেন কেটোকির টড-পরিবারের যেয়ে—অত্যন্ত বনেদী বংশ। বংশের নাম বলতে গেলে দু'টো “ডি”—এর দরকার হয়—তাতেই তো ওরা আমার মনে লাগ কাটতে পেরেছে। দেখনা, ‘গড’ (ডগবান) বানান করতে একটি মাত্র “ডি” লাগে।

জম্ : রচেস্টারে কার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল, সে-কথা বাঙালিকে বল।

এব : হুস্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। এই হাতটা দেখতে পাচ্ছ ?
(নিজের ডান হাত তুলে ধরল)

বাঙালি : তা দেখছি বৈকি।

এব : এই হাত মার্টিন ড্যান বুরেনের করমর্দন করেছে।

বাঙালি : (হেসে) প্রেসিডেন্ট কি বখারীতি তোমাকে সম্মান দেখিয়েছিলেন, এব ?

এব : নিশ্চয়ই। তিনি আমাকে বলেছিলেন, “আমরা ওয়াশিংটনে আপনার সঘন্ডে খুব ভালো ভালো কথা শুনিছি।” পরে অবশ্য আমি জেনেছি যে, প্রত্যেকটি ছোট ছোট শহরেই যে-কোনো রাজনৈতিকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, তাকেই তিনি ঐ একই কথা বলেছেন। (সে হাসল) কিন্তু আমি রাজ্যের বাজে লোকের সঙ্গে মিশি ব'লে বিলি হার্ণডনের মনে বড় চুঃখ। বিলি দাসপ্রথার উচ্ছেদ চায়; সেইজন্তে যে-লোক মুখ বুজে দেশের সংবিধানকে মেনে নেয়, তাকে ও আদর্শেই পছন্দ করেনা। ও যদি নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে পারত, তাহ'লে ও সমস্ত হুস্তরাষ্ট্রে আগুন লাগিয়ে দিত, আর আমরা সকলেই তাতে পুড়ে ছাই হয়ে যেতুম। কেমন, ঠিক বলিনি বিলি ?

বিলি : (কঠিনভাবে) হ্যাঁ, মিষ্টার লিঙ্কন। যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, আপনিও যদি স্বাধীনতার আশুনে ইন্ধন জোগান, তাহ'লে আপনি আপনার সঙ্গীদের চের বেশী উপকার করবেন।

এব : দেখেছ, বাওলিং ? ও চায় যে, আমি সোজা রক্তক্ষয়ী হুচ্ছে নামি, আর অবিচারের সিংহগুলোর সঙ্গে লড়াই করি।

বাওলিং : মিষ্টার হার্পডন, আপনার প্রতি আমার গভীর সহানুভূতি জানাচ্ছি।

বিলি : (উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা হাতে নিয়ে) আপনাকে ধন্যবাদ।
(বাওলিংয়ের সঙ্গে করমর্দন করল ; পরে এব-এর দিকে ফিরল)
উইলকক্স মামলাটা সম্পর্কে কিছু কাজ করতে যেতে হচ্ছে।

এব : আচ্ছা, বিলি।

বিলি : (বাওলিংকে) মিষ্টার গ্রীণ, মিষ্টার লিঙ্কন আপনাকে আর মিষ্টার স্পীডকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে মনে করেন ; তাই ওঁরই সামনে আমি আপনাদের ভগবানের দোহাই দিয়ে অজরোখ করব যে, এই যে “**মর্রা সাগরে**” উনি তাড়াতাড়ি ডুবে মরছেন, এর থেকে ওঁকে টেনে তুলে নিয়ে যান।—নমস্কার স্যার, নমস্কার মিঃ স্পীড।

জস্ : নমস্কার, বিলি।

(বিলি ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে)

বাওলিং : ছেলেটি খুব চুখোড়, এব।

এব : (বিলির গমনপথের দিকে চেয়ে) নীচের তলার একটা অকিসে যাচ্ছে, তবু টুপিটা নিয়ে গেল। তার মানে, আবার ওপরে কাজ করতে আসবার আগে ও পাশের দরজায় গিয়ে একপাত্র মস্তপান করবে। ছেলেটার ভেতরে জোরালো আগুন আছে, কিন্তু তাড়াতাড়ি ও নির্ভিয়ে কেলছে।...বাক, বলত'—তোমার স্ত্রী কেমন আছেন ?

(জানলার কাছে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল)

বাণলিং : ভালি আগেকার চেয়েও বেশী ব্যস্ত—আর তোমার সম্বন্ধে তার ভাবনা আরো বেড়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, সে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বলছে, তোমার ব্যাপারখানা কি ?

এব : (হেসে) ভুমি তাকে বলতে পার, ব্যাপার বলতে কিছুই নেই। আমি ভাল আছি এবং প্রতি ডলার থেকে অন্ততঃ সাত সেন্ট ক'রে দেনাশোধ করতে পারছি।

বাণলিং : কিন্তু তোমার কাছ থেকে বা তোমার সম্বন্ধে আর কিছু শোনা যায় না কেন ?

এব : জস্ তোমাদের খবর দিতে পারে। আমি এখন ব্যস্ত।

বাণলিং : কি ব্যাপারে ?

এব : আমি নির্বাচনে নামছি।

জস্ : (ঘোষণাপত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে) গুর নাম দেখতে পাওনি ? —ঐ যে হইগ্, দলভুক্ত নির্বাচকদের নামের তালিকাতে সবশেষ নাম।

বাণলিং : নির্বাচক ! এই পর্বন্ত দৌড় !

এব : যতটুকু অবসর পাই, তার মধ্যে এর বেশী কি আশা কর ? আমি সেথ্‌গেলের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছিলুম—মনে আছে ত' তাকে ?—সেই যে নিউ সালেমে বাড়ী ছিল। সে এখন মেরীল্যাণ্ডে আছে। সে লিখেছে যে, পূর্বকালের লোকেরা টেন্নাসিকে যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করবার জন্তে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

বাণলিং : তাদের হওয়া স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ এর অর্থ হচ্ছে, দাসপ্রথাকে ক্যান্সাস এবং নেব্রাস্কা থেকে সোজা অরেগন এবং ক্যালিফোর্নিয়া পর্বন্ত সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এবং তার মানে হবে, দক্ষিণ অঞ্চলই সারা দেশকে শাসন করবে। ঈশ্বর স্বাধীন রাজ্যের আমাদের মত বাকী ক'জনকে সাহায্য করুন !

জস্ : বড়ই গোলমালে অবস্থা। এর মধ্যে রয়েছে গৃহযুদ্ধের বীজ।

এব : তাই যদি থাকে, তাহ'লে যারা দাসপ্রথা নিবারণ করতে চায়, তাদেরই সমস্ত দোষ। গোলমাল কোন পথে নিয়ে যেতে পারে, তা জেনেও ওরাই গোলমাল পাকিয়ে তুলছে। ওদের সকলকে তালাচাবি দিয়ে বদ্ধ রাখা উচিত—সব্বাইকে।

বাগ্‌লিং : এব, আমার মনে হয়েছিল, তুমি দাসপ্রথার বিরোধী। তুমি কি ইতিমধ্যে মত পরিবর্তন করেছ ?

এব : (কোচের ওপর বসে) না—আমি দাসপ্রথার বিরোধী। কিন্তু আমি তার থেকেও বেশী বিরোধী—বুকের। তবে সব থেকে বড় কথা হচ্ছে, আমি জানি তোমরা ছ'জনেই কি করছ। (যেন বুঝতে পেরেছে, এই ভাবে হেসে) তোমরা বিলি হার্ণডনের পরামর্শ মত আমার সম্বন্ধে অযথা চিন্তায়িত হচ্ছে। আমার জীবনটাকে নিয়ে আমি কিছু করি, সেই চেষ্টাতেই তোমরা রয়েছ। তাই নয় কি ?

বাগ্‌লিং : না, এব। তুমি তোমার জীবনকে এমন ভাবে চালাবে, সে-সম্বন্ধে আমি তোমাকে কোনো পরামর্শ দিতে চাই না।

জস্ : আমিও চাইনা। যদি আমাদের মনে হয় যে, তুমি সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করনি, তাহ'লে নিশ্চয়ই সে-কথা আমরা প্রকাশ করব না।

এব : (হেসে) দেখ, আমার মনে হয় কি, আমি বা, সেইটুকু নিয়েই তোমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আমি লড়াইয়ে লোক নই। অনেককে জানি, যারা লড়াই-ই পছন্দ করে। তারা মানুষ খুন করতে চায়, আর নিম্নেরাও খুন হ'তে ভয় পায়না। ভালো কথা ! যে-লড়াই তারা করতে চায়, সে-লড়াই তারা করুক।

বাগ্‌লিং : শান্তিপ্রিয় লোকেরাও কখনো-সখনো দেশের কাজ করে থাকে।

এব : যখন তারা জীবন শুরু করে, তখন তারা শান্তিপ্রিয় ; কিন্তু রাজ-নীতির সংস্পর্শে আসার পর বেশীদিন আর তারা শান্তিপ্রিয় থাকতে পার না। (সে সোজা হয়ে বসল) ধর, আমি কংগ্রেসে

নির্বাচিত হইল। যে-বিশী পরিস্থিতির কথা বলছিলে, তার একেবারে মাঝখানটিতে গিয়ে পড়ব। একদিন হয়ত, যুদ্ধ কিংবা শান্তি—এই বিপজ্জনক প্রহের ওপরেই আমাদের ভোট দিতে হতে পারে। টেক্সাসের বাণ্যার নিয়ে হয়ত' মেক্সিকোর সঙ্গে যুদ্ধ, কিংবা অরেগনের জন্তে ইংলণ্ডের সঙ্গে, এমন কি ওহিয়ো নদীর অপর পারের বাসিন্দা আমাদের নিজের লোকের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে হতে পারে। —এমন অবস্থায় কোন্ পক্ষে ভোট দেব, সেটা ঠিক করতে আমার কি মনোভাব হওয়া উচিত? আমার দলেরই বা এ-সব বিষয়ে কি মনোভাব হবে? এক টুকরো জমির জন্তে বা কোনো নৈতিক মতবাদের জন্তে যুদ্ধ করাই সঙ্গত হবে? না, যে কোনো উপায়ে যুদ্ধ পরিহার করাই উচিত হবে? —না, না, এত হাঙ্গামা আমি শোয়াতে পারবনা। ইলেক্টোরাল কলেজই (নির্বাচকসমূহী) হচ্ছে আমার উপযুক্ত জায়গা—বাকে অল্প সবাই চার মাস আগেই নির্বাচিত করেছে, সেই লোককে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্তে ভোট দিয়েই খালাস।

বাণলিং : দেখ এব, যে-কোনো বিষয়েই তুমি তোমার মতকে সমর্থন ক'রে সুক্তি ঝাড়া করতে পার। তোমার মনের নিভূতে যে-কোনো কণ্ট তোমার কি করা উচিত, তা অনবরত বলছে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হয়ত' তাকে এমনি করেই উপেক্ষা ক'রে দাবে।

(নিনিয়ান এডওয়ার্ডসের প্রবেশ ; তাঁর সাজগোজ আগেকার চেয়েও পরিপাটি)

এব এবং জস্ : (সম্বরে) হ্যালো, নিনিয়ান।

নিনিয়ান : হ্যালো। —বিগি হার্পার্ডনের সঙ্গে দেখা হ'ল—সে বললে, তুমি কিরে এসেছ। (বাণলিংকে দেখে) আরে, আমার পুরোনো বন্ধু, মিস্টার গ্রী। কেমন আছেন? স্ত্রী:কিন্ডে সুস্বাগত!
(বাণলিংয়ের সঙ্গে করমর্দন করল)

বাণলিং : যন্ত্রবাদ, মিস্টার এডওয়ার্ডস্।

নিমিয়ান : এব, আমি তোমাকে বলতে এসেছিলুম, আজ তোমাকে আমাদের ওখানে সাত্ত্ব্য ভোজন করতে হবে। আর বিষ্টার ঐশ, আপনার অপরাধের কর্তব্য সেয়ে যদি সমর পান, মিসেস এডওয়ার্ডস্ আপনাকে অভ্যর্থনা করতে গেয়ে কৃতার্থ হবেন। এবং জস্, তোমাকেও।

জস্ : খুব খুশী হলাম।

নিমিয়ান : আমার ভালিকা, মিস্ বেরী টড কেটাকি থেকে আমাদের এখানে এসেছে। সে অত্যন্ত হাসিখুশী বেয়ে; এমন স্বাক্ষে করাসী বলে, যেন তার মাতৃভাষা; আর টেচিয়ে পঞ্চ আওড়ায়। আমি ষ্ট্রীড ডগ্‌লাস এবং আরও কয়েকজন যুবককে তার সঙ্গে আলাপ করবার জন্তে ডেকেছি। কাজেই সেখানে একটু আগে আগেই পৌঁছোনো ভালো।

বাওলিং : মিসেস এডওয়ার্ডস্কে আমার নমস্কার জানাবেন—আমার স্ত্রী বেচারী আমার পথ চেয়ে আছেন।

নিমিয়ান : বুঝলুম। এব, তুমি বাবে তো?

এব : গেলে আশ্চর্যের কিছু হবে না।

নিমিয়ান : ভালো। একজন মনোরমা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হবে। তবে আগেই তোমার সাবধান করে দিচ্ছি—যেয়েট বর খুঁজছে। কাজেই খুব সাবধান, এব; অবশ্য যদি তুমি তোমার স্বাধীনতা হারাতে চাও, সে ভিন্ন কথা।

এব : সাবধান করে দেওয়ার জন্তে তোমাকে ধন্যবাদ, নিমিয়ান।

নিমিয়ান : (ঐশকে) নমস্কার স্মার। তোমার সঙ্গে পরে দেখা হবে, জস্।
(সে বেরিয়ে গেল)

এব : দেখলে বাওলিং, কেমন ভাবে আমার কাটছে। প্রায় প্রত্যেকদিন কোনো না কোনো স্ত্রীর শিক্ষিতা যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্তে আমার নিয়ম হচ্ছে।

বাওলিং : এহ, ক্যাসী তোয়ার কি ক'রে প্রেম বিবেচন কর, তা শোনবার জন্তে উপস্থিত থাকতে পারহিনা বলে আমার আকসোসের শেব নেই।

(এব কোঁচুহলীভাবে তার দিকে তাকান)

এব : আমি নিজেকে যেমন ঠকাতে পারি না, তেমনি জস্ বা তোমাকেও পারিনা; আর সে চোঁও আমি করছি না। আমার সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি, তা আমি জানি এবং আমিও নিজের সম্বন্ধে তোমাদের ধারণাই পোষণ করি। কেবল আমি আমার দোষ-ত্রুটিকে তোমাদের মত কথা করতে পারি না। তোমরা গৃহস্থদের কথা বল,—আমার ভেতরটার সব সময়েই তা-ই চলছে। হু'পক্ষই ঠিক এবং হু'পক্ষই বেঠিক—আর দু'দলেরই সমান জোর। এই অন্তর্ঘর্ষ কাটিয়ে ওঠবার আমার ভীষণ ইচ্ছা; কিন্তু বাইবেল বলছেন, বে-বাড়ীতে নিজেকে মথোই বিচ্ছেদ, সে-বাড়ী টিকতে পারে না—কাজেই আমার মনে হয়, আমার কোনো আশা নেই। একদিন হঠাৎ আমি হয়ত' মাকখানটাতেই ভেঙে পড়ব, আর নিজের কাছ থেকে বিদায় নেব—আমার হু'অংশই খুলী হবে পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। —বাই হোক, এখন চলা বাক্য। (নিজের টুপিটা নিল) তোমার এখন জালির কাছে কিরে যেতে হবে; আর জস্ এবং আমাকে যেতে হবে কেঁটাকির মিল্-মেরী টাডের মনে ভালো ধারণা সৃষ্টির জন্তে।

(সকলকে দরজার দিকে এগোতে ইচ্ছিত ক'রে নিজে তাদের অহসরণ করল এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্দাও নেমে এল)

[চতুর্থ দৃশ্য শেষ]

দ্বিতীয় অঙ্ক—পঞ্চম দৃশ্য

[চ'মাস বাসে নতেশ্বরের একটি সন্ধ্যা। স্ট্রীংকিন্ডে এডওয়ার্ডসনের ব্যক্তিগত বসবার ঘর।

ডান দিকে একটি অগ্নিকুণ্ড; বামে একটি পর্দা দেওয়া জানালা; পিছনের দেয়ালে দিয়ে সামনের হলঘরে যাওয়া যায়।

দরজা খুলে ভালোভাবে আসবাব দিয়ে সাজানো—অগ্নিকুণ্ডের কাছে কয়েকটি আরামদায়ক চেয়ার, একটি কোচ, একটি টেবিল এবং পিছন দিকেও খানকয়েক চেয়ার। দেওয়ালে পারিবারিক ছবি টাঙানো।

নিম্নের অগ্নিকুণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী, এলিজাবেথের সঙ্গে কথা কইছে। এলিজাবেথ হৃদয়ী মহিলা (একটু বেশী পরিপাটি বললেই ভালো হয়) বর্তমানে সে খুবই উত্তেজিত।]

এলিজাবেথ : একথা আমি বিশ্বাস করি না। আমার বোন অভাবানি বোকা নয়।

জিম্মিয়ান : কিন্তু এটা যে একটা বোকামির কাজ, তাতো আমি মানতে পারছি না। মেরী এক-কে বেশ কয়েক মাস ধরে জানে, আর তাকে খুব ভালো করে জানবার সুযোগও তার প্রচুর হয়েছে।

এলিজাবেথ : হ্যাঁ, উনি বহুবার আমাদের অতিথি হয়েছেন। কিন্তু মেরী এডউইন ওয়েব, স্টীফেন ডগলাস এবং আরও কয়েকজনের সঙ্গে চেঁচ বেঁধী বন্ধুত্ব করেছে—তারা প্রত্যেকেই গুরু উপভুক্ত।

জিম্মিয়ান : আমার মনে হয়, সে এদ-এর মধ্যে অনেক কিছু দেখতে পায়, যা তুমি পারো না।

এলিজাবেথ : অসম্ভব ! মিষ্টার লিঙ্কনের প্রধান গুণই হচ্ছে, তিনি তাঁর সমস্ত

অন্তঃকরণের কোনো অংশ কারুর কাছ থেকে লুকোন না। একথা সত্যি যে, তিনি খুব চমৎকার লোক; কিন্তু তাই বলে একজন শিক্ষিতা, তেজস্বী, অল্পবয়সী মেয়ের স্বামী হিসেবে.....

নিনিয়ান : ঠিক বলেছ, এলিজাবেথ। মেরী হচ্ছে তেজস্বী মেয়ে, আর সেই জন্যেই সে ওকে বিয়ে করবার জন্যে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

এলিজাবেথ : (নিনিয়ানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল, তারপর হেসে ফেলল)
নিনিয়ান, তুমি ঠাট্টা করছ।

নিনিয়ান : না, এলিজাবেথ—আমি তোমাকে .হঠাৎ একটা খাড়া খাওয়ার জন্যে প্রস্তুত করতে চেষ্টা করছি। তুমি ভাবছ, একটি ভদ্র-ইংরেজ পরিবারের এবং ব্যাক্স অব কেন্টাকির প্রেসিডেন্টের স্ত্রী, বুদ্ধিমতী মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে লাভ ক'রে এব লিঙ্কন আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠবে—কিন্তু আদপেই তা নয়।

(মেরী টেডের প্রবেশ। বয়েস বাইশ, খাটো গড়নের, স্ত্রী, ধারালো তীক্ষ্ণ চেহারা। দরজা গোড়ায় ঠাঁড়িয়ে প'ড়ে সে চট্ট ক'রে এলিজাবেথ ও নিনিয়ানকে দেখে নিল)

মেরী : ছ'জনে কথা হচ্ছিল কি নিয়ে ?

নিনিয়ান : ছেলেরা যে নতুন গানটা গাইছে, তারই কথা তোমার দিমিকে বলছিলুম। শুনে গানখানা ?

মেরী : (একটি তিক্ত হাসি হেসে) তুমি খুব চট্ট ক'রে ভেবে নিতে পার, নিনিয়ান। কিন্তু তোমরা আমার সম্বন্ধে কথা কইছিলে।
(এলিজাবেথের দিকে তাকাতেই সে চোখটা নামিয়ে নিল)
তাই না ?

এলিজাবেথ : হ্যাঁ, তাই। মেরী, আমার একটা সত্যি কথা বলতে হবে। তুমি কি—এব্রাহাম লিঙ্কনকে বিয়ে করার সম্ভাবনা সম্পর্কে এক নূরুত্তম গভীরভাবে চিন্তা করেছ ?

(মেরী ছ'জনের দিকেই তাকাল, তার চোখ উঠল)
আমার ভ, মেরী, এ-কথা বিশ্বাসই হয়না। আর—

মেরী : এই বিলী আলোচনাটা নিশ্চয়ই নিনিয়ান স্বক করেছ? বাই হোক, এর জবাব এখুনি দিয়ে দেওয়া দরকার! ই্যা এলিজাবেথ, যে সম্ভাবনার কথাটা তুমি বললে, সে-সম্পর্কে একের চেয়ে অনেক বেশী মুহূর্ত আমি চিন্তা করেছি—এবং আমি স্থির করেছি যে, তবিত্ত জীবনে আমি মিসেস লিখনই হব।

(এই বলে সে বসে পড়ল। নিনিয়ান যেন বলতে চাইল, “আমি তোমার আগেই বলেছিলাম।” কিন্তু সে চুপ করেই রইল। একটা মুহূর্ত এলিজাবেথের মুখ দিয়ে কথাই বেরুল না।)

এলিজাবেথ : তোমার এই চমকপ্রদ নির্বাচনের জন্তে তোমাকে বাহবা দেব, এই কি তুমি আশা কর?

মেরী : না! আমি প্রশংসাও চাইনা, নিন্দাও চাইনা।

এলিজাবেথ : (ওর দিক থেকে ক্রিয়ে) সেই ভালো—তাহলে আমি কিছুই করব না।

নিনিয়ান : আমার ঐচ্ছক্যকে কমা কর, মেরী—ভুললোকটি কি তোমার এই সম্বন্ধের কথা জানেন?

মেরী : (নিনিয়ানের প্রতি মুহূর্ত হেসে) এখনও পৰ্ব্ব জানেন না। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তিনি এখানে আসছেন। তারপর যখন তিনি অত্যন্ত বিনয় সহকারে আমার পাণিপ্রার্থী হবেন, তখন প্রথমটায় আমি নিয়ম ধার্মিক চমকে দাবার ভাব দেখাব, তারপর খুব কোমল কণ্ঠে অশ্রুটধরে আমার সম্বন্ধি জানাব।

এলিজাবেথ : (হুঃখিতভাবে) মেরী, তুমি এ নিয়ে বেশ পরিহাস করতে পারছ; কিন্তু আমি? —আমি এ ব্যাপারে প্রচণ্ডভাবে রম্মাহত হয়েছি। তোমায় যে কি বলব, তা আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু আমি তোমার বড় দিদি—তোমার ভালোমন্দের জন্তে আমাদের বাবা এবং পরলোকগত মায়ের কাছে আমার একটা দায়িত্ব আছে, আমি—আমি তোমাকে বিনতি করছি, তোমার কাছে তাকে চাইছি—

মেরী : (অনেকটা কোমল ভাবে) এলিজাবেথ, আমি তোমাকে নিশ্চয় ক'রে বলছি,—ভিক্ষে চাওয়া কিংবা আবেদন করা, কিছুই দরকার নেই—আমি আমার মন স্থির ক'রে ফেলেছি।

নিনিয়ান : তোমার সাহসকে আমি তারিফ করি মেরী, কিন্তু আমি—

এলিজাবেথ : নিনিয়ান, আমার মনে হয়, এ আলোচনাটা আমি এবং আমার বোনের মধ্যেই হওয়া উচিত।

মেরী : না। নিনিয়ানের কি বলবার আছে, আমি শুনতে চাই।
(নিনিয়ানকে) কি বলছিলে ?

নিনিয়ান : দেখ, আমি তোমার সঙ্গে বগড়া করছি না। এব-এর প্রতি আমার স্নেহ কোনদিনই নিঃশেষিত হবে না—কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছা করছে, তার মধ্যে এমন কি তুমি দেখলে, যার জন্তে তাকে পতিত বরণ করতে যাক ?

মেরী : (অনিশ্চয়তার প্রথম নিদর্শন দেখিয়ে) নিনিয়ান, তোমার এ প্রশ্নের একটি পরিত্যক্ত সোজা জবাব দিতে ইচ্ছা করছে ; কিন্তু তা আমি পারব না।

এলিজাবেথ : (মেরীর এই কথার প্রায় লাগিয়ে উঠে) অবশ্যই পারবে না। তুমি যে অন্ধের মত ছুটে চলেছ। এ বিয়ে হ'লে তোমার ভবিষ্যৎ কি হবে, তা তুমি বুঝতেই পারছনা।

মেরী : এলিজাবেথ, তুমি ভুল করছ। এ জিনিষ নির্বোধ বস্তা উদ্ধাম উত্তেজনার কলে হয়নি। নাটক-নভেল বা কোনো পণ্ডের নায়ক হিসেবে মিলটার লিঙ্কন আমাকে আকৃষ্ট করেন নি। আমি খালি অনুভব করি যে, যত লোককে আমি আজ পর্যন্ত জেনেছি, তার মধ্যে উনিই হচ্ছেন একমাত্র লোক, যার ভবিষ্যতের আমি অংশীদার হতে চাই।

এলিজাবেথ : তাকে নিয়ে তুমি যে জীবনে অধী হবে না, এটুকু বোঝবার ক্ষমতাও তোমার নেই ? তার বংশ, তার আচার-ব্যবহার, তার সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী ?

মেরী : আমি তথাকথিত “স্বামী” বিবাহিত জীবনে কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারব না। নিরাপত্তা এবং আরাম আমার কাম্য নয়।

এলিজাবেথ : যে ধরণের জীবন বাশন করতে হবে, তাই কি তুমি চাও ? একটি জীর্ণ ঘর, চাকর-বাকরের বাংলাই নেই—এমন জামাকাপড় পৰ্ব্বস্ত পাবেনা, যা প’রে কোনো সভ্যসমাজে বের হ’তে পার।

মেরী : (তার গলা চড়িয়ে) দারিদ্র্য কি, তা আমি কোনো দিনই জানিনা। তাই গরিবানা কেমন লাগবে, তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু এইটুকু জানি, যতদিন আমার সামনে ভবিষ্যতের রোমাকর্ষণ অনিশ্চয়তার সম্ভাবনা আছে, যতদিন আমি জানব যে, আমার স্বামীর হাত ধরে এমন পথে এগিয়ে যাবছি, যার শেষটা অজানা, ততদিন আগের জানা জীবন থেকে দুঃখ দারিদ্র্যের জীবনও আমার কাছে বরণীয়।

এলিজাবেথ : কিন্তু যে-লোক এমন কুঁড়ে যে, পথ চলতে চলতে ক্রমাগত ঝাঁড়িয়ে প’ড়ে রঙ-তামাশার গল্প বলে, তার সঙ্গে তুমি কতদূর এগুতে পারবে বলে মনে কর ?

মেরী : আমি যদি তাকে চালাবার যত শক্তি হই, তাহ’লে সে থামবে না। এবং সেই শক্তি আমার আছে। তুমি আমার কাছ থেকে যা আশা কর, তা আমি জানি। তুমি চাও যে, নিনিয়ানের মত একটি লোককে আমি বিয়ে করি ; আর ঠিক গুরুই যত অনেক লোককেই আমি জানি। কিন্তু আমার আদরের নিনিয়ানকে আমার সমস্ত শ্রদ্ধা জানিয়েই বলছি, আমি ও-রকম লোক চাই না—আমি ও-ধরণের লোককে গ্রহণ করব না—কখনো না। চারদিকে বেড়া-দেগুয়া বাড়ীতে তোমরা বাস কর। সাধারণ লোককে তোমাদের কাছে আসতে দিতে চাওনা, এজন্তে নয় ; আসলে তোমরা নিজেরাই তোমাদের এই সঙ্কীর্ণ জীবন থেকে বেরিয়ে যেতে চাওনা বলেই এমনভাবে নিজেদের চার দিকে বেড়া ভুলে দিয়েছ। কিন্তু এতাহাম লিখন ?—সে অপরের বেড়া তৈরী করবার জন্তে কাঠ কেটেছে,

কিন্তু নিজের বাড়ীর চারদিকে সে কোনোদিনই বেড়া জৈরী করবেনা।

এলিজাবেথ : কি বলছ, বেরী ? তুমি পাগল !

মেরী : (রাগতঃভাবে) আমি বেশ বুঝতে পারছি, এসব কথা তোমার কাছে পাগলের প্রমাণ বলেই মনে হয়। তুমি এমন একজন লোককে বিয়ে করেছ, যে জীবনে অপ্রতিষ্ঠিত, বার বার ধনসম্পত্তি আছে, যাকে জীবনের কোনো সমস্তার সুখোমুখী ঠাঁড়াতে হবে না। তুমি কোনো দিনই তোমার অবস্থার পরিবর্তন করতে কিংবা তার কোনো উন্নতি করতে একটুও চেষ্টা করনি। তোমার মনে হয়, এর আর উন্নতি হতে পারেনা ; তোমার কাছে এই হচ্ছে একেবারে চরম নিখুঁত অবস্থা। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমি আমার জন্তে, আমার স্বামীর জন্তে নিত্য নতুন জীবন গড়ে তোলবার সুযোগ চাই। একে তুমি পাগলামি বল ?

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা : মিস মেরী, মিস্টার লিঙ্কন এসেছেন।

এলিজাবেথ : এসে হাজির হয়েছে !

মেরী : আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

পরিচারিকা : মিস্টার লিঙ্কন, ভেতরে আহ্বান।

(এব ভেতরে এল। তার পরশে একটি নতুন স্রাট। চুল সবয়ে আঁচড়ানো)

এব : শুভ ইভনিং, মিসেস এডওয়ার্ডস্। শুভ ইভনিং, মিস টড।
নিমিয়ান, শুভ ইভনিং।

এলিজাবেথ : শুভ ইভনিং।

মেরী : শুভ ইভনিং, মিস্টার লিঙ্কন।
(অগ্রিকুণ্ডের কাছের কোচে বসল)

লিঙ্কল্যান্ড : তোমাকে দেখে খুব আনন্দ হ'ল, এব।

(এব লক্ষ্য করল যে, ঘরে উদ্ভেজনার আবহাওয়া ; তবু যাতে তার গুণের কোনো প্রতিক্রিয়া না হয়, সে-চেষ্টা সে করল)

এব : আসতে আমার একটু দেরী হয়ে গেল। পথে আমার এক পুরোনো বন্ধু, নিউ সালেমের সবচেয়ে বড় মন্তান জ্যাক্ আমিষ্ট্—এর জ্বর সন্ধে দেখা। তোমার তাকে মনে আছে বোধ হয়, লিঙ্কল্যান্ড ?

লিঙ্কল্যান্ড : (হেসে) নিশ্চয়ই মনে আছে। এখন সে কি করছে ?

এব : (অধিকৃণ্ডের সামনে দাঁড়িয়ে) জ্যাক ভালোই আছে। কিন্তু তার জ্বরী, বেচারি হান্না, খুবই বিপদে পড়েছে। গর ছেলে ডাক-খুনের আসামী—ও চার, আমি গর ছেলের পক্ষ সমর্থন করি। আমার মনে হয়, ছেলেটি অপরাধী ; কিন্তু পুরোনো দিনের কথা মনে ক'রে আমি মামলাটা নেব ব'লেই সাব্যস্ত করলুম—দেখি, জায় বিচার এড়াবার জন্মে কতদূর কি করতে পারি !

লিঙ্কল্যান্ড : (হেসে) ছেলেটি বেঁচে যাবে। তোমার বলি এব, তোমাদের মত আইন ব্যবসায়ীরা না থাকলে এই দেশটার শান্তি থাকত।—কিন্তু এলিজাবেথ আর আমাকে বাপ কর—ছেলেরা শুতে যাবার আগে প্রার্থনা করবে, শুনতে বেতে হচ্ছে।

এব : তা—আমিও যাই তাদের প্রার্থনা শুনতে—আমার ত' ভালই লাগে।

লিঙ্কল্যান্ড : দোহাই তাই, তুমি গিয়ে গল্প জুড়ে দিলে ওরা ঘুমুতে রাত করবে। এস, এলিজাবেথ।

(এলিজাবেথ অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেতে প্রস্তুত হ'ল)

এব : (এলিজাবেথকে) ছেলের আমার হয়ে খুমপাড়ানী চুমো দেবেন।

লিঙ্কল্যান্ড : বাপ কর। তুমি এ-বাড়ীতে রয়েছ, এ তাদের না জানানোই ভালো ; নইলে তারা জুতেই যাবে না।

এলিজাবেথ : (শেষ চোঁকা করে) মেরী ! ছেলেরা বুঝেবার আগে তাদের সঙ্গে একবার দেখা করতে যাবেনা ?

নিনিয়ান : না, না, তার দরকার নেই। মেরী এখানেই থাকুক—এব-এর কাছে।

(এলিজাবেথকে এগিয়ে নিয়ে নিনিয়ান বেরিয়ে গেল)

মেরী : (মুচু হেসে) ছেলেদের কাছ থেকে আপনাকে তকাত্তে রাখার জন্তে আমি নিনিয়ানের দোষ লিই না। ওরা সকলেই আপনাকে খুব ভালবাসে।

এব : হ্যাঁ, ছেলেদের সঙ্গে বরাবরই আমি ভালোভাবে মিশতে পারি। তার কারণ, বোধহয় ওরাও আমার লগু ভাবেই নেয়।

মেরী : আপনি ওদের বুঝতে পারেন—এইটাই হচ্ছে বড়ো কথা। যাক, মিস্টার লিঙ্কন এখানে বসুন।

(সে নিজের পাশটিতে বসবার জন্তে ইঙ্গিত করল)

এব : ধন্তবাদ—বসছি।

(মেরীর পাশে বসবার জন্তে কোচটা পেরিয়ে যেতে পা বাড়াল।

মেরী কোমল দৃষ্টিতে এব-এর দিকে তাকাল। পর্যা বন্ধ হ'ল)

[পঞ্চম দৃশ্য শেষ]

দ্বিতীয় অঙ্ক—ষষ্ঠ দৃশ্য

[দু'খাট আঁত লিফনের ল' আঁপিল । পঞ্চম দৃষ্টের করেক সপ্তাহ পরে মতুন বছরের বিকেল ।
এব তার চেয়ারে ব'সে সু কৈ প'ড়ে তার ডেকের দিকে তাকিয়ে আছে । তার মাথায় টুপী এবং
পরশে ওভারকোট রয়েছে ।

জন্ স্পীড টেবিলের ওপর আঁক-বসা অবস্থায় রয়েছে । সে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে একখানি
চিঠি পড়ছে । পড়া শেষ করে সে এটিকে খুব যত্নের সঙ্গে আগে যেমন ভাঁজ ছিল, সেই রকমভাবে
মুড়ল এবং পরে ডেকের দিকে তাকিয়ে রইল]

এব : পড়া শেষ হয়েছে, জন্স ?

জন্স : হ্যাঁ

এব : কি মনে হয় ? ঠিক আছে ?

জন্স : না, এব—আমার তা মনে হয় না ।

(এব ধীরে ধীরে তার দিকে ফিরে তাকাল)

আমার মনে হয়, এ চিঠি পাঠানো ভুল হবে ।

এব : আমি কি ব্যাপারটাকে যথেষ্ট নরম ক'রে লিখিনি ?

(এককে শব্দই অস্বীকার করেছে, কিন্তু অত্যন্ত শান্ত নির্গুণভাবে—
কথা বলবার চেষ্টা করছে)

জন্স : তোমার শব্দ নির্বাচনের সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই । আর যাই
হোক, তোমার শব্দগুলি অত্যন্ত নিভূল । কিন্তু তোমার চিঠি
সেখবার পদ্ধতিটা, এব, অত্যন্ত হৃদয়হীনতার পরিচায়ক । এটা

তোমার মত লোকের পক্ষে এমনই অশোভন যে, আমি—আমি
ভেবেই পাইনা, এমনভাবে লেখবার কথাটা চিন্তা করলে কি ক'রে।

এব : এর আগেও আমি এক ভদ্রমহিলাকে ঠিক এই ভাবেই চিঠি লিখেছি
—আমি তাঁর খুবই গুণগ্রাহী ছিলাম। তিনি কিন্তু আমার
কাজটাকে সমর্থন করেছিলেন।

জস্ : কিন্তু ইনি অল্প ধরনের মহিলা। (সে জানলার ধারে গেল,
তারপর আবার এব-এর দিকে ফিরে দাঁড়াল) মেয়েরাও যে মাছুষ,
আমাদেরই মত তাদেরও যে মতের পরিবর্তন হ'তে পারে, মনে হয়,
এই সত্যটা তুমি মানতে চাও না। যে-মহিলাকে তুমি এই চিঠিটা
লিখেছ, তিনি খালি তোমার কল্পনার মধ্যেই বিস্মাজ করছেন।
আসলে এই চিঠিখানা মেরী টডকে লেখা হয়নি; এটা তুমি
নিজে-কেই লিখেছ। এর প্রতিটি পংক্তিতে তুমি নিজের দোষ
খালনের চেষ্টা করেছ এবং নিজেরই কাছে।

এব : (উঠে অনাসক্তভাবে) তাহ'লে কি বুঝব, চিঠিটা তুমি আমার হয়ে
পৌঁছে দেবেনা ?

জস্ : না, এব—আমি দেবনা।

এব : (রাগতভাবে) তাহ'লে অল্প কারুর হাত দিয়ে পাঠাব।

জস্ : (তীব্রভাবে) তাই পাঠিও। তুমি এখানা আচার্যের হাতেই দিতে
পার। গীর্জাতে বিবাহের জন্তে বন্ধন সকলে এসে পৌঁছবে, তখন
তিনি নিজে পাত্রীর হাতে দিয়ে দেবেন।—কিন্তু এব, আমি বলি
কি, তোমার মনটা আর একটু শান্ত না হওয়া পর্যন্ত তুমি চিঠিখানা
পাঠিও না।.....

এব : (রাগতভাবে, জস্-এর দিকে ফিরে)
যতদূর পর্যন্ত না এই জিনিসটার মীমাংসা হচ্ছে, ততদূর আমি
শান্ত হই কি ক'রে বলতে পার ? তোমার চোখজোড়া আছে কি,
জস্ ? দেখতে পাচ্ছ না, আমি নিরাশায় ভেঙে পড়েছি ?

জস্ : সে আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। তুমি যতটা ভাবছ, তোমার অবস্থা তার থেকে ঢের বেশী খারাপ ব'লে মনে হচ্ছে। আমার বিশ্বাস, তোমার একজন ভালো ডাক্তার দেখানো উচিত।

এব : (বিলির টেবিলে ব'সে) আমার রোগ ডাক্তারের চিকিৎসার সারবে না।

জস্ : ডাক্তার ড্রেক বলে একজন ভালো লোককে জানি ; তিনি তোমার মত মনের অবস্থা যাদের হয়, তাদের চিকিৎসা করার খুব পারদর্শী.....

এব : (দুঃখিতভাবে) তাহ'লে জিনিষটা তুমি এই ভাবে নিয়েছ ? আমি যা হব ব'লে অনেকবার বলেছি, তাই হয়েছি। আমি পাগল হয়ে গিয়েছি। হ্যাঁ—হয়ত' তুমিই ঠিক। আমার মনে হচ্ছে, আমি একটা দড়ি ধ'রে কুলছি এবং সেটা ছেড়ে আমাকে পড়তেই হবে—কোথায় পড়ব, তা জানিনা, প'ড়ে বাঁচব কিনা, তাও জানিনা—শুধু এইটুকু বেশ জানি যে, এই অবস্থা থেকে আমাকে বেরুতেই হবে—আমাকে মুক্তি পেতেই হবে।

(জস্ জানলার দিকে কিরেছে ; হঠাৎ সে আবার এব-এর দিকে ঘুরে দাঁড়াল)

জস্ : নিনিয়ান এডওয়ার্ডস আসছে.....ওকে চিঠিখানা দেখিয়ে ওর মত নাওনা.....

এব : (বাধা নিয়ে) না, না ! এ সম্বন্ধে ওকে একটি কথাও বলবেনা। চিঠিটাকে সরিয়ে রাখ। এখন ওর সঙ্গে এ-বিসয়ে আলোচনা আমার সম্বন্ধ হবে না।

(জস্ চিঠিখানিকে তার পকেটে পুরল এবং কোচের দিকে এগিয়ে গেল)

জস্ : হ্যালো, নিনিয়ান।

নিনিয়ান : (নেপথ্য থেকে বলতে বলতে) হ্যালো, জস্ শুভ নববর্ষ !

(নিমিয়ান ভেতরে এল। তার পরশে একটি কাঁধের-কাছে-
কারওলা ওভারকোট—তার হাতে দুটো রূপোবাধানো বেতের
লাঠি—একটি লাঠি একটা ব্যাগের মধ্যে—ব্যাগটিকে নিমিয়ান
টেবিলের ওপর রাখল)

নিমিয়ান : শুভ নববর্ষ, এব—আসলে তোমার জীবনের শুভতম নববর্ষ !

এব : ধন্যবাদ, নিমিয়ান। আর, তোমারও শুভ নববর্ষ কামনা করি।

নিমিয়ান : (তার কোট খুলে খুলতে) তুমি যে এটা সত্যি সত্যিই বলছ,
তাতো তোমার কণ্ঠে শুনে মনে হ'লনা। (সে হাত পেকবার জন্তে
স্টোভের দিকে এগিয়ে গেল বাই হোক, আজকের দিনে তোমার
মাগ করা যেতে পারে—মনে হচ্ছে, তুমি আজ একটু নার্ভাস হয়ে
পড়েছ। (হেসে, জস্-এর দিকে তাকাল) ওরে বাবা, এখানে যে
রীতিমত ঠাণ্ডা ! এই স্টোভ বুঝি কোনো দিনই জ্বালান হয় না ?

এব : আগুনের সব ব্যবস্থাই আছে—দরকার হ'লে জেলে নিতে পার।

নিমিয়ান : (একটি দেশলাই জেলে) আজ নিশ্চয়ই তোমার মনটা তেমন
ভালো নেই।

(সে স্টোভট জেলে ফেলল)

জস্ : এব—এর শরীরটা ভালো নয়।

নিমিয়ান : তাই বোধ হয়। শুকে দেখে মনে হচ্ছে, ও যেন এইমাত্র
কাউকে কবর দিয়ে এল।

এব : সত্যিই তাই এসেছি।

নিমিয়ান : (অবিখাসের সুরে) কি ? তোমার বিয়ের দিনে সমাধি ?

জস্ : এব—এর সব থেকে পুরোনো বন্ধু, বাগলিং ঐশকে ওরা আজ
সকালে সমাধিস্থ করেছে।

নিমিয়ান : (হতচকিত হয়ে) ওঃ ! শুনে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, এব—
ব্যাপারটা আগে থাকতে না জানার জন্তে আমার অপরাধ
নিশ্চয় না।

এব : নিশ্চয়ই নেব না, নিনিয়ান।

(এক মুহূর্ত নীরবতা)

নিনিয়ান : দেখ এব, আমার মনে হয়, বাঙলিং যদি থাকতেন, তিনি তোমাকে তোমার নিজের এবং মেরীর অ্যানন্স বিধানের জন্তে তোমার এই ছুঃখকে একপাশে সরিয়ে রাখতে বলতেন। আমার ছুঃখ হচ্ছে, আমাদের পুরোনো বন্ধু তোমাদের মত হ'জন চমৎকার লোকের বিবাহটা চোখে দেখে যেতে পারলেন না। (বিবাহের প্রস্তুতি স্বরূপ নিনিয়ান আয়োণ পরিবেশনের চেষ্টা করছেন) আমি আচার্যের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কে সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছি; আর শুদিকে এলিজাবেথ একটি সুন্দর ডিনারের জোগাড় করছে—কাজেই সমস্ত ব্যাপারটা যে বেশ আড়ম্বরপূর্ণভাবে নিবর্তনাতে হবে, সে-সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার।

(বিলি হার্শডনের প্রবেশ। সে মস্ত এবং তার পকেটে একটি মদের বোতল)

ও: বিলি—শুভ নববর্ষ!

বিলি : মিস্টার এডওয়ার্ডস, আপনাকেও আমি ওই কথাই বলছি। (সে বোতলটিকে টেবিলের ওপর রাখল এবং কোটটি খুলে ফেলল)

নিনিয়ান : তোমার বিয়ের জন্তে আমি একটি উপহার এনেছি, এব। লুইজিলের যে জায়গা থেকে আমি নিজের জন্তে কিনেছিলাম, সেই জায়গা থেকেই এটি এসেছে।

(সে একটি ছড়ি তুলে নিয়ে বেশ গর্বিতভাবে এব-এর হাতে দিল —এবও ছড়িটি হাতে নিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগল)

এব : খুব চমৎকার জিনিষ, নিনিয়ান এবং এর জন্তে তোমাকে ধন্যবাদ দিই। (ছড়িটি নিয়ে সে নিজের ডেস্কে গেল এবং বসল)

নিনিয়ান : অবশ্য আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, তোমার জন্তে এটি আনার ব্যাপারে আমি মেরীর সম্বন্ধে চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলাম; তা ছাড়া সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে শোভন হয়, তার

এই ইচ্ছাটাও কাজ করেছে।—এই দৃশ্যতঃ শোভনতার ব্যাপারে আমি যদি ছ'একটা ব্যক্তিগত ধরণের কথা বলি, তাহ'লে জন্, আর বিলি—তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবে।

বিলি : (লড়বার ভরতে প্রস্তুত হয়ে) আমার যদি চলে যেতে বলেন, তাহ'লে আমি সানন্দে.....

মিনিয়ান : না, বিলি, তা নয়।—আমি এব-এর আর একজন বন্ধু হিসেবে ছ'একটা কথা বলতে চাইছি—বিয়ের আগে এই আমার শেষ অনুরোধ। অবশ্য এ-ক্ষেত্রে বধূটি আমাদের পরিবারেরই একজন বলে আমার ওপর কিছুটা দায়িত্বও বর্তেছে। (সে এব-এর কাছে গেল) তোমাদের এই মিলন সাকল্যযুগিত হোক, এ আমি চাই। আর এব, যদি তুমি একটি জিনিষ মনে রাখ, তাহ'লে এ-বিবাহ সাকল্যযুগিত হবেই। আমার জীবন কাছে গুনেছি, খুব ছোট-বেলাতেই মেরীর মাখার খুব বড় বড় কল্পনা পুরত। ও নাকি এ-কথাও বলেছিল যে, ও যাকে বিয়ে করবে, সে একদিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হবে। (জন্-এর দিকে ক্রি) ব্যাপারটা কি জানি—আমাদের দেশের প্রত্যেক ছেলেই মনে করে, সে একদিন প্রেসিডেন্ট হবে, আর প্রত্যেক মেয়েই চায়, সে প্রেসিডেন্টের বো হবে। কিন্তু ছেলেবেলার ঐ সব উদ্ভট কল্পনা মেরীর মাখা থেকে আজও যায়নি। সেইজন্মেই তোমাকে সাবধান করে দেওয়া—ও যেন তোমার কাছে কোনোদিন কোনো বিরাট বা অসম্ভব কাজের কথা কইতে না পায়। উগবান ওকে যে-ধরণের জীবন-যাত্রার মধ্যে এনে কেলোছেন, তাতেই ওর সম্ভট ধাকতে শেখা উচিত। এই বলেই আমি তোমাদের বিবাহ-পূর্ব পরামর্শ শেষ করলুম। (সে কোটের বোতাম আঁটল) পাঁচটার সময় তোমাদের সকলের সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে দেখা হবে—দেখো, এবকে বতখানি স্নন্দর দেখানো সম্ভব, ততখানি স্নন্দরই যেন ওকে দেখায়।

জন্ : শুভবাই, মিনিয়ান।

(মিনিয়ান চলে গেল। এব তার ডেকের দিকে ক্রি শূন্যদৃষ্টিতে)

তাকিয়ে রইল। বিলি তার ডেস্ক থেকে বোতলটি এবং একটি কাপ নিয়ে নিজের জন্তে একপাত্র ঢালল। তারপর এব-এর দিকে কাপটি তুলে ধরে)

বিলি : মিস্টার লিটন, আমি আপনার এবং বে-ডব্রমহিলা আপনার জী হবেন, তাঁর স্বাস্থ্য পান করছি।

(এব কোনো জবাব দিল না। বিলি পান করার পর কাপটিকে টেবিলের ওপর রেখে দিল)

অবশ্য আমি স্বীকার করব, আপনি বে-পথ বেছে নিয়েছেন, তা আমি পছন্দ করিনি। আমার মনে হয়েছে, আপনি নিজেকে ছোট করেছেন—উচু, প্রতিপত্তিশালী বংশের সঙ্গে সচ্ছন্দ মাপনের জন্তে আপনি নিজের আত্মসম্মানকে পা দিয়ে মাড়িয়ে গেছেন।—এ রকম ভেবেছি বলে আমি দুঃখিত।

এব : তোমার দুঃখিত হবার কোনো দরকার নেই, বিলি।

বিলি : মিস টড এবং আমি যে কখনও বন্ধু হব, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু এখন আমি দেবছি, আমাদের দু'জনেরই লক্ষ্য এক—বিশেষ করে যখন থেকে আমি মিস্টার এডওয়ার্ডসের সতর্কবাণী শুনেছি। (তার কণ্ঠস্বর তীব্র হয়ে উঠল) সত্যিই যদি তিনি আপনাকে ক্রমেই বড় হতে দেখতে চান, সত্যিই যদি তিনি ক্রমাগত আপনাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে চান, তাহলে—তাহলে আমি বলব, ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন এবং এই কাজে তিনি তাঁকে শক্তি দিন।

(যতদূর সে কথাগুলো বলেছে, ততদূর এব তার দিকে পেছা ফিরেছিল। বিলি বড় বোতলটিকে প্রায় খালি করে আর এক পাত্র মদ ঢালল। এব ফিরে তার দিকে তাকাল)

এব : সমস্ত বোতলটা আজই শেষ করেছ ?

বিলি : এই বোতলটা ?—হ্যাঁ আজই শেষ করেছি।

জস্ : কেন করবে না ?—আজ নববর্ষ না !

বিলি : (জস্-এর দিকে তাকিয়ে) ধন্যবাদ, মিষ্টার শীড, আমাকে সমর্থন করার জন্যে ধন্যবাদ । আমার আর একটা ইচ্ছা প্রকাশ ক'রতে হয়। ক'রে আমাকে অনুমতি দিন । (এব-এর দিকে এক পা এগিয়ে) হুজুরাট্টের প্রেসিডেন্ট এবং মিসেস্ লিঙ্কনের উদ্দেশে.....(সে যত্নপান করল)

এব : (তীক্ষ্ণভাবে) বিলি, ব্যর্থ হয়েছে—আর নয় ।

বিলি : ভালো ! এই শেষবার খেলুম, যতক্ষণ না বিয়েটা হচ্ছে । তখন অবশ্য নিঃসন্দেহে এডওয়ার্ডসেরা আমাদের এর থেকে চের ভালো, চের দামী জিনিষ সরবরাহ করবে । (সে বোতলটাতে টোকা মারল) ভয় নেই—সেই বিশিষ্ট সমাবেশে আমি একটুও বেচাল হবনা ।

এব : কিন্তু এবারটা হচ্ছেনা ।

(বিলি এব-এর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল, পরে জস্-এর দিকে তাকাল এবং আবার ফিরে এব-এর দিকে তাকাল ।)

মিস টডকে দেবার জন্যে একখানা চিঠি তোমার হাতে দিতে চাই ।

বিলি : চিঠি ? কি চিঠি ?

এব : জস্, চিঠিখানা ওর হাতে দাও ।

(জস্ তার পকেট থেকে চিঠিটি বার ক'রে স্টোভের মধ্যে কেসে দিল । এব হাঁ-হাঁ ক'রে লাকিয়ে উঠল)

এ-রকম করবার তোমার কোনো অধিকার নেই ।

জস্ : জানি, অধিকার নেই । কিন্তু কাজটা হয়ে গেছে ।

(এব জস্-এর দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে রইল)

যে-ভাবে তাকিয়ে আছ, মনে হচ্ছে আমার ঘাড়টা মটকে দেবার মতলব আটক । আর তা' করবার শক্তিও আছে তোমার, এব—অবশ্য তুমি তা' করবে না । (জস্ বিলির দিকে ফিরল)

ঐ চিঠিটাতে মিস্টার লিখন ঠকে মুক্তি দেবার জন্তে মিস টডকে লিখেছেন। উনি বলেছেন, ওর প্রতি প্রশ্ন নিবেদন করে উনি ভুলই করেছেন এবং ওঁদের বিবাহ ওঁদের হৃৎকনেরই পক্ষে যথ্যনা ও হৃর্ভোগের কারণ হবে।

এব : (অত্যন্ত দুঃখিতভাবে) এ যদি সত্যি না হয়, তাহলে আর কি সত্যি হতে পারে?

অস্ : আমি এর সত্যাসত্য নিয়ে ভর্ক করছি না। দ্বার বলছি যে, পুরুষ মানুষের মত তাঁর সামনে গিয়ে তাঁর মনের ওপর কথাগুলো বল।

এব : সে যে আরও নিষ্ঠুরতা হবে। এতে সে আরও বেশী আঘাত পাবে। কেননা, তখন আমাকে সব কথাই বলতে হবে—যে-সব শক্ত কথা চিঠিতে লিখিনি, তাও। (ভাবাবেগে কথা কইতে লাগল) আমার বলতে হবে—তার তাড়িয়ে নিয়ে বাঁওয়ার স্বভাবকে আমি ঘৃণা করি—সে যে আমার ওপর সওয়ার হয়ে আমাকে চাবুকের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করে আমাকে ক্রমাগত ওপর থেকে আরো ওপরে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে, সে আমি বরদাস্ত করব না। যদি তার বুড়ু আত্মা জীবনে মানসমানের জন্তে এতই লালায়িত, তাহলে সে ষ্ট্রিকেন ডগলাসকে বিয়ে করুক না কেন। সেও একজনেই মাথা খুঁড়ে মরছে। আমাকে ধরে টানাটানি কেন?—আমি নিক'ড়াট থাকতে চাই।

(সে আবার বসল এবং টেবিলের ওপর হুঁকে পড়ল)

অস্ : (তীব্রভাবে) ভালো কথা। —সেই কথাই তাকে বলো। তাকে পাবার জন্তে তোমার মধ্যে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জলে উঠেছিল, তা আজ জল হয়ে গেছে, এই কথা একখানা চিঠির মারকত না বলে তাকে তুমি ভয় কর, এই কথা তার সামনে দাঁড়িয়ে স্বীকার করা ঢের বেশী পুরুষোচিত হবে।

(বিলি কথা বলবার জন্তে অপেক্ষা করছিল। এখন এক মুহূর্ত নীরবতার পর সে স্বেযোগ পেল)

বিলি : আমি কি কিছু বলতে পারি ?

এব : এই কথাবার্তার পর আর নতুন কিছু বলার মত তোমার অবস্থা আছে না কি ?

জস্ : কি কথা, বিলি ?

বিলি : (উত্তপ্ত ভাবে) মাত্র এই কথাটা। মিস্টার লিঙ্কন, আপনি মিস মেরী টডকে খালি পরিত্যাগই করছেন না, আপনি তাঁকে ভগবানের কাছে জীবন্ত উৎসর্গ রূপে ব্যবহার করছেন। আশা করছেন যে, আপনার নিজের মহৎ কর্তব্য করতে না পারার অপরাধের জন্তে আপনি এইভাবে ক্ষমা পাবেন।

লিঙ্কন : (অগে উঠে) হ্যাঁ—আমার নিজের মহৎ কর্তব্য ! আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে, এ-কথা সকলেই ভাবে বটে, কিন্তু কেউই বলেনা—আমার কর্তব্যটা কি ?

বিলি : (প্রায় কঁদে কঁদে) আমি বলতে পারি। যে নিজেকে আমেরিকান বলে দাবী করে, এমন প্রতিটি লোকের কর্তব্য কি, তা আমি বলে দিতে পারি। এক সময়ে যে-সব সত্যকে স্বভাসিদ্ধ বলে মনে হ'ত, সেই সব সত্যকে বাঁচিয়ে রাখা—সমস্ত মানুষ জন্মহতে সমান, তাদের কতকগুলো অধিকার দেওয়া হয়েছে, বা তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া যায় না—এই অধিকারের মধ্যে রয়েছে বাঁচবার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, সুখাচ্ছন্দ্যের অধিকার।

এব : (রাগতভাবে) এই সব অধিকার থেকে কি শুধু আমিই বঞ্চিত হব ?

বিলি : এই দেশে আপনারই বিশ লক্ষ ভাই ক্রীতদাস হয়ে রয়েছে কেনেও আপনি এই সব অধিকার ভোগ করতে পারেন ? আপনার ডেকের ওপর ঐ পতাকাটার দিকে তাকিয়ে আপনি কি আনন্দপ্রসাদ লাভ করতে পারেন, যখন আপনি জানেন, ঐ পতাকার দশটি তারকা এমন দশটি রাজ্যের প্রতীক, যারা ঐ ক্রীতদাসদের রক্ত-বাৎসের ওপর তাদের স্বত্ব-বাসির ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে এই

যুক্তরাষ্ট্রকে ভেঙে দিতেও রাজী? আর ভবিষ্যতের সব রাজ্যের অবস্থাই বা কি? প্রশান্ত মহাসাগর পর্বত বিস্তৃত সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল? ওগুলো কি স্বাধীন লোকের বাসভূমি হবে? মিস্টার লিঙ্কন, এ প্রশ্নের যে-জবাব আপনি দেবেন, তাতে কি আপনি সন্তুষ্ট? এই হচ্ছে আপনার পতাকা,—মিস্টার লিঙ্কন, এর আপনি গর্ব করেন। কিন্তু এটাকে শতছিন্ন হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবার জন্তে আপনি কি করছেন?

(এব লাক্সিয়ার উঠে দাঁড়াল; বিলির দিকে তাকিয়ে উচ্ছ্বসিত ভাবে বলল)

এব : আমি আমার নিজের ব্যবসা দেখি—এই হচ্ছে আমার কাজ! এবং প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের কাজ নিয়ে যেতে থাকে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো অনিষ্ট হ'তে পারে না। আর ঐ দাসপ্রথা—এর সৃষ্টি ভালো ভালো পবিত্র কথা শুনে আমার বিরক্তি ধরে গেছে—আমি ক্লান্ত। আইন সৃষ্টি বখন আর একটু জ্ঞান হবে, তখন জানতে পারবে, ঐ যে স্বয়ং-আমিদের কথা বললে না, সেটা সংবিধানে স্বীকৃত। আর সংবিধানের ওপরই যদি যুক্তরাষ্ট্র না দাঁড়াতে পারে, তাহলে তা ভেঙে যাক।

বিলি : উচ্ছ্বসে বাক আপনার সংবিধান! স্বাধীনতার মাস্তুলের যে জন্মগত অধিকার, এ হচ্ছে তার কথা; সংবিধান জন্মাবার অনেক আগে থাকতেই মাস্তুলের এ অধিকার আছে। দেশের আইন বখন এই অধিকারকে স্বীকার করে না, তখন আইন হচ্ছে ভ্রান্ত এবং তা বদলানো দরকার—নৈতিক প্রতিবাদে যদি না হয়, জোর ক'রে তা বদলাতে হবে। স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্তে যে-কোনো পন্থাই স্তায়সঙ্গত! আর, মিস্টার লিঙ্কন, আপনি আমাকে বলবার চেষ্টা করবেন না যে, এই কথাটা আপনার চেয়ে জগতে আর কেউ বেশী ভালো করে জানে। —আপনি ইলাইজা লাভজর্জ এবং আর যে-যে মহান্ প্রাণ এইসব আদর্শের জন্তে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের সকলের স্মৃতিকে সম্মান করেন।

এব : (তার দিক থেকে শেঁকু কিরে) হাঁ—আমি তাঁদের সম্মান করি—
কেননা তাঁরা বিশ্বাস করতেন, তাঁদের আদর্শের জন্তে প্রাণ
দেওয়া যায়। (সে জস্—এর দিকে কিরে বেদনাহত ভাবে বলল)
আচ্ছা, জস্—আমি নিজেই গিয়ে ঘেরীকে সব কথা বলছি—এবং
তারপরে আমি চলে যাচ্ছি।

জস্ : কোথায়, এব ?

এব : বিষয়ভাবে) জানিনা।
(সে বেরিয়ে গেল এবং বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।
বিলি অপেক্ষা করল—তারপর ছুটে দরজার কাছে গিয়ে দরজাটাকে
খুলে ফেলল এবং এব—এর উদ্দেশ্যে টেঁচিয়ে বলল)

বিলি : মিস্টার লিঙ্কন, আপনি পালিয়ে যাচ্ছেন ওপর থেকে ভগবান
দেখছেন, আপনি তাঁর প্রতি, আপনার দেশের ভাইদের প্রতি
এবং নিজের আত্মার প্রতি কর্তব্য করার হাত থেকে রেছাই পাবার
জন্তে পালিয়ে যাচ্ছেন।

জস্ : (বিলিকে দরজার কাছ থেকে টেনে নিয়ে) বিলি—বিলি—ওকে
যেতে দাও—ও অসুস্থ।

বিলি : (টেবিলের ধারে বসে প'ড়ে) মিস্টার শীড, ওর জন্তে আমরা কি
কিছুই করতে পারি না
(সে কাঁদতে লাগল)

জস্ : বলতে পারিনা, বিলি। (সে জানলার ধারে গিয়ে বাইরের
দিকে তাকাল) ওর মনের এমন অবস্থা যে, ও এখন বহুকণের জন্তে
দূরে চলে যেতে চাইবে। অ্যান্ রাটলেজ্ মারা যাবার পর ওর
এমনি ভাব হয়েছিল। ওর জন্তে আমাদের কিছুই করবার নেই,
বিলি। যা কিছু করার ওকে নিজেকেই করতে হবে।

বিলি : (প্রার্থনার ভঙ্গীতে) ভগবান যেন ওকে দেখেন।

[ষষ্ঠ দৃশ্য শেষ]

দ্বিতীয় অঙ্ক—সপ্তম দৃশ্য

[নিউ সালেমের নিকটবর্তী অঞ্চল । ৩৪ বৃন্তের গ্রায় চু'বচর বাদে—একটি খাঁড়ের সন্ধ্যা ।

একটি ক্যাম্প-কার্যায়ের চারদিকে কয়েকটা প্যাঁকিং বান্ন, গোল ক'রে গোটানো কয়েকটা কব্বল, আর একটা পুরোনো চোরঙ্গ । একপাশে একটি ঢাকা নালবাহী গাড়ী এমন ভাবে রাখা রয়েছে যে, পিছনের খোলা ভিকটো দেখা যাচ্ছে ।

আঙনের ধারে সেখ পেল তার সাত বছরের ছেলে জিমিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে । ছেলেটি একটি কব্বল দিয়ে খোঁড়া]

জিমি : বাবা, আঙনের কাছে আমি থাকতে চাইনা—আমি পুড়ে যাচ্ছি ।
আমার গা থেকে কব্বলটা খুলে নাও না, বাবা ।

সেখ : না, বাবা । তোমাকে চাপা দিয়ে থাকতে হবে ।

জিমি : জল খাব, বাবা । একটু জল পাবনা ?

সেখ : পাবে । চুপ ক'রে থাক, জিমি । গোবি তোমার জন্যে জল আনতে গেছে । (সে বাইরে ডান দিকে তাকাল এবং দেবল যে, জ্যাক আর্মিস্ট্রং আসছে) হ্যালো, জ্যাক । ভয় হয়েছিল, তুমি বুকি হারিয়েই গেছ ।

জ্যাক : (ভেতরে এসে) নিউ সালেমের কাছাকাছি আমার হারাবার ভয় নেই । ছেলে কেমন ?

সেখ : ও জল খেতে চাইছে । এব-কে পেরেছ ?

জ্যাক : পেয়েছি। অবশ্য বানিকটা সম্বর লেগেছে—এক আয়গায় তো ও থাকে না। নদী পেরিয়ে ও গিয়েছিল অ্যান রাটলেজকে যেখানে কবর দেওয়া হয়েছে, সেইখানে।

সেথ : এখানে আসছে তো ?

জ্যাক : ডাক্তার চ্যাণ্ডলারকে নিয়ে আসছে—শিগ্গিরই এসে পড়বে।
(সে জিমির কাছে এগিয়ে এল) এখন কেমন আছ, জিমি ?

জিমি : পুড়ে বাছি.....
(অ্যাগি এসেই জ্যাককে দেখতে পেল)

অ্যাগি : ওঃ, আমি বাঁচলুম—আপনি কিরে এসেছেন, মিস্টার আর্থস্ট্রং !

জ্যাক : মিসেস গেল, শিগ্গিরই একজন ডাক্তার আসবেন।

অ্যাগি : তার জন্তে ভগবানকে ধন্যবাদ। সেথ, জিমিকে গাড়ীর মধ্যে নিয়ে এস। আমি ওর জন্তে একটি স্থল্লর নরম বিছানা করে রেখেছি।

সেথ : শুনতে পাচ্ছ, জিমি ? মা তোমার শোবার জন্তে একটি বিছানা করেছেন—ওয়ে খুব আরাম পাবে।
(অ্যাগি ওরাগনের মধ্যে চলে গেল। সেথ জিমিকে তার হাতে দিল)

জ্যাক : ওর অস্থিটা বেড়েছে—নয় ?

সেথ : (হতাশভাবে) হ্যাঁ, তাই। তুমি চলে বাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জরটা খুব বেড়ে উঠেছে। এব এসে পড়লে বাঁচি—সে সব সময়ই একটা না একটা কিছু করতে পারে, বাতে বিশ্বাস করে পাওয়া যায়।

জ্যাক : তুমি 'ত' আট 'ন' বছর তাকে দেখনি।—এখন তাকে দেখলে অবাক হয়ে যাবে। স্ট্রীংকিন্ডে বাওয়ার পর সে অনেক বদলে গেছে। সেখানে সে বেশ উচুতেই প্রতিষ্ঠা পেরেছিল, তবে সম্প্রতি বানিকটা পড়ে গেছে। সে এখন আর আগেকার মত রং-তামাম্বা করে না।

সেখ : দেখ, আবার মনে হয়, আবারের সকলকেই বদলাতে হবে।

(গোবিকে কিরতে দেখে সে উঠে দাঁড়াল)

অ্যাগি !

(গোবি, একটি নিরো, এক বালতি জল নিয়ে এল। ওয়ানগন থেকে অ্যাগি দেখা দিল)

গোবি, জল নিয়ে এসেছে।

গোবি : হ্যা, মিস অ্যাগি—এই নিন।

(জলের বালতিটা তার হাতে দিল)

অ্যান্সি : ধন্তবাদ, গোবি

(আবার ওয়ানগনের ভিতরে চ'লে গেল)

গোবি : জিমি এখন কেমন আছে, মিস্টার সেথ ?

সেথ : একই রকম আছে।

গোবি : (মাথা নেড়ে) বাই, রান্নার জন্ডে আর ঝানিকটা জল আনিগে।

(সে আর একটি বালতি তুলে নিয়ে চলে গেল)

সেথ : (অ্যাককে) এ-রকম ভাবে ভ্রমণ করার সময় ছেলেটা অসুস্থ হয়ে পড়া খুবই ঝারাপ। না আছে ডাক্তার, না আছে ওকে সেবা করবার কোনো উপায়।

অ্যাক : কতদিন ধ'রে পথ চলছ, সেথ ?

সেথ : তা তিনমাসের ওপর। পেনসিলভ্যানিয়া পর্বতমালাতে একটা ঝারাপ সময় গেছে—ভীষণ ঝুটি, আর প্রতিটা নদীতে বান। কতবার মনে হয়েছে, সমস্ত মতলব বিসর্জন দিয়ে কিরে বাই। কিন্তু একবার যখন বাজা শুক করেছে, তখন ঝেরা ত' সহজ নয়...

(সে ডান দিকে নেপথ্যের পানে চাইল) দেখ, ঐ কি এব আসছে ?

অ্যাক : (উঠে) হ্যা, ঐ তো এব।

সেথ : (উল্লসিত হয়ে) ভগবান, ভগবান ! দেখ, দেখ—স্টোর হ্যাট আর উই টুপী প'রে ওকে কেমন দেখাচ্ছে !—হ্যালো, এব !

এব : হ্যালো, সেথ !

(সে ভেতরে এল এবং হৃৎতাপূর্ণভাবে কর্মমর্গন করল)

তোমার সঙ্গে আবার দেখা হয়ে খুব খুশী হয়েছি, সেথ !

সেথ : আমিও খুশী হয়েছি, এব ।

এব : যখন সুনলুম, তুমি পশ্চিমাঞ্চলে বাছ, তখন আমার বড় আনন্দ হল। তোমার ছেলে কোথা ?

সেথ : সে এখানে—ঐ গুয়াগনের ভেতর.....

(অ্যাগি, গুয়াগন থেকে দেখা দিল)

অ্যাগি : ইনিই কি ডাক্তার ?

সেথ : না, অ্যাগি—এঁরই কথা তোমাকে বলছিলুম। ইনি হচ্ছেন মিস্টার এব লিঙ্কন, আর ইনি—আমার স্ত্রী মিসেস গেল।

এব : আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশী হনুম, মিসেস গেল।

অ্যাগি : আমিও খুব খুশী হনুম, মিস্টার লিঙ্কন।

এব : ডাক্তার চ্যাণ্ডলার বাড়ীতে ছিলেন না। সুনলুম, মার্স রান্নি নাগান্ন তিনি ফিরবেন। তখন গিয়ে আমি তাঁকে নিয়ে আসব।

সেথ : বন্ধুর কাজ করা হবে, এব।

এব : মিসেস গেল, আপনি এখন আমাকে বা করতে বলবেন, সাধ্যমত আমি তাই করব।

অ্যাগি : একটা কাজ করতে হবে—এখানে কোনো ধর্মবাজক পাওয়া বাবে কি ?

সেথ : (উদ্বেগের সঙ্গে) ধর্মবাজক ?

এব : তোমার জানা কেউ আছে, জ্যাক ?

জ্যাক : না। এখন নিউ সালেমের কুড়ি বাইলের মধ্যে কোনো ধর্মবাজক নেই।

অ্যাগি : আমি ভেবেছিলুম, যদি একজনকে পাওয়া যেত, তাঁকে দিয়ে আমরা জিমির জন্তে একটা প্রার্থনা করাতে পারতুম।

(অ্যাগি ওয়াগনের ভেতরে কিরে গেল। সেখ শক্তিতভাবে তার দিকে তাকাল)

সেখ : ও ধর্মবাক্যের কথা বললে। তার মানে, ওর মনে হচ্ছে, আর বিশেষ আশা নেই।—তাই না ?

অ্যাক : ঐ দিয়ে হয়ত' একটু সাহসনা বুঁজছে।

এব : সেখ, তোমার ছেলের কি খুব অসুখ ?

সেখ : হ্যাঁ, ভাই।

অ্যাক : এব, তুমি কেন প্রার্থনা কর না ! তুমি ত' সব সময়েই ভেবে কিছু না কিছু বলতে পার।

এব : দেখ, আমার মনে হয়, আমি খুব ভালো প্রার্থনা করতে পারি না। শুনে তোমরা সাহসনা পাবে, আমার মত এমন কোনো কথাই আমার মনে আসছে না।

সেখ : ঠিক আছে। এটা অ্যাগির একটা খোয়াল বাজ। তুমি বোসো, এব।

এব : (ওয়াগনের দিকে তাকিয়ে) তাহ'লে শেষ পর্যন্ত তোমার স্বপ্ন সকল হ'তে চলেছে, সেখ। তুমি আমি যে-কথা কইতুম, তুমি সেই কাজই করছ—তুমি চলছ।

সেখ : হ্যাঁ, এব। মেরীল্যাণ্ডে তীড় বেড়েছে। আমাদের আবাদ অবধি শহর ঠেলে এসেছে। ভাই—আমরা এমন জায়গায় চলেছি, যেখানে বেশী কাঁকা জায়গা আছে। প্রায় বাস চারেক আগে আমাদের বাওয়ার ঘর জানিয়ে তোমাকে চিঠি লিখেছিলুম—তাতে লিখেছিলুম, তুমি যেন এখানে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা কর। ভেবেছিলুম, তুমিও আমাদের সঙ্গী হওয়া সখছে হয়ত' ভেবে দেখবে।

এব : তোমার চিঠি পৌঁছতে অনেক দেরী হয়েছিল, সেখ। তখন আমি যেখানে থাকতুম, সেই ইন্ডিয়ানা এবং কেন্টাকিতে ঘুরে বেড়াছি। (সে একটা বাস্তর ওপর বসল) তুমি কি নেব্রাস্কাতেই বসবাস করবে ?

সেথ : না, ঐ পর্বত গিরেই আমরা থামব না। আমরা এই মহাদেশের সবটা পেরিয়ে একেবারে অরেগন পর্বত যাব।

এব : (খবরটা শু্ন মনে যেন লাগ কাটল) অরেগন ?

জ্যাক : নিশ্চয় ! ওইখানেই ত' আজকাল সকলে যাচ্ছে।

সেথ : অপর যারা অরেগনে যাচ্ছে, তাদের সঙ্গে আমরা কানসাসে মিলব এইভাবে দল বেঁধে আমরা পাহাড়-পথ এবং প্রান্তর অতিক্রম করব।

এব : সে-দীর্ঘ পথ তোমরা অতিক্রম করছ, তা কল্পনারও অতীত।

সেথ : ম'নে হচ্ছে, হয়ত' বোকাবির কাজই করা হচ্ছে—কিন্তু আমরা সেগানকার কাশো মাটির কথা এত ভুনেছি, আর প্রচুর বৃষ্টি ও রোলের কথা.....

জ্যাক : তুমিও কেন ওদের সঙ্গে যাওনা, এব ? পশ্চিমাকলের ঐ জায়গায় ক্রমেই বসতি বাড়ছে। একটা ওয়াগন জোগাড় করতে পারলে আমিও চলে যাব। সেখানে আমার মত শক্ত সমর্থ লোকের দরকার, আর কি ক'রে শক্তি রক্ষা করতে হয়, সেই কথা বলবার জন্তে দরকার তোমার মত মাথাওলা লোকের।

এব : (নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে) গুনতে বেশ ভালো, এ-কথা অব্যবহার করতে পারি না। আমি হয়ত' খুব বেশী দিন লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াছি। (এসব পরিবর্তন করল) তোমরা কি মাত্র তিনজনই, সেথ ?

সেথ : হ্যাঁ—আমরা তিনজন, আর নিগ্রো গোবি।

এব : সে কি তোমার ক্রীতদাস ?

সেথ : গোবি ? ক্রীতদাস ?—না, না—ও স্বাধীন । আমার বাবা ওর বাবাকে কুড়ি বছর আগে মুক্তি দিয়ে গেছেন । কিন্তু গোবি সম্বন্ধে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হয়েছে । তুমি জান, আমরা যেখান থেকে আসছি, সেখানকার লোকদের চিন্তা ক্রীতদাসের প্রশ্ন সম্বন্ধে একটা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোয়নি ; তা' ছাড়া মুক্তি পেয়েছে, এমন বহু নিগ্রোকে জোর করে টেনে ভার্জিনিয়ার নিয়ে যাওয়া হয় এবং কেউ কিছু জানবার আগেই নদীপথে বিক্রী করে দেওয়া হয় । আদালতে গিয়ে যদি প্রমাণ করতে বাও যে, ওরা মুক্তি-প্রাপ্ত নিগ্রো, পাজী উকীলগুলো তোমাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে । সেইজন্তেই আমরা এ-ব্যতীর এই মুক্তাঞ্চলে রয়েছি ।

এব : তোমার কি মনে হয়, অরেগন মুক্তাঞ্চল হবে ?

সেথ : নিশ্চয়ই হবে ।—হতেই হবে—

এব : না' সেথ, তা নয়—তা হয়নি— (তীব্রভাবে) ওয়াশিংটনের রাজনীতিকেরা সমস্ত পশ্চিমাঞ্চলকে বণ্ডে বণ্ডে দাসবাবসারীদের বেচবার পরে তা হতে পারে না ।

সেথ : কিন্তু ও অঞ্চলকে মুক্ত করতেই হবে । আমাদের দেশ যদি তার নাগরিকদের দাসপ্রথার হাত থেকে রক্ষা করতে না পারে, তাহ'লে আমরা এই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে গিয়ে কানাডার সঙ্গে যুক্ত হব ; কিংবা তার চেয়েও ভালো হবে—সেই স্মূদ্র পশ্চিমে আমরা একটি নতুন দেশ গড়ব ।

এব : (তীব্রভাবে) নতুন দেশ ?

সেথ : কেন নয় ?

এব : আমার মনে পড়ছে, বুড়ো মেক্টর গ্রোহাম একদিন আমাকে বলেছিল, যুক্তরাষ্ট্র একদিন ইওরোপের মতই কতকগুলো শত্রু-তাবাপন্ন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যেতে পারে ।

সেথ : তা হয়ত' হোক। কিন্তু মনে রেখো, আমি এই দেশকে ভালোবাসি এবং এর জন্তে আমি যুদ্ধ করতে পারি। আমার মনে হয়, জর্জ ওয়াশিংটন এবং আর সবাই ইংলণ্ডকে ভালোবাসতেন এবং যৌবনে তার হয়ে যুদ্ধও করেছিলেন—কিন্তু যখন ওখানকার গভর্ণমেন্টে তাঁদের ওপর অন্ত্রায় করল, তখন তাঁরা ওই দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ ছুকোতে এক মুহূর্তও দ্বিধা করেন নি।

জ্যাক : ভগবানের কৃপায় জ্যাকসন যদি আবার হোয়াইট হাউসে ফিরতে পারে তাহ'লে ঐ রাজনৈতিকগুলোকে ও ঘোড়ার চাবুক মেরে সোজা করবে।

এব : সেথ! তুমি, তোমার স্ত্রী এবং তোমার ছেলে—এই তিনজনকে যদি কোনো দিন হারাতে হয়, তাহ'লে সেদিনটা আমাদের মত আমেরিকাবাসীদের পক্ষে হুদিন।

সেথ : (ভেঙে পড়ে) আমার ছেলে!—ওহো, আমি অনেক বড় বড় কথা বলছি—কিন্তু সবই কীকা কথা। ও যদি মারা যায়, তাহ'লে আর আমাদের মধ্যে এমন উৎসাহ থাকবে না যে, আমরা আরও এগিয়ে যাব। ভবিষ্যতের জন্তে পরিশ্রম ক'রে লাভ কি, যখন জানি যে, কেউ বড় হয়ে তা ভোগ করবে না? এব, তুমি আমার ক্ষমা কর, আমার ভয় করছে।

এব : (উঠে দাঁড়াল) না, সেথ, তোমার ভয় পেলো চলবে না। আমি জানি যে, আমার মুখে ও-কথা সাজে না; কেননা সারা জীবনই আমি ভয় পেয়ে এসেছি। কিন্তু এখন তোমাকে দেখে—আর তুমি যে-সব বড় বড় কাজ করবে ব'লে পরিকল্পনা করছ, সে-সম্বন্ধে চিন্তা করে আমার নিজেকে বড় ছোট ব'লে মনে হচ্ছে। তোমার কথায় আমি অনুভব করছি যে, আমারও এমন কিছু করা উচিত, যাতে ক'রে তোমাকে এবং তোমার মত লোকদের আমেরিকার যুদ্ধমাত্রেরে ধরে রেখে দেওয়া যায়। সেথ, তুমি তোমার যাত্রা থামিও না—কোনো কিছুর কাছেই হার স্বীকার কোনো না—কখনও পারবনা ব'লে ছেড়ে দিও না।

(অ্যাগি ওরাগন থেকে বেরিয়ে এল ; সে ভর পেয়েছে)

অ্যাগি : সেথ !

সেথ : কি, অ্যাগি ?

অ্যাগি : ওর অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে, সেথ। ও নিশ্বাস নিতে পারছে না।

(সে কঁদতে থাকে। সেথ ওকে জড়িয়ে ধরল)

সেথ : অত ভেবনা তুমি। ডাক্তার এসে ওকে সুস্থ ক'রে তুলবে। ঠিক আছে—ও ভালো হয়ে যাবে।

এব : মিসেস গেল, আপনি যদি চান, আমি একটু প্রার্থনা করবার চেষ্টা করতে পারি।

(ওরা ওর দিকে তাকাল)

অ্যাক : এইত' কথার মত কথা, এব।

সেথ : এব, তুমি যা-কিছু বলবে, তারই জন্তে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

(এব নিজের টুপি খুলে ফেলল। বখন সে বলতে শুরু করল, তখন গোবি এসে ঢুকল এবং শোনবার জন্তে দাঁড়াল)

এব : হে ঈশ্বর, সকল প্রাণীর পিতা, প্রার্থনা করি, এই ঢাকা ওরাগনের মধ্যে পীড়িত অবস্থায় শায়িত এই ছোট্ট ছেলোটর প্রতি তুমি সদয় করুণানেত্র তাকাও। ওর আপনজনেরা একটি নূতন বাসগৃহের খোঁজে দূর পথের যাত্রী—ঈশ্বর, তারা তোমারই কাজ করবে, এই পৃথিবীকে তোমার সন্তানদের বসবাসের জন্তে একটি সুন্দর স্থানে পরিণত করবে। তারা কোথায় বাচ্ছে, তা তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে এবং পথের সমস্ত বিপদের মুখোমুখী দাঁড়াতে তারা ভয় পাবে না। আমি বিনীতভাবে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি, তাদের ছেলটিকে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিওনা। তাকে বেচে থাকবার স্বাধীনতা দাও। মৃত্যুর কারাগারে তাকে পাঠিও না। এই পৃথিবীর আনন্দ থেকে তাকে বঞ্চিত করোনা। তাকে

বিস্তৃত গ্রাস্তর, উচ্চ পর্বতমালা, সবুজ উপত্যকা এবং প্রশস্ত নদীর দৃশ্য দেখতে দাও। এই ছোট ছেলোট একজন আমেরিকাবাসী বলে এইসব জিনিষ তার এবং সেও এদের জিনিষ। ওর পিতৃ-পিতামহ বে-সব আদর্শের জন্তে এককাল ধরে এত নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রম করেছেন, শুকেও সেই কাজ করবার জন্তে বাঁচিয়ে রাখ। শুকে বাঁচিয়ে বেখে শুকে ওর পিতৃপিতামহের শক্তি দাও। হে ঈশ্বর, আমাদের সামনে বে-কাজ রয়েছে, তা করবার জন্তে আমাদের সকলকে শক্তি দাও। বিনি সকল মাল্যবকে মুক্তি দেবার জন্তে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন, তোমার সেই সম্মানের নামে আমি তোমার কাছে এই কল্পনা তিকা করছি।—আমেন!

গোবি : (সমস্ত হৃদয় দিয়ে) আমেন !

সেথ এবং অ্যাগি : (বৃহৎবরে) আমেন !

এব : (টুপিটা মাথার পরে) প্রায় মাঝ রাত্রি হ'ল—আমি ডাক্তার ডেকে আনছি।

(সে বেরিয়ে গেল)

সেথ : ধন্তবাদ, এব।

অ্যাগি : ধন্তবাদ—ধন্তবাদ, মিষ্টার লিঙ্কন।

গোবি : ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, মিষ্টার লিঙ্কন।

(পর্দা ধীরে ধীরে বন্ধ হ'ল)

[সপ্তম দৃশ্য শেষ]

দ্বিতীয় অঙ্ক—অষ্টম দৃশ্য

[পুনরায় এডওয়ার্ডসনের বাড়ীর বসবার ঘর। সপ্তম দৃশ্যের কিছুদিন পরে। মেরী ব'সে বই পড়ছে। কিছু পরে পরিচারিকা এল]

পরিচারিকা : মিস মেরী—মিস্টার লিঙ্কন এসেছেন।

মেরী : মিস্টার লিঙ্কন !

(নিজের ভাবাবেগকে দমন করবার জন্তে সে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে থাকল। পরে বই বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়াল)

পরিচারিকা : আপনি কি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন, মিস্ মেরী ?

মেরী : হ্যাঁ, করব—এই, এখনই !

(পরিচারিকা বেরিয়ে গেল। মেরী কিরে কোচের ওপরে বইধানাকে কেলে দিয়ে নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করল। অধিকৃপ্তের সামনে গিয়ে সে দাঁড়াল এবং এব ঢোকান সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিকে ফিরল)

আপনাকে আবার দেখতে পেয়ে খুশী হলুম, মিস্টার লিঙ্কন।

(বা বলতে এসেছে, তা বতসূর সম্ভব কম কথার বলবার জন্তে এব বন্ধপরিকর ; আর মেরী ভদ্র হবার বা সৌজন্য দেখাবার চেষ্টা করছে)

এব : থলবাদ, মেরী। আমাকে আবার আসতে দেখে তুমি হয়ত অবাধ হয়ে যাবে ।

মেরী : (তাড়াতাড়ি) নিনিয়ানের বাড়ীতে আপনার জন্তে দরজা সব সময়েই খোলা, একথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন।

এব : এখানে আমাদের শেষ দেখার সময় আমি বে-আচরণ করেছিলুম, তারপর আমি আমার নিজের কাছেই অপরাধী হয়ে পড়েছি।

মেরী : আপনি অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। জোসুয়া স্পীড আমাদের আপনার খবর দিয়ে থাকেন। আমরা আপনার জন্তে খুবই চিন্তিত।

এব : তোমাদের দয়া।

মেরী : কিন্তু এখন আপনি অপেক্ষাকৃত সুস্থ; আপনি আবার আপনার কাজ শুরু করবেন এবং আবার নির্বাচনেও দাঁড়াবেন। আচ্ছা, আপনি কি করবেন, ঠিক করেছেন?

এব : আমি কিছুই ঠিক করিনি, মেরী। (সে তার সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে সংহত করেছে বলে মনে হচ্ছে) কিন্তু আমি তোমাকে বলতে চাই, যেদিন আমাদের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, সেই দুঃখের দিনটিতে আমি তোমাকে বা-কিছু বলেছি, তার জন্তে আমি দুঃখিত।

মেরী : ও সম্বন্ধে আপনার কিছু বলবার দরকার নেই, মিস্টার গিভন। বা-কিছু ঘটেছে, তা আমারই পোষে ঘটেছে।

এব : (এই সম্বন্ধে চমকে গিয়ে) আপনার গোষ! আমার গুণ ছিল...

মেরী : আমার আস্থা-বিশ্বাস আমাকে অন্ধ করেছিল। —আমি—আমি আপনাকে ভালোবেসেছিলুম। (তার গলার স্বর ভেঙে গেল, তবু সেখানে চলল) এবং আমি বিশ্বাস করেছিলুম, আমি আপনাকেও ভালোবাসাতে পারব। আমি ভেবেছিলুম, আমাদের আস্থা এক হয়ে যাবে, যাতে আমার অন্তরের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার আশ্রয় আপনার ভেতরেও জলে উঠবে। আপনি একজন মানুষ হবেন এবং বহু মানুষের নেতৃত্ব করবেন। কিন্তু আপনি তা চাইলেন না।

(সে মুখ কিরিয়ে নিল) আমি জানতুম, আপনার শক্তি আছে—
কিন্তু এ আমি জানতুমনা যে, আপনার উপভোগের জন্তে যে
বিচিত্র ভবিষ্যৎ আপনার জন্তে অপেক্ষা করছিল, তার থেকে দূরে
পালিয়ে যাবার জন্তেই আপনি সেই শক্তিকে ব্যবহার করবেন ।

এব : সত্যিই মেরী, একদিন আমার সখা ছে তোমার যে-বিশ্বাস ছিল,
তার আমি যোগ্য ছিলামনা । কিন্তু অবশেষে এখন সময় এসেছে,
যখন আমি কাজ ক'রে সেই যোগ্যতা অর্জন করতে চাই । (মেরী
তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল) যখন আমি তোমার প্রতি সেই
লজ্জাজনক ব্যবহার করেছিলাম, তখন আমি এই ভেবেই তা
করেছিলাম, যে, তোমার এবং আমার পথ ভিন্ন, আর কখনও তা
এক হবে না । কিন্তু এখন আমি জেনেছি যে, ভুল করেছিলাম ।
আমি এখন বিশ্বাস করি যে, আমার পথ তোমারই পথ—সে
ভালোই হোক আর নন্দই হোক—এব আমি আবার তোমাকে
বিনীতভাবে অহরোধ করছি, আমার সহধর্মিণী হবার জন্তে ।
আমি বেশ বুঝতে পারছি যে, এর পরেও আমাকে বরণ করবার
জন্তে লোকে তোমাকে উপহাস করবে ।

মেরী : (রাগতভাবে) তাতে আমি ভয় পাইনা, যদি জানি যে, শেষ
পর্বন্ত আমরা জিতবই । কিন্তু বর্তমান না আপনি নিজে নিঃসন্দেহ
হচ্ছেন, ততক্ষণ আমরা জিততে পারি না । আচ্ছা, ইতিমধ্যে
এমন কি ঘটল, যাতে আপনার হৃদয়মনের এমন পরিবর্তন হ'ল ?

এব : আমার এক পুরণো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—সে তার স্ত্রী-পুত্র
নিয়ে একটা ঢাকা ওরাগনে ক'রে পশ্চিমাঞ্চলের পানে চলেছে ।
সে আমাকে তার সঙ্গী হতে বলল ; আমিও প্রায় তার সঙ্গে চলে
গিয়েছিলাম । (সে খেঁষে মুখ ঘুরিয়ে নিল । তার গলার স্বরে
অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ পাচ্ছিল ; কিন্তু সে আবার তার দিকে ফিরল)
কিন্তু তারপরেই জানলাম, ও পথ আমার নয় । ছুটি বরাবর
আমাকে যে-পথে চালাতে চেয়েছ, সেই পথেই আমাকে চলাতে
হবে ।

মেরী : প্রতিজ্ঞা করছ যে, আর কখনও কিরে পালিয়ে যেতে চাইবে না ?

এব : আমি প্রতিজ্ঞা করছি, মেরী—যদি তুমি আমাকে গ্রহণ কর, তাহ'লে আমি আমার বাকী জীবনটায় যা-কিছু জ্ঞায়,—ঈশ্বর আমাকে কোন্টা জ্ঞায়, তা দেখবার জন্তে যেমন ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই হিসেবে যা-কিছু জ্ঞায়, তার জন্তে আমাকে উৎসর্গ করব।

(মেরী তার ভেতরটা দেখবার চেষ্টায় তার দিকে তাকাল। নিজে মন স্থির না ক'রে তাকে কিছুক্ষণের জন্ত একটু কষ্টও দিতে চাইল, কিন্তু পারলনা)

মেরী : আচ্ছা বেশ, তাহ'লে—আমি তোমার স্ত্রী হব। দৃঢ়তা যতদিন না আমাদের পৃথক করে, ততদিন তোমার পাশে থেকে যুঁজ করব। (সে ছুটে গিয়ে তার হাত ধরল) এব, আমি তোমায় ভালবাসি—ওঃ, আমি তোমায় ভালবাসি। আমাদের হৃৎকেন্দ্রের যা-কিছু হোক না কেন, আমি আমারও তোমায় ভালবাসব !

(সে তার কাঁধে মুখ রেখে কাঁদছে। এব তার হাত দিয়ে তাকে আলতোভাবে জড়িয়ে ধরল। সে তার কাঁধের ওপর দিয়ে নীচের কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইল)

দ্ব্যবসিক

[দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ]

তৃতীয় অঙ্ক—নবম দৃশ্য

[ইলিনয়ের একটি শহরের খোলা একটি বক। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি গ্রীষ্মের সন্ধ্যা।

মকের শিখন দিকে তিনখানি চেয়ার—ডানবিকের চেয়ারে বিচারপতি স্ট্রিকেন, এ, ডগলাস বসে আছেন এবং বাঁ দিকের চেয়ারে রয়েছে, এম লিখন। এম একটা দিঘের উঁচু টুপি পরে রয়েছে এবং মাঝে মাঝেই একখানা কাগজে নোট লিখছে। মখের চেয়ারটি নিম্নরানের জন্তে—সে এখন মকের নামদের দিকে রয়েছে:]

নিমিয়ান : ইলিনয় থেকে হুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের সদস্যরূপ উচ্চ পদপ্রার্থী দু'জন—বিচারপতি স্ট্রিকেন, এ, ডগলাস এবং মিস্টার এব্রাহাম লিখনের নিজের নিজের পক্ষের প্রধান হুক্তিগুলি আমরা শুনেছি। সমগ্র জাতির দৃষ্টি এখন আমাদের এই রাজ্যের ওপর—। তার কারণ হচ্ছে, ইলিনয়ের এই দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তি এমনসব প্রশ্নের ওপর ধারাবাহিকভাবে বাদানুবাদের অবতারণা করেছেন, যা সমস্ত আমেরিকাবাসীর জীবন এবং আমাদের দেশের সমগ্র ভবিষ্যতের ইতিহাসকে প্রভাবান্বিত করবে। এই ধরণের বিতর্কের প্রচলিত রীতি অল্পসারে এঁদের প্রত্যেকেই এখন আবার বক্তৃতা করবেন।... বিচারপতি ডগলাস...

(নিমিয়ান আসন গ্রহণ করল ডগলাস সাহাবের দিকে এগিয়ে এল।—ডগলাস নিজের ক্ষমতার ওপর আত্মবিশ্বাস)

ডগলাস : আমার বন্ধু নাগরিকগণ, আমার বন্ধু, মিস্টার লিখন তাঁর চিত্রা-চরিত মনোহর সরলতা এবং স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সঙ্গে আপনাদের কাছে বক্তৃতা করেছেন। তিনি এমন কি তাঁর বক্তৃতার

খানিকটা অংশ রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে না হোক, মাহুব হিসেবে আমাদের সন্তোষাবলীর ওপর তাঁর সহৃদয় মন্তব্য প্রকাশে ব্যয়িত করেছেন। এর জন্তে আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু এই সঙ্গে মনে রাখবেন যে, তিনি যে এত যত্নের সঙ্গে তাঁর অন্তরের শুভেচ্ছা প্রকাশ করলেন, সেইটেই তাঁর আসল মনোভাব নয়। সেন্সপীয়ারের ক্রটাসের মতই মিস্টার লিঙ্কনও একজন মাননীয় ব্যক্তি। এবং ঐ ক্রটাসেরই মত তিনি যখন একজন মাহুব আমাদের আশা করে না, ঠিক সেই সময় তাকে ছুরিকাহত করবার কায়দার হুনিপূর্ণ। উদ্রমহোদয়গণ, আমার দিকে চেয়ে দেখুন—আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আমার পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। বোধ হয়, “সত্য” নামে শক্ত খুঁটির ওপর ভর দিয়ে আছি বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। মিস্টার লিঙ্কন তাঁর রসিকতা দ্বারা আপনাদের হাসান। আমার পরকণ্ঠেই দক্ষিণাঙ্কলের নিগ্রো ক্রীতদাস শ্রমিকদের দুর্ভাগ্যের ছবি এঁকে আপনাদের কাঁদান। তিনি সব সময়েই খুব নিপুণতার সঙ্গে আপনাদের সত্যের মরজা পর্বত পথ দেখিয়ে নিয়ে যান, কিন্তু যেই আপনারা তার ভিতরে প্রবেশ করতে উদ্বৃত্ত হন, অমনি তিনি আপনাদের মনোবোগকে অন্ধ জারগার সরিয়ে নেন। একটা দৃষ্টান্ত—উত্তরাঙ্কলের শ্রমিকদের অবস্থার কথা তিনি একবারও উল্লেখ করেননি। তা করবেন কেন? হয়ত তিনি জানেনই না যে, নিউ ইংলণ্ডের কাপড়ের কলে আজ হাজার হাজার পুরুষ এবং মেয়ে শ্রমিক ধর্মঘটের সম্মুখীন কেন তারা এই ধর্মঘট করছে? কেননা, ঐ “স্বাধীন” নাগরিকেরা কারখানাতে জানোয়ারের মত সেই ভোর থেকে রাত্রি পর্বত—দিনে চৌক ঘন্টা করে ঘাটতে বাধ্য! তারা পূর্বের দুখ পর্বত দেখতে পায় না। সারাদিনের হাড়তাতা বাঁহুনির পর এইসব অর্বনয়, অর্বভূজ শ্রমিক কোথায় গিয়ে ঢোকে?—জন্ত জানোয়ারেও যে-রকম গর্তে থাকতে পারে না, সেই রকম গর্তে। এ কি ধরণের স্বাধীনতা! ম্যাসাচুসেট্‌স্—এর অবস্থার কথা মিস্টার লিঙ্কন যদি নাও শুনে থাকেন, আমাদের

এই ইলিনয় রাজ্যে সেন্টাল রেলরোডে যে একটি চাকাও ঘুরছেন, সে-ঘটনা তাঁর নজর এড়াল কি করে? সেখানেও প্রমিকেরা ধর্মঘট করছে। কারণ? তারাও বাঁচবার মত মজুরী দাবি করছে। সারা উত্তরাঞ্চল জুড়ে এই একই ব্যাপার চলছে। ক্ষুধার্ত নরনারী অশান্তির সৃষ্টি করে রাস্তার ওপর দিয়ে মিছিল করে চলেছে। কেননা, তারা এমন যাইনে পায়না, যাতে করে তাদের বাচ্চাদের হাড়ের ওপর চামড়া ঢাকা থাকতে পারে। এ কি ধরনের স্বাধীনতা, কি ধরনের সাম্য? মিস্টার লিখন বার বার লাভজর ও অপরাপর দাসপ্রথাবিরোধীর হুক্তির পুনরাবৃত্তি করেন : বলেন যে, “স্বাধীনতার ঘোষণা” সকল মানুষকে সমান ও স্বাধীন বলেছে বলে নিগ্রোদেরও সমান অধিকার দান করেছে। কিন্তু আমাদের সর্বোচ্চ ধর্মাদিকরণ স্পষ্ট ভাবায় বলেছেন যে, এ-কথা সত্য নয়। “ড্রেডলকট মামলা”র রায়ে নিগ্রোরা উচ্চতর জাতির ক্রীতদাস হিসেবে নিম্নতর জাতি বলে সাব্যস্ত হয়েছে এবং সেই কারণে তারা অপর সকল সম্পত্তির মতো আমাদের সম্পত্তি বলেই পরিগণিত। কিন্তু মিস্টার লিখন সুপ্রীম কোর্টের সংবিধানগত ক্রমতা নিয়ে তর্ক করেন। যদিও তিনি মুখে কিছু বলেন নি, তবু উনি বিশ্বাস করেন, “ড্রেডলকট মামলা”র রায় অস্তায় এবং জনমতের দ্বারা এই রায়কে বাতিল করতে হবে। মিস্টার লিখন একজন আইন ব্যবসায়ী এবং আমার মনে হয়, সেইজন্মেই উনি বেশ ভালোভাবেই জানেন, সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ওপর জনসাধারণের অনাস্থা আনবার চেষ্টা করে তিনি বিল্লোহকে জাগিয়ে তুলছেন। তিনি লোকজনকে এমনভাবে উত্তেজিত করছেন, যাতে তারা আইন-মুখলা অমান্ত করে পশুশক্তির আশ্রয় নেয়। উনি তাইয়ে তাইয়ে বগড়া বাধাতে চাইছেন! এব পরিণাম একটি মাজই হতে পারে—রাজ্যে রাজ্যে যুদ্ধ! “ড্রেডলকট মামলা”র রায় সন্মুখে তিনি আমার মতামত ব্যক্ত করতে বলেছেন এবং আমি কোনো রকম দ্বিধা না করে জবাবে বলছি, “আমি সুপ্রীম কোর্টের রায়কে দেশের আইন বলে মনে করি এবং আমি তা মেনে চলতে চাই।” ষাঁরা “বিভিন্ন জাতির মধ্যে

সাম্য^১ বলে চীৎকার করেন, ধারা নিগ্রোদের জোট দিতে, তাদের সঙ্গে বেতে-জতে, তাদের বিয়ে করতে আমাদের পরামর্শ দেন, তাঁদের উন্নত প্রকাশের দ্বারা আমি আমার মত থেকে একটুও টলব না। আমি আরও বলব,—প্রতিবেশী রাজ্য সৃষ্টি চিন্তা না করি প্রত্যেক রাজ্য নিজের চরকার তেল দিক; আমরা যদি এই রীতি ঘেনে চলি, তাহ'লে মিস্টার লিঙ্কন দেখতে পাবেন, আমাদের এই মহান দেশ মুক্ত অকল এবং ক্রীতদাস অকল—এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়েও চিরকাল টিকে থাকবে। আমরা যেমনভাবে চলছি, তেমনি ভাবেই আমরা আমাদের সম্পদ, জনসংখ্যা ও শক্তিকে বাড়িয়ে তুলে একদিন পৃথিবীর বিশ্ব ও ভীতির কারণ হয়ে উঠব। (তিনি প্রোতাদের দিকে রাগতভাবে তাকাবার পরে ফিরলেন এবং কপালটা মুখে নিয়ে ব'সে পড়লেন)

‘মিনিয়ান : (উঠে) মিস্টার লিঙ্কন !

(এব তার সংক্ষিপ্ত লেখাগুলির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল এবং হুগোটা খুলে কলেতার মধ্যে লেখা কাগজগুলো রাখল। পরে ধীরে ধীরে উঠে সামনে এসিয়ে এল এবং শাস্তকণ্ঠে আবেগপূর্ণ ভাবে বলতে লাগল)

এব : বিচারপতি ডগলাস ছুরি সম্পর্কে আমার নিখুঁততার প্রশংসা করেছেন। এর জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমাকে স্বীকার করতেই হবে, ঐ অস্ত্রটি দিয়ে আমি বা করতে পারি, উনি তার থেকে অনেক বেশী করতে পারেন। উনি একসঙ্গে দশটা ছুরিকে শূন্যে ছুঁড়ে খেলা দেখাতে পারেন। সোঁতাগ্যক্রমে তিনি এত উদ্ভাব খেলোয়াড় যে, তাঁর কোনো ছুরিই পড়ে গিয়ে কাউকে আঘাত করবে না। জজ সাহেব দক্ষিণাকলের দাসপ্রথাকে কমা করতে পারেন, কিন্তু উত্তরাফলে সেই দাসপ্রথারই প্রসারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিনি মুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বানাত্মক এবং অজ-রাজ্য সমূহের স্বাধীন অধিকারকে একই নিঃশ্বাসে সমর্থন করেন। ওঁর ব্যাশার মধ্যে কেঁদোটির এক তরঙ্গ মহিলার কথা আমার মনে পড়ে গেল। তিনি একদিন তাঁর কুটির থেকে বেরিয়ে দেখেন, তাঁর স্বামী এক

তীর্থ ভাঙ্কুর সঙ্গে গড়াই করছেন। ভাঙ্কুটাই জিতছিল। স্বামী স্ত্রীকে ডেকে বললেন, “ভগবানের দোহাই আমাকে একটু সাহায্য কর।” স্ত্রী বললেন, আমি কি করতে পারি! স্বামী বললেন, “তুমি অন্ততঃ আমাকে উৎসাহ দেবার মত কিছু বল।” কিন্তু মনে হ’ল, স্ত্রী ঐ দম্ভবুদ্ধে কারুরই পক্ষ সমর্থন করতে নারাজ। তাই তিনি চীৎকার শুরু করে দিলেন, “লড়ে যাও, স্বামী—লড়ে যাও ভাঙ্কু।” বারা নিম্নোদের ভোট দিতে বা তাদের সঙ্গে যেতে শুতে বা তাদের বিরুদ্ধে করতে পরামর্শ দেয়, আপনারা তাদের কথা জজসাহেবকে বলতে শুনলেন। উনি আমাকে উদ্দেশ্য করে এ-কথা বলেছেন কিনা, তা আমি জানিনা। বহি তা তিনি করে থাকেন, তাহ’লে আমি বলতে পারি, একজন কৃষ্ণাঙ্গ স্ত্রীলোককে ক্রীতদাসী হিসেবে না চাওয়ার মানে এই নয় যে, আমি তাকে আমার স্ত্রীরূপে চাই। আমি ও দুইয়ের কোনো হিসেবেই তাকে চাইনা—সে যেমন আছে, তেমনি থাক। কয়েকটা বিষয়ে সে নিশ্চয়ই আমার সমান নয়, যেমন আমিও কয়েকটা বিষয়ে জজসাহেবের সমান নই। কিন্তু তাঁর ঘোপার্জিত ঋণট খাবার যে জন্মগত অধিকার, সে-বিষয়ে সে আমার এবং আর সকলেরই সমান। সে তা’ থাকে কিনা, এ-কথা অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করবার অপেক্ষার থাকবে কেন? নিম্নোদের সঙ্গে শোওয়ার কথা যখন তুলেইছেন, তখন জজসাহেব জেনে রাখুন, যেসব রাজ্যে ক্রীতদাসপ্রথা চালু রয়েছে, সেইসব রাজ্যে চার লাখেরও বেশী মিশ্রিত রক্তের ছেলের জন্ম হয়েছে—এবং দাসপ্রথার বিরোধী লোকদের ঔরসজাত ছেলে তার মধ্যে আছে ব’লে আমার মনে হয় না। “দাসপ্রথার বিরোধী” কথাটার আমার নিউ ইংল্যান্ডের কথা মনে পড়ল—এই নিউ ইংল্যান্ডের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আমি বিচারপতি ডগলাসের অবগতির জন্তে বলছি, আমি সেখানে গেছি এবং কারখানা নামক সেই আনন্দহীন বন্দীশালাগুলিকে আমি স্বচক্ষে দেখেছি—শ্রমিকদের রাজির অন্ধকারে নীরবে বাড়ী কিরতেও দেখেছি। ঐ কারখানাগুলিতে কালো ক্রীতদাসেরা যে তুলে

বাছাই করে, তাই থেকেই সাদা চামড়ার শ্রমিকেরা কাপড় তৈরী করে। এবং এই ক্রীতদাস থেকে সাদা চামড়ার শ্রমিকদের তকাত্ত মাত্র দিন পঞ্চাশ সেক্টের। এই রকম অবস্থা থাকতে আমেরিকান হিসেবে আমি নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করতে পারি না। কিন্তু আমেরিকান হিসেবেই আমি জিজ্ঞেস করি, উত্তরাঞ্চলের ধর্মঘটা কোনো শ্রমিক কি দক্ষিণাঞ্চলের কোন ক্রীতদাসের সঙ্গে অবস্থা পরিবর্তনে রাজী আছেন? এবং আমেরিকান হিসেবে আমি বলতে পারি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমরা এমন একটা শাসনব্যবস্থার মধ্যে বাস করছি, যেখানে মালিকের ধর্মঘট করবার অধিকার আছে। আমি শ্রমিকদের বিক্ষোভ করবার জন্য উত্তেজিত করছি না। আমার তা' করার দরকারও নেই। যারা এদেশে বাস করে, তারা এই এ-দেশের মালিক। বর্তমান শাসন-ব্যবস্থাকে যদি তাদের ভালো না লাগে, তারা তার পরিবর্তন দাবি করতে পারে কিংবা তার পতন ঘটানোর অধিকারও তাদের আছে। আমাদের দেশ বীরা গড়েছেন, তাঁরা আমাদের যদি কিছু দিয়ে থাকেন, তাহ'লে তা এই অধিকার। আমি সুপ্রীম কোর্টের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করবার পরামর্শ দিচ্ছি না। আমি মাত্র বলতে চাই যে, মালিকের মীমাংসাতে প্রায়ই ভুল হয়—এবং সুপ্রীম কোর্ট তা' জন করে মালিককে নিয়েই তৈরী এবং তাঁদের মধ্যে বেলীর ভাগই এসেছেন দক্ষিণাঞ্চলের বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী থেকে। যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত রাজ্যে নিগ্রোদের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা—কেবল সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করাই “ড্রেড ফট হামলা”র রায়ের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ হচ্ছে সম্পত্তির অধিকারের সঙ্গে মানবিক অধিকারের পুরণো সংগ্রাম।—দুটি মৌলিক তত্ত্বের মধ্যে আবহমান কালের দ্বন্দ্ব। একটি হচ্ছে সমগ্র মানবসমাজের সাধারণ অধিকার, আর অপরটি হচ্ছে “ভগবানদত্ত” রাজকীয় ক্ষমতার অধিকার। শেষেরটি হচ্ছে সেই মনোবৃত্তি, বা বলে, “ভূমি পরিচর্য করে কৃষ্টি উপার্জন কর এবং আমি তা খাব”। এই কথাগুলি কোম রাজার মুখ থেকেই বার হ'ক, যিনি তাঁর প্রজার প্রবের কল ভোগ করে থাকেন, বা কোনো

জাতির দুখ থেকেই বার হ'ক, যারা অপর কোনো জাতিকে ক্রীতদাস রাখতে চায়—এটা আসলে হচ্ছে চণ্ডনীতি। জাতি হিসাবে আমরা গোড়াতেই বলেছি, “সকল মানুষই জন্মহুত্রে সমান।” স্বাধীনতার ঘোষণা-পত্রে এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রমের উল্লেখ নেই। কিন্তু বর্তমানে আমরা এই নিয়মটির এই পাঠ গ্রহণ করেছি: “নিগ্রো ছাড়া সকল মানুষই জন্মহুত্রে সমান।” যদি আমরা এই পাঠ গ্রহণ করি, তাহ'লে তবিলম্বে,—

“নিগ্রো, বিদেশী, আমাদের ধর্ম ছাড়া অপর ধর্মাবলম্বী লোক, এবং—গরীব লোক ছাড়া সকল মানুষই জন্মহুত্রে সমান,” এমন ঘোষণা যে আমরা করবনা, সে-কথার নিশ্চয়তা কি? যারা দাসপ্রথা কে জীইয়ে রাখতে চান, তাঁরা আমাদের এই সিদ্ধান্তের দিকেই নিয়ে যাবেন। উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলের বহু ক্ষত্র নাগরিকই জঙ্গসাহেবের সঙ্গে একমত হয়ে বলবেন যে, গোলমাংসকে খুঁচিয়ে তুলোনা, “প্রত্যেক অঙ্গ রাজ্য নিজের চরকার তেল দিক্”—এই সিদ্ধান্তই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। এখন এইটেই নিরাপদ পন্থা। কিন্তু আমি পরামর্শ দেব—সাবধান হ'তে। যখন তুমি তোমারই তাইয়ের যথ্যে কাউকে ক্রীতদাস করেছ, তাকে মানুষের থেকে ছোট করেছ, তার মানবিক মর্যাদার দাবিকে স্বীকার করনি, তাকে জীবজন্তুর সান্নিধ্য ক'রে তুলেছ, তখন যে-মানব তোমারই সৃষ্টি, সেই যে একদিন তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তোমাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবেনা, এমন কথা কে বলবে? স্বাধীনতার অর্থের পরিবর্তন সূত্র করবার আগে তোমার নিজের ওপর তার প্রতিক্রিয়া কি হবে, সে সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত। আমি বুদ্ধ বাধাবার পরামর্শ দিচ্ছি না। এখন এবং বর্তমানে আমি বাঁচব, ততদিন, আমি বা করবার চেষ্টা করব, তা হচ্ছে—আমাদের গণতন্ত্রের মূলে যে গুণাবলী আছে, বা আমাদের বড়ো করেছে এবং আরো বড়ো করতে পারে, সেই-ভঙ্গিকেই আপনারা দেখে কাছাকাছি বলা এবং ক্রমাগত বলা। আমার আশঙ্কা, এই গুণাবলী এখন বিশেষের সম্মুখীন হয়েছে—যাঁরা সুরক্ষা

তাবে দাসপ্রথাকে বিশ্বাস করেন, মাত্র তাঁরাই নয়, বীরা বিচারশক্তি উগলাসের মত “বা আছে, তা থাকতে দাও” বলে ক্রমাগত চীৎকার করছেন, তাঁরাই বেশী করে এই বিশদ বাড়িরে ছুঁলেছেন। এ হচ্ছে অক্লান্তের প্রতি পিছু কিয়ে থাকার নীতি এবং এই নীতিকে আমি দৃশ্য করি। দাসপ্রথা অস্বাভাবিক বলেই আমি একে দৃশ্য করি; জগতের ওপর আমাদের দেশের জায়সভ্যত প্রভাবকে দুর্বল করে দেয় বলে আমি একে দৃশ্য করি। এর ফলে, সর্বত্র স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সমিতিগুলির শত্রুতা আমাদের দিকে চেয়ে হাসবে, স্বাধীনতার বার্থ বন্ধুরা আমাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবে। এই অভ্যাস পছন্দ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের সত্য অঙ্গীকারকে অস্বীকার করে এবং স্বার্থান্বেষণ ছাড়া কোনো বার্থ কর্মপন্থা নেই, এই কথা বারংবার বিঘোষিত করে আমাদের মধ্যে বহু ভালো লোককে নাগরিক স্বাধীনতার ভিত্তি-প্রস্তর স্বরূপ সত্যের বিরুদ্ধে প্রকৃত্ত বুদ্ধে প্ররোচিত করছে বলেই বিশেষ করে আমি একে দৃশ্য করি। জজ সাহেব তাঁর বক্তৃতার উপসংহারে বলেছেন, আমরা “পৃথিবীর ভীতি স্বরূপ” হতে পারি। আমার মনে হয়না যে, আমরা তা হতে চাই। আমার মনে হয়, আমরা বরং পৃথিবীর আলো হাওয়া পছন্দ করব। কিন্তু আমরা যতক্ষণ না পৃথিবীকে দেখাতে পারছি যে, আমরা একটি জাতিরূপে বাস করে উন্নত হতে পারি, ততক্ষণ আমরা পৃথিবীর আলো হতে পারি না। এবং যদি এই অল্প রাজ্যগুলি সম্ভবত থাকতে না পারে, তাহলে আমরা নিশ্চয়ই একটি জাতিরূপে বাস করে উন্নতি সাধন করতে পারিনা। এক সম্প্রদায় থেকে আর এক সম্প্রদায়, এক জাতি থেকে আর এক জাতি, এক শ্রেণী থেকে আর এক শ্রেণীর মধ্যে স্বাধীনতার অর্থের পার্থক্য হতে পারে না। “আত্মকলহে সংসার টেকে না”। অর্থেক ক্রীতদাস, আর অর্থেক স্বাধীন নাগরিক নিয়ে এই রাষ্ট্র স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনা। (এব কিয়ে নিজের আসনের দিকে গেল)

(পর্দা বন্ধ হ'ল)

[অবসর দৃশ্য শেষ]

তৃতীয় অঙ্ক—দশম দৃশ্য

[এডওয়ার্ডসনের বাড়ীর বসবার ঘর—এখন দিগ্‌সেরা এই ঘর ব্যবহার করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালের গোড়ার দিকে একদিন বিকেল বেলা।]

ডান দিকের কোচে এসে বসে আছে—কোলে তার সাত বছরের ছেলে ট্যাড। তার পাশে বসে আছে তার-ন' বছর বয়সের ছেলে উইলি। হার্ডিওর হাত সতেরো বছর বয়স বড় ছেলে রবার্ট আদলার কাছে বসে বেশ বিজ্ঞের মত পাইপ টানছে, আর এল ছেলেকের বে-গর বলছে, তাই শুদ্ধছে। মোহুতা স্পীড বীদিকে বসে আছে।]

এব : রাস্তাগুলো তখন খুব ভালো ছিলনা, সে কথা মনে রেখো, ট্যাড। আসলে সেগুলো ছিল মাহু চ'লে চ'লে ধে-পথ তৈরী হয়ে যায়, তাই। অঙ্ককারের মধ্যে পথ খুঁজে পাওয়ারই ছিল ছুফর !

উইলি : খুব ভর পেয়ে গিয়েছিলে ?

এব : হ্যাঁ, খুব ভর পেয়ে গিয়েছিলুম। আমার ভর হচ্ছিল, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি, আর ছেলেটা মরে বাবে—আমারই দোষে ছেলেটা মরে বাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি ডাক্তারকে খুঁজে পেরেছিলুম, আর তখনই তাকে আমার সঙ্গে টেনে নিয়ে গিয়েছিলুম।

উইলি : ছেলেটা মারা গিয়েছিল ?

এব : না, উইলি ; সে মারা যায়নি। তবে অল্প তখন তার খুবই বাড়াবাড়ি। ডাক্তার তাকে অনেক গুৰু খেতে দিলে।

ট্যাড : খেতে খুব খারাপ, বাবা ?

এব : মনে ত' হয়, ঝাঝপাই বেতে ছিল। তবে এই ওয়ুথ খেয়েই সে ভাল হ'ল। আমার আর ঐ চমৎকার লোকগুলোর সঙ্গে দেখা হয়নি, তবে তাদের কাছ থেকে খবর আমি পেয়েছি। ঐ ছোট ছেলেরি ভবন তোমারই বয়সী ছিল, ট্যাড; কিন্তু এখন সে একজন জোয়ান লোক—তার ছেলেই এখন তোমার মত বড়। এখন সে একটা প্রকাণ্ড বড় আবারে থাকে—আবারটা একটা উপত্যকার,—বরফমোড়া পাহাড়ের চূড়ো থেকে সোজা নেমে এসেছে একটা নদী সেই উপত্যকার।
(মেরীর প্রবেশ)

মেরী : রবার্ট, তুমি আমার বসবার ঘরে পাইপ খাচ্ছ ?

রবার্ট : (দীর্ঘশ্বাস কলে) হ্যাঁ, মা।
(সে উঠল)

মেরী : আমার বসবার ঘরে, এমন কি আমার বাড়ীর কোথাও আমি কাউকে ধূমপান করতে দেব না, এ-কথা আমি তোমায় বলেছি এবং আমি চাই যে,.....

এব : দেখ মেরী, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে-পড়া ছেলের মান রেখে কথা কইতে হয়,—বব, পাইপ নিয়ে বাইরে যাও।

রবার্ট : যাবছি, বাবা।

মেরী : দ্বিতীয় বার আর এ-জিনিষ হবেনা !

রবার্ট : না, মা।
(সে বেরিয়ে গেল)

এব : এককালের জানাশোনা লোকদের গল্প বলছিলেন ছেলেরের।

মেরী : ছেলেরা, রাতের খাবারের জন্তে তৈরী হও।
(ছেলেরা খাবার জন্তে উঠে দাঁড়াল)

উইলি : তারপর কি হ'ল, বাবা ?

এব : কিছু না। তার পর সকলেই সুখে বাস করতে লাগল। এখন
বোঁড় দাও।

(উইলি ও ট্যাড ছুটে বেরিয়ে গেল)

জস্ : এখন ক'টা বেজেছে, মেরী ?

মেরী : প্রায় সাড়ে চারটে।

(পাইলের ঘোঁরা বার করে দেবার জন্তে সে পর্দাগুলো নাড়ছে)

জস্ : এব, এখন সাড়ে চারটে বেজেছে। সেই লোকগুলো যে-কোনো
সময় এসে পড়তে পারে।

এব : (উঠে) হ্যা, তাইতো !

মেরী : (এবের দিকে তড়িৎ গতিতে করে) কোন্ লোকগুলো ?

এব : পূর্বাঞ্চল থেকে কতকগুলো লোক। তাদের একজন হচ্ছে
রাজনৈতিক নেতা—নাম জিমিন—একজনের নাম মিস্টার
স্টার্ডেসন—তিনি একজন শিল্পপতি আর একজন.....

মেরী : (চমৎকৃতভাবে) হেনরী, ডি, স্টার্ডেসন ?

এব : হ্যা, উনিই—আর বস্টনের ধর্মবাজক ডঃ ব্যারিক

মেরী : (তীব্রভাবে) এখানে তাঁরা আসছেন কেন ?

এব : ঠিক বলতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে, হুস্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট
পদের জন্তে আমি যোগ্য লোক কিনা, সেইটেই সম্ভবতঃ বাজিয়ে
দেখতে,

(কিছুক্ষণের জন্তে মেরী কথাই কইতে পারল না)

বোধ হয়, ওরা দেখতে চায়, আমরা এখনও কার্টের ঝুড়ির তৈরী
বাড়ীতে বাস করি কি না, তক্তাপোষের তলায় শ্রীর রাখা থাকে
কি না...

মেরী : (রাগতভাবে) আর এই কথা তুমি আমাকে বলোনি !

এব : আমি ভুলে গিয়েছিলাম—আমি হুঃষিত, মেরী !

মেয়ী : আমার বাড়ীর দরজা দিয়ে আজ পর্বন্ত যত অতিথি চুকেছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অতিথিরা আজ আসছেন—আর সেই কথাই তুমি আমাকে বলতে ভুলে গেলে !

এব : অতিথি নয়—তারা এখানে আসছে কাজের জন্তে ।

মেয়ী : (ভিত্তহুয়ে) হাঁ, তবে আমার মতে, খুব দরকারী কাজের জন্তে । আমরা যেমন আছি, তেমনি তারা আমাদের দেখতে চায়—অসত্য, অশিক্ষিত, পশ্চিমা—এমন বাড়ীতে থাকে, যেখানে চকিশ ঘণ্টা ভাষাকের গন্ধ বেরোয় ।

এব : আমরা ওদের বুঝিয়ে দিতে পারি যে, আমাদের এক ছেলে হার্ডার্ভে পড়ে ।

মেয়ী : ওঃ, যদি আমি আগে থাকতে জানতে পারতুম ! যদি একটুখানি সময় দিতে তৈরী হয়ে নেবার জন্তে ! তোমার সবচেয়ে ভালো স্মার্টটা পরনি কে ?—আর ঐ বীভৎস পুরণো জুতো জোড়া !.....

এব : মেয়ী, আমি—আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম.....

মেয়ী : এরাহাম লিফন, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি তোমার স্ত্রী না হয়ে যদি তোমার কীতলাসী হতুম, তাহলে তুমি আমার প্রতি বেশী বিচার-বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার করতেন। একটা দুহুর্ভের জন্তেও কখনো তুমি চিন্তা করনি যে, আমরা দু'জনে যে জীবন বাপন করি, তার সম্বন্ধে আমারও কিছু স্বার্থ বা উদ্বেগ থাকতে পারে ।

এব : জুতো জোড়া একটু পরিষ্কার করে নিইগে, মেয়ী ।

(এই বেমনাকর আলোচনা থেকে সরে যেতে পেয়ে সে খুশী হ'ল ।
মেয়ী তার বাগরার দিকে তাকাল । অশ্রুসংবরণের চেষ্টায় সে বলল)

মেয়ী : (ভিত্তভাবে) আগাগোড়া তুমি সমস্তই দেখেছ, জোহুয়া স্পীড । যখন ও আমাকে বিয়ে করতে চাইল, ওর হৃদয়ের পরিবর্তন, আবার পুনঃ পরিবর্তন এবং তার পর থেকে আমাদের মিলিত জীবন—

আঠারো বছরের এতোকটি ঘটনাই তুমি জান। আর সকলের মত তুমিও হয়ত' ভাব, আমি একটি ষাণ্ডার ঘেরে—ওর আত্মাকে আমি ঘেরে ফেলবার চেষ্টা করেছি, আর ওকে টেনে নামিয়েছি আমার নিজের স্তরে.....

জন্ম : (উঠে ওর কাছে গেল) না, মেরী, আমি তা ভাবি না। মনে রেখো, আমিও এব-কে চিনি।

মেরী : এব-এর মত আর একটা লোক হ'তে পারে না। বারা পৃথিবীতে বড়ো হয়েছে, তাদের স হচ্ছে আমি পড়েছি। তাদের সবাইকে এক একটি ধাপ—এক এক ইকি উঠতে হয়েছে লড়াই ক'রে—শত্রুদের সঙ্গে লড়াই, এমন কি তাদের নিজের বন্ধুদের সঙ্গে বোঝাপড়ার অভাব নিয়ে লড়াই। কিন্তু ওকে তা' কখনই করতে হয়নি। ওর কখনো কোনো শত্রু হয়নি; আর ওর প্রতিটি বন্ধুর ওর ওপর পুরো আস্থা আছে। ওকে দেখবার আগেই আমার কানে এসেছিল, ওর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জল, আর ওকে একদিন দেখবার পরই সে হচ্ছে আমি নিঃসন্দেহ হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ও' নিজে এটা বিশ্বাস করত না, কিংবা যদিও হয়ত' ভেতরে ভেতরে করত, এই ভবিষ্যতের চিন্তা করতে ও এত ভয় পেত যে, এই চিন্তাকে ঘুরে রাখবার জন্তে ও আশ্রাণ চেষ্টা করেছে। ওর মনের মধ্যে একটা কবিতা বাসা বেঁধেছিল—একটি বন্ধুর পার্বত্যাপন, বা দিয়ে গেলে অশেষ ছুঃখে পৌঁছোনো যায়—আর এই কবিতাই ওর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। এতকাল ধ'রে আমি ওকে এই ছুঃখের খেকে জাগাবার বহ চেষ্টা করেছি, কিন্তু প্রস্তরময় উপকূলের গায়ে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে যেমন ভেঙে পড়ে, আমার সব চেষ্টাই তেমনি ব্যর্থ হয়েছে। এখন ওর কাছে, ওর নিজের বাড়ীতে সুযোগ আসছে। কিন্তু এ হচ্ছে আমি কি করতে পারি? ওকে এটা গ্রহণ করতেই হবে। ওর বোঝা উচিত, এই উদ্বেগেই ওর জন্ম। কিন্তু ও তা' আমার কথা শুনবে না। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—এত ক্লান্ত যে, হয়ত' মরে যাব। (ওর চোখে জল এসে পড়ল) ভেবেছিলাম, ওর

বা হওয়া উচিত, তেমনি ভাবে ওকে আমি গ'ড়ে তুলতে পারব,
কিন্তু কিছুই আমি করতে পারিনি—নিজেকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলা
হাড়া—

(ও প্রবল কোতে কাঁদতে লাগল। জস্ ওর পাশে ব'সে ওর
হাতটা টেনে নিল)

জস্ : (নরম স্বরে) আমি সবই জানি, মেরী। তুমি শুধু শুধু নিজেকে দোষ
দিচ্ছ। বিনি সকলের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন, এমন কি বিবৃত-বুদ্ধি
ও পবিত্রমনা লোকেদেরও—সেই ঈশ্বরের হাতেই এব লিঙ্কনের
জীবন।

(এব ফিরে এল)

এব : (তার হুতোর দিকে তাকিয়ে) মেরী, এখন বোধহয় বেশ ভালোই
বেরাচ্ছে, নয়?

(সে মেরীর দিকে তাকাল। মেরী নিজের উচ্ছ্বাস দমন করবার
চেষ্টা করছে)

মেরী : তুমি ভুললোকদের এখানেই অভ্যর্থনা করতে পার। আমি ধাবার
বরে তাঁদের জন্তে কিছু তৈরী করিগে।

(সে বেরিয়ে গেল। এব তার বাগরার দিকে তাকাল—মনে তার
অস্বস্তি। কিছুকণের জন্তে সব চূণচাপ। শেষে এব বললে)

এব : এ লোকগুলোকে খুব সম্ভ্রান্ত ব'লে মনে হচ্ছে।

জস্ : যে-তিনটি রাজ্য সিউয়ার্ড-এর বিপক্ষে ভোট দিতে পারে, তাদের
প্রতিনিধিদের সভায় এদের মতামতই চূড়ান্ত ব'লে গৃহীত হবে।

এব : ধর, ঈশ্বরেরছায় বা তুল ক'রে ওরা আমাকেই মনোনীত করল;
সে-অবস্থায় নির্বাচনে আমার জেতবার কোনো সম্ভাবনা আছে
ব'লে মনে কর?

জস্ : আমার মতে তোমার অপূর্ব সুযোগ আছে। নির্বাচনে চার জন
প্রার্থী পরস্পরের মধ্যে খেপেখেরি করবে, আর সেই সুযোগে অজানা
ঘোড়া আচমকা রাজী জিতে যাবে।

এব : অজানা ঘোড়া বেশেও ত' চলে যেতে পারে ।

জস্ : তোমার সে শুশের ঘাট নেই, এব—তা ছুমি পার । আমিত' তোমার হয়ে কানাকড়িও বাজী ধরবনা ।

এব : (হেসে) আমার মত একটা বুড়ো পরিশ্রান্ত ঘোড়াকে ঘোড়নৌড়ের ঘোড়ার সঙ্গে তুলনা করা নিতান্ত পরিহাসের কথা । তবে আমি অনেকগুলো তেজী সওয়ার পেয়েছি—যেঁদের গ্রোহাম, বাওলিং ষ্ট্রীপ, বিল হার্ডিন, ছুমি আর মেরী—অবশ্য এর মধ্যে সবচেয়ে জবরদস্ত হচ্ছে মেরী ।

জস্ : (এবের দিকে তাকিয়ে) আর তারা তোমার ওপর সওয়ার হয়ে নেই, এব—তাদের কাজ ফুরিয়েছে । যখন ছুমি শেষ পর্বত দেখলে যে, ছুমি বেচারী ক্ষুদে ডগলাস-এর সঙ্গে বাজীতে ঘোঁড়াম, তখন ছুমি সকলকেই এক ঝটকায় কেলে গিয়ে বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে গেলে । ছুমি যদি স্থির কর'বে, ছুমি আবার দৌড়বে, তাহ'লে ঐ জিনিবের পুনরাবুত্তি আবার হ'তে পারে । —অবশ্য ছুমি হয়ত' আর দৌড়তেই চাইবেনা ।—

(মরজার ঘটা বেজে উঠল । জস্ উঠে ঝাঁড়াল)

এব : মনে হচ্ছে, ঊরাহ এলেন ।

জস্ : আমি বাই, দেখিগে, যদি মেরীকে কিছু সাহায্য করতে পারি ।

(মরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরল এবং এব-এর দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলল) একটা কথা তোমাকে মনে করিয়ে দি', এব—আমাদের এই দেশে অস্বস্তি: তিন কোটি লোকের বাস—তাদের মধ্যে অধিকাংশই তোমার মত সাধারণ মানুষ । তারা আজ ভীষণ বিপদের মধ্যে বাস করছে—তাদের এমন লোকের দরকার, যে তোমার মত তাদের বুঝতে পারে । সেইজন্তে এই তত্ত্বলোকেরা এলে তাঁদের সঙ্গে যতটা সম্ভব ভালো ব্যবহার করো ।

(এব হাসল)

অবশ্য তোমাকে স্থপরিষদ দেওয়া কথা ।

(জন্ম বেরিয়ে গেল। একটি পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিতে স্টার্টেসন, ব্যারিক ও ক্রিমিন ঢুকল। স্টার্টেসন বয়স্ক এবং ধনী। ব্যারিক একজন ধর্মবাজক ; সে আন্তে আন্তে অত্যন্ত মর্খাদার সঙ্গে কথা বলে। ক্রিমিন হচ্ছে একজন বৃদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ—রসিকতার জন্তে বিখ্যাত)

এব : সোজা চলে আছেন আপনারা। আপনাকে আবার দেখে খুশী হলুম, মিস্টার ক্রিমিন।
(তারা করমর্দন করল)

ক্রিমিন : কেমন আছেন, মিস্টার লিঙ্কন। ইনি হচ্ছেন বস্টনের ডক্টার ব্যারিক, আর ইনি ফিলাডেলফিয়ার মিস্টার স্টার্টেসন।

ডঃ ব্যারিক : মিস্টার লিঙ্কন।

স্টার্টেসন : আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করছি, মিস্টার লিঙ্কন।

লিঙ্কন : ধন্তবাদ। আপনারা বসুন।

স্টার্টেসন : ধন্তবাদ।
(তাঁরা বসলেন)

ক্রিমিন : আমি ধূমপান করলে মিসেস লিঙ্কন কি খুব বেশী আপত্তি করবেন ?

লিঙ্কন : আপনি ধূমপান করুন। মিসেস লিঙ্কন আপনাদের অত্যাধনা করবার জন্তে উপস্থিত নেই বলে আমি হুঃখিত। তবে তিনি সিগারেটই আসছেন।
(সে বসল)

ব্যারিক : (গাঙ্গুীধসহকারে) আমি মিসেস লিঙ্কনের সঙ্গে দেখা করবার জন্তে উদ্ভ্রীত। আমি মনে করি, আপনার মত পদস্থ ব্যক্তির জীবনে জীব দাম অনেকখানি।

এব : (হেসে নত হ'য়ে) বুঝলুম যে আপনারা এই বুনা পশ্চিমা রাজনীতিককে সস্ত্রীক তার ঘরোয়া জীবনের মধ্যে বাচাই করে দেখতে চান।

স্টার্ভেসন : একথা গোপন নেই যে, আমরা একজন প্রার্থী চাই—এমন প্রার্থী, যিনি শক্ত, রক্ষণশীল, নিরাপদ এবং এমন চতুর যে, আসছে নির্বাচন-বৃদ্ধে যে-সব বড় বড় প্রশ্ন উঠবে, সেগুলোকে আলতো করে ছুঁয়ে চলে যেতে পারবেন। আপনার বন্ধুরা—এবং সারা দেশে এমন বন্ধু আপনার বহু আছে, ধারা—বিশ্বাস করেন যে, আপনিই হচ্ছেন, সেই লোক।

এব : দেখুন, মিস্টার স্টার্ভেসন, আমি আপনাকে এইটুকু বলতে পারি যে, পঁচিশ বছর আগে নিউ সালেমে আমি যখন প্রথম রাজনীতিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে মনস্থ করি, তখনই আমি আমার বন্ধুদের বেশ ভালো করেই জানিয়ে দিয়েছিলুম যে, আমি একজন রক্ষণশীল। আজ পর্যন্ত কোনো দিকে একটুও না এগিয়ে আমি সে-কথা প্রমাণ করেছি।

ব্যারিক : (হেসে) তাহলে আপনি স্বীকার করেন যে, ধাকে আমরা চাই, আপনি সেই লোক ?

এব : ডক্টর ব্যারিক, অত্যন্ত পর্যন্ত আশ্ব-প্রশংসায় এগিয়ে যেতে আমি পারব না। বিশেষ মিস্টার সিউয়ার্ডের মত একজন রাজনীতিক এবং ভুল্ললোককে মনোনীত করাটাও যখন আপনার হাতে। আমার মনে হয়, তিনি শুধু সম্মতই হবেন না, প্রস্তুতও রয়েছেন।

স্টার্ভেসন : হ'তে পারে। কিন্তু আপনি জানবেন, আপনার গুণাগুণ বিচারের ক্ষেত্রে এ পরীক্ষা নয়। আমরা শুধু আপনাকে একটু ভালো করে জানতে চাইছি, সাধারণ ভাবে অর্থনীতি, ধর্ম এবং জাতীয় বিষয়ে আপনার বিশ্বাস সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে আরও একটু পরিষ্কার করতে চাই। প্রথমেই, একটা আলোচনা-সভায় সেনেটর ডগলাস যখন উত্তরাঞ্চলের শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেছিলেন, আপনি তখন তার উত্তরে, অত্যন্ত চতুরভাবে দক্ষিণাঞ্চলের দাসপ্রথা নিয়ে.....

এব : হাঁ, হাঁ, ঘটনাটা আমার মনে আছে। জবাবে আমি বলেছিলুম,

মুক্তাকলে শ্রমিকদের যে ধর্মঘট করবার অধিকার আছে, তার জন্তে আমি রুতজ। কিন্তু এর মধ্যেও কোনো চালাকি ছিল না, মিস্টার স্টার্ডেসন। এত' নিছক সত্য কথা।

স্টার্ডেসন : কিন্তু এরই জন্তে আপনি শ্রমিক শ্রেণীর কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন লাভ করেছেন এবং এটা ভালই। কিন্তু অপর দিকে আপনার বক্তৃতা আমার মত ব্যবসায়ীদের কাছে চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে।

এব : আমি বা বলেছি, তার সঙ্গে আর বিন্দুমাত্র যোগ দিতে পারিনা। আমি তো পরিষ্কার বুঝি যে, কর্তৃপক্ষের অন্তায়ের বিরুদ্ধে, দরকার হ'লে, বলপ্রয়োগ ক'রেও প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা শ্রমিকদের আছে ; এই স্বীকৃতির ওপর আমাদের জাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
(ব্যারিকের দিকে ফিরল) “বল” পাটি—ও এক ধরনের ধর্মঘট। আমাদের যে বিপ্লব, তা'ওতো ধর্মঘট

স্টার্ডেসন : এ সবই খাটি সত্য। কিন্তু বিপ্লবের দিন তো গত হয়েছে। এখন আমরা শিল্পপ্রসারের যুগে এসে পড়েছি—বস্ত্রের সাহায্যে সব রকম দ্রব্য সামগ্রীর বহুল উৎপাদন—রেলের লাইন, মহাদেশ জুড়ে টেলিগ্রাফ লাইন—সমস্তই বে—সরকারী প্রচেষ্টার ফল। এই সুবৃহৎ কাজে আমাদের অবাধ এবং অটল হাত থাকা দরকার। আমরা খোলাখুলি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, নির্বাচিত হ'লে আপনি কি মূলধনের স্বার্থের ওপরে শ্রমের স্বার্থের স্থান দেবেন ?

এব : সোজাসুজি বা অন্য যে-কোন ভাবেই আমি এখনি এর জবাব দিতে পারিনা। কেননা, নির্বাচিত হ'লে আমি কি করব, তা আমি এখন থেকে বলতে পারছি না।

স্টার্ডেসন : কিন্তু আপনাকে একদিক না একদিকে হুকতেই হবে।

এব : মিস্টার স্টার্ডেসন, আমার মনে হয়, আমি যে দাসপ্রথার বিরোধী, তা আপনি জানেন।

ব্যারিক : নিউ ইংলণ্ডের আমরা আপনার এই বিরোধিতার জন্তে গর্ব অহতব

করি। আমরা আমাদের দক্ষিণাঞ্চলের বন্ধুদের ঐ ব্যাণারে
অমাহবিকতার জন্তে আন্তরিকভাবে বেদনা অহুভব করি।

এব : (ব্যারিকে) কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের নিগ্রোরা বে-দাসত্ব ভোগ
করেন, সে ছাড়াও অল্প ধরনের দাসত্বও আছে। আমি সব রকম
দাসত্বেরই বিরোধী। (সে আবার স্টার্টেসনের দিকে ফিরল)
আমাদের শাসন-প্রণালীর ওপর আমার আস্থা আছে—যে জ্ঞান
এবং উদার শাসনপদ্ধতি সকলের জন্তেই পথ খুলে দেয়—সকলকেই
আশা দেয় এবং সেই কারণে প্রমিত্তিক মালিক নির্বিশেষে সকলকেই
উৎসাহ দিয়ে তাদের অগ্রগতি এবং উন্নতির সহায়ক হয়।

ব্যারিক : মিষ্টার লিঙ্কন, কর্তৃপক্ষের অভ্যাসের বিরুদ্ধে বাহুবের হুজুর করার
যে অধিকারকে আপনি প্রচার করেন, তাকে আমরা সমর্থন করি।
কিন্তু আমি একটা কথা জানতে অত্যন্ত উদ্বেগিত—আপনি কি
এমন একটা কর্তৃত্বকে মানেন, যার কাছে বিনা প্রেরে আহুগত্য
স্বীকার করতে হয় ?

এব : আপনি কি ঈশ্বরের কথা বলছেন ?

ব্যারিক : আজ্ঞে হাঁ।

এব : আমার তো মনে হয়, তাঁর ইচ্ছার কাছে আমার নতি স্বীকার
সম্পর্কে আজ পর্যন্ত কোন সন্দেহের কারণ ঘটেনি।

ব্যারিক : কিন্তু তাঁর বাজক-সম্প্রদায়ের প্রতি আপনার আহুগত্য সম্পর্কে
বথেষ্টই সংশয় আছে বলে মনে হয়।

এব : এটা আমি বুঝি, ডক্টর। আমি বরাবরই কোন বিশেষ ধর্ম-
সম্প্রদায়ের সভ্য হতে অস্বীকার করেছি বলে সকলের ধারণা,
আমি নাস্তিক।

ডাঃ ব্যারিক : আপনি অস্বীকারই বা করেন কেন ?

এব : আমার নিজের উপাসনাধারার উপযোগী কোনো ধর্মসম্প্রদায়

আমি দেখতে পাইনি। ঐ যে বিশ্বাস সংক্রান্ত লম্বা কিরিত্তি, বার ওপর এক একটি সম্ভ্রমায়ের ধর্মীয় ভিত্তি, তাকে আমি সত্যি সত্যিই যেনে নিতে পারিনি। কিন্তু আমি আপনার কাছে অঙ্গীকার করতে পারি, ডঃ ব্যারিক, যে আমি যে-কোনো দিন অত্যন্ত দৃষ্টান্তে যে-কোনো ধর্ম সম্ভ্রমায়ের যোগ দিতে পারি, শুধুমাত্র ঈশ্বরের আইন যেনে চলব এই কথা স্বীকার করলেই যদি তার সভ্য হওয়া যায়। ঈশ্বরের সে আইনটি হচ্ছে—“তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত আত্মা, তোমার সমস্ত মন দিয়ে তোমার ঈশ্বর, প্রভুকে ভালবাস। এবং নিজ জানে তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস।” কিন্তু—আমার এক মিনিটের জন্তে কমা করবেন আপনারা। আমার মনে হচ্ছে, মিসেস লিঙ্কন আমাদের জন্তে কিছু তৈরী করছেন—আমি বেখিগে, যদি তাঁকে কিছু সাহায্য করতে পারি।

ক্রিফিন : নিশ্চয়ই দেখবেন, মিঃ লিঙ্কন।

(এব অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল। ক্রিফিন দরজার দিকে তাকাল এবং পরে অভ্যন্তরের দিকে ফিরল)

তারপর? কি বুঝছেন?

ব্যারিক : অক্লান্ত শিশুহুলত, লোকটির নীতিনিষ্ঠা খুব উচ্চরের। কিন্তু লোকটি নিঃসন্দেহে নাস্তিক।

কোর্ভেসন : আইন এবং শাসনপদ্ধতিতে বড় রকম পরিবর্তনের পক্ষপাতী।

ক্রিফিন : মাগ করবেন, আপনার কথায় আমার হাসি পাচ্ছে।

কোর্ভেসন : হাসতে হয়, হাসো, ক্রিফিন; কিন্তু তত্ত্বলোক বে-ভাবে আমার সোজাশুজি প্রসঙ্গে উড়িয়ে দিলেন, তা আমার ভালো লাগেনি। আমি তোমাদের বলছি, ডগলাসের থেকে বেশী কিছু নীতিনিষ্ঠা ওঁর নেই। উনি লোকদের উত্তেজিত করেন।

ক্রিফিন : হ্যাঁ, তা করেন।

জর্জেসন : লোকটি খুব নিরাপদ নয়।

ক্রিমিন : নিরাপদ নয়? যানে?

জর্জেসন : বা বলুন, তাই। যে-লোক তার সমস্ত সময় এবং মনোযোগ জনসাধারণের অসুখের লাভের জন্তে ব্যয় করে, তার মনোবৃত্তিও ঐ জনসাধারণের মতোই হয়ে পড়ে। সে অশান্তিই প্রচার করে বেড়ায়।

ক্রিমিন : আর সিউয়ার্ড? আমরা তাকে যদি প্রার্থী দাঁড় করাই, সে সঙ্গে সঙ্গে ক্রীতদাসদের মুক্তি দাবী করবে—আর তাহ'লেই ক্ষর হয়ে বাবে অশান্তি। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করুন, অর্থনীতি, ধর্ম বা অন্য বা-কিছুই বলুন, সব দিক দিয়েই এই লিঙ্কন লোকটি নিরাপদ। সব কথা বাদ দিয়ে, আমরা যে-লোকটিকে মনোনীত করব, তার সবচেয়ে বড় কি গুণ থাকে। দরকার ব'লে আমরা মনে করি—অবধারিতভাবে সেটি হচ্ছে সোজাহুজি এই যে, সে যেন বেশী ভোট পেয়ে নির্বাচিত হতে পারে।—আর এই হচ্ছে সেই লোক, যে তা পারে। (সে বেশখোর দিকে দেখান)

জর্জেসন : (হেসে) তোমার কথাই যেন কলে।

ব্যঙ্গিক : আমরা সকলেই তাই চাই।

ক্রিমিন : তাহ'লে ভোটদাতাদের চিরকলে ভোঁতা বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস রাখ—যার ওপর গুরু প্রচুর প্রতিপত্তি। ঐ অসত্য প্রমিতটির মধ্যেই দেখতে পাবে এমন একটি নির্বিরোধী রাজনীতিক যে, সমস্ত চাষী সম্প্রদায়কে বোকা বানিয়ে রেখে দিতে পারে। আপনি বলছেন, ভদ্রলোক আপনার প্রসঙ্গে পাশ কাটিয়ে গেছেন। গেছেন তো বটেই এবং নিপুণভাবে গেছেন। ভদ্রলোককে প্রমিত সমস্তার কথা জিজ্ঞেস করলে উনি জবাব দেবেন, “আমি আমাদের শাসনতন্ত্রের ওপর আস্থা রাখি।” ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মতামত কি জিজ্ঞেস করুন, উনি বলবেন, “নিজ জানে তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাস।” এখন, আপনারা হু'জনের কেউই এ-

ধরনের কথা নিয়ে তর্ক করতে পারবেন না। আমি আপনাদের বলতে পারি, চালোয়া ভোট পাবার সম্ভাবনা আছে, এমন আর কাউকে আমি দেখিনি। ঠর নামই বখেই—এব্রাহাম লিঙ্কন! আবারে খাটি বুড়ো এব! আমরা ঠকে এখন যা করতে বলব, তাই উনি করবেন এবং হোয়াইট হাউসে ঠকে চোকাবার পরেও আমরা যা বলব, তাই উনি নির্বিচারে ক'রে যাবেন।

ব্যারিক : সাবধান কিমিন!

(এব কিরে এল)

এব : আপনারা বসি দয়া করে বাবার ঘরে আসেন, তাহ'লে মিসেস লিঙ্কন আপনাদের এক কাপ ক'রে চা খাওয়াবেন।

ব্যারিক : ধন্তবাদ।

স্টার্টেসন : মিসেস লিঙ্কনের অফিসে।

(স্টার্টেসন এবং ব্যারিক দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন)

এব : আর বাঁরা চাইবেন, তাঁদের অন্তে চায়ের চেয়ে জোরালোও কড়া কিছু হতে পারে।

(স্টার্টেসন এবং ব্যারিক চলে গেলেন। কিমিন তাঁর পাইপটা রাখবার আরগা খুঁজছেন)

এব : আপনার পাইপটা নিয়েই চলুন, মিস্টার কিমিন!

কিমিন : শেষে ধন্তবাদ!

(এব-এর দিকে চেয়ে হেসে তাঁর হাত ধরলেন এবং দুজনে বেরিয়ে গেলেন)

(পর্দা বন্ধ হল)

[দশম দৃশ্য শেষ]

তৃতীয় অঙ্ক—একাদশ দৃশ্য

[ইন্টার ট্রেট হাউসে লিভনের নির্বাচনী-প্রচার কক্ষ। ১৮৩০-এর ৬ই নভেম্বর, নির্বাচন-দিবসের সন্ধ্যা।

বরখানি বড়—একটা লম্বা জানলা রয়েছে পাড়ী-বারান্দার দিকে—ওখান থেকে হাঁটা দেখা যায়। একটা টেবিল খবরের কাগজে, আর খবরের কাগজের এবন্ধে ভর্তি। অনেক চেয়ার রয়েছে।

পেছনের বেওয়ারসে তেলিষ্ট রাজ্যের তালিকা টাঙানো রয়েছে। প্রত্যেক রাজ্যে নির্বাচনী-ভোট কত, তাও লেখা রয়েছে; আর তার পাশে খালি জায়গা রাখা আছে কোন্‌ কেসে কত ভোট কান্দুকুসে পড়ল ইত্যাদি খবর লেখবার জগে। তালিকাটির পাশে কতকগুলো আলগা বাগ রাখা আছে, যার ওপর জেপে কেউ তালিকার একেবারে ওপর দিকের “আলাবাহা” আর “আরক্যানসো” রাজ্য দুটির লেবার হাত পায়।

বেওয়ারসে একটা আমেরিকান পতাকা ঝুলছে, আর রয়েছে হুস্তরাষ্ট্রের একটা মানচিত্র—মানচিত্রের প্রতিটি রাজ্য লাল, সাদা বা নীল পতাকা দিয়ে চিহ্নিত।

এব টেবিলের ধামে বসে খবরের কাগজের এবন্ধ পড়ছে। তার মাথার রয়েছে চুপি এবং চোখে চশমা। মিসেস লিভন এক-এর পাশে বসে রয়েছে; তার শক্তিত দৃষ্টি একবার এক-এর ওপর, আবার তালিকার ওপর এবং পরক্ষণেই মানচিত্রের ওপর ঘোরাক্ষেরা করছে। তার পরশে কোটি আর চুপি।

হবার্ট লিভন তার কাছে ঝাঁড়িয়ে মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করছে। বিনিগান এডওয়ার্ডস্‌ টেনিসের ধামেই বসে আছে, আর হন্স শীড রাজ্য-তালিকার কাছে ঝাঁড়িয়ে। ওরা দু'জনেই খুশপান করছে। ঝাঁ দিকের হরবার্ট খোলা এবং টেলিগ্রাফ ঘরের আগুয়াক শোনা যাচ্ছে। জানলাটি: খোলা রয়েছে এবং তারই ভিতর দিয়ে নীচের পার্ক থেকে ব্যাঙ-বাছ শোনা যাচ্ছে। তা ছাড়া ট্রেট হাউসের কইরের বেওয়ারসে বিভিন্ন জায়গার ভোটের খবর বাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর উল্লাসধ্বনিও শোনা যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে বেহু নামে একটা টেলিগ্রাফ অপারেটর ঘরের মধ্যে এসে প্রতিটি রাজ্যের পাশে প্রাপ্ত ভোটের তালিকা বলিয়ে দিতে যাচ্ছে। পাড়ী বারান্দার ওপর মি লু নামে আর একটা লোক-বেড-এর বাহ থেকে সংখ্যাগুলো নিচ্ছে]

রবার্ট : মানচিত্রের ওপর ঐ ছোট ছোট পতাকাগুলো দেখার মানে কি ?

জন্স : লাল পতাকা দেখা মানে রাজ্যটি আমাদের পক্ষে। সাদা পতাকার অর্থ পক্ষে কি বিপক্ষে ঠিক জানা নেই ; আর নীল পতাকা হচ্ছে ওখানে আমাদের কোনোই আশা নেই।

(জেড ভেতরে এসে ইলিনয়, মেরীল্যান্ড এবং নিউ ইয়র্কের সংখ্যাগুলি বদলে দিল)

মিনিয়ান : (দেখবার জন্তে উঠে) লিঙ্কন এবং ডগলাস ইলিনয়ে সমান সমান চলেছে।

(জন্স এবং রবার্টও দেখবার জন্তে এগিয়ে গেল)

জন্স : মেরীল্যান্ড ব্রেকেনরীজ আর বেলকেই সব ভোট দিচ্ছে।

মেরী : (উদ্বিগ্নভাবে) নিউ ইয়র্কের ধর কি ?

জেড : (জানলার কাছে গিয়ে) দেখ, ফিল, তুমি যখন ধর পাচ্ছনা, তখন জানলাটা বন্ধ রাখ। আমরা এখানে একটা কথাও শুনে পাবি না।

ফিল : বেশ কথা। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক মিনিটেই আমাদের এটা খুলতে হবে। (সে জানলাটা বন্ধ করে দিল)

মেরী : নিউ ইয়র্ক সম্বন্ধে কি বলছে ?

(জেড চ'লে গেল)

মিনিয়ান : ডগলাস—১১৭,০০০—লিঙ্কন—১০৬,০০০

মেরী : (উৎকণ্ঠিতভাবে একে) এব, নিউ ইয়র্ক ও জিতে যাচ্ছে।

জন্স : এখুনি নয়, মেরী। আর নিউ ইয়র্ক শহরে ডগলাসের জেতাই স্বাভাবিক।

এব : (একটি সংবাদপত্রের প্রবন্ধে মনোযোগ দিয়ে) দেখছি যে নিউ

ইয়র্ক হেরাল্ড লিখেছে, একটি কর্ণ শরীরের মধ্যে আমার একটি
কপট আত্মা রয়েছে।

(সে আর একটি প্রবন্ধ পড়তে শুরু করল)

মিলিয়ান : (আমার বসতে বসতে) বব, রোড আইল্যান্ডের পতাকাটাকে
লাল থেকে সাদা করে দাও। আমার কেমন বেন সন্দেহ হচ্ছে।
(রবার্ট পতাকা বদলে দিল)

মেরী : শেনসিলভ্যানিয়াকে কেমন মনে হচ্ছে, মিলিয়ান ?

মিলিয়ান : ওখানে মাখা ঘামাবার কিছু নেই, মেরী। এব-এর পক্ষে ও-রাজ্য
নিরাপদ। আসলে, তোমার ভাববার কিছু নেই।

মেরী : (ঠোট চেপে) হঁ। সারা সন্ধ্যা ধরে তুমি ঐ কথাটা বার
বার আওড়াচ্ছ। কিন্তু প্রত্যেকটি নতুন ধর এলেই যখন দেখছি
ডগলাস জিতছে তখন না তবে উশায় কি ?

জস্ : কিন্তু প্রত্যেকটাতেই দেখছি এব ক্রমেই এগচ্ছে।

মিলিয়ান : নিউ ইয়র্কের সব ভোট গোনবার সময় দাও ; তাহ'লেই দেখবে,
হোয়াইট হাউসের দিকে এগিয়ে যাবে।

মেরী : ওঃ, ওরা একটু তাড়াতাড়ি করছেন কেন ?

এব : (মেরীর কথায় কান না দিয়ে) আসবে—শিগ্গিরই।
(বিলি হার্পডন ভেতরে এল। সে মন্তশান করছিল, কিন্তু নিজেকে
সংযত রেখেছে)

বিলি : নীচের লোকগুলি আলিয়ে মারলে। ধরটা ভালোই হোক, আর
মন্দই হোক, ধর দেখাশোনা লটকালেই হোলো—অমনি চোঁচাবে।
আর প্রত্যেকটি প্রার্থীর ছবি—এমন কি, জর্জ ওয়াশিংটনের ছবি
পর্বত দেখে ওরা উল্লাস প্রকাশ করে।

জস্ : বুই স্বাভাবিক। ওরা শু কাউকেই চেনেনা।

বিলি : (এব-কে) ধরের কাগজের অনেক লোক নীচে এসে জড়ো

হয়েছে। তারা জানতে চায়, আপনি নির্বাচিত হ'লে আপনার প্রথম কাজ কি?

এব : (তখনও পড়তে পড়তে) ওদের বলে দাও, আমি ভাবছি যে, আমি দাড়ি রাখব।

জন্স : দাড়ি?

মিনিয়ান : (হেসে) মাথায় ও মতলব কে ঢোকালে?

এব : (আর একটি প্রবন্ধ দেখতে দেখতে) একটি ছোট মেয়ে সেদিন আমাকে চিঠি লিখেছে। সে লিখেছে, আমাকে ভারি কিছু দেখাবার জন্যে আমার দাড়ি রাখা উচিত। যদি নির্বাচিত হই, আমাকে দাড়ি রাখতে হবে।

(জেড নতুন খবর নিয়ে এল। বিলি, মিনিয়ান, জন্স এবং রবার্ট—সবাই জেডকে ঘিরে ধরল—দেখতে লাগল সে রিপোর্টগুলি টাঙাচ্ছে)

মেরী : এখনকার অবস্থা কি?

(জেড জানলার কাছে গিয়ে কিলকে কিছু খবর জানাল)

মেরী : নিউ ইয়র্ক থেকে নতুন কোন খবর এসেছে?

মিনিয়ান : কনেটিকাট—এব জিতছে। মিশুরী—ডগলাস—৩৫,০০০—বেল—৩৩,০০০ ব্রেকিনরীজ—১৬,০০০, লিঙ্কন—৮...

(নীচের জনতা চীৎকার করে উঠতে কিল জানলা বন্ধ করে দিল। জেড বা দিকের আপিসে চ'লে গেল)

মেরী : ওদের উদ্ভাস কিসের?

বিলি : ওরা জানেনা!

এব : (আর একটি প্রবন্ধ হাতে নিয়ে) শিকাগো টাইম্‌স্ লিখেছে, “লিঙ্কনের হৃদয় তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার জীবও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার পাও! সব

বিবয়েই সে অকৃতকার্য! জনসাধারণ তাকে সমর্থন করতে
নারাজ! তারা তাকে দেখে হাসে। জনসাধারণ ডগলাসকে চায়।”
(সে প্রবন্ধটি কেলে দিল)

মেরী : (উঠে দাঁড়াল—তার গলা কাঁপছে) নাঃ, আমার আর সুস্থ হয় না।

এব : হ্যাঁ, আমার মতে তোমার বাড়ী বাওরাই ভালো। আমি
শিগ্গিরই কিরব।

মেরী : (কাঁদতে কাঁদতে) না, আমি বাড়ী যাব না। তুমি কেবলি
আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিতে চাও। বিয়ের
দিন থেকে তুমি বরাবর তাই করেছ, এমন কি বিয়ের আগেও।
(জস্, নিনিয়াম এবং বিলির দিকে কিরে) তোমরা সকলেই তাই
করেছ—ওর যত বন্ধু আছে, সবাই। তোমরা আমাকে হুণা
কর। তোমরা ভাব, ওর জীবনে আমি না এলেই ভালো হ’ত।

জস্ : না, মেরী।

(এব তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। তার মন বিধাগ্রস্ত এবং এমন
অবস্থায় নয় যে, সে মেরীর প্রতি সহ্যবহার করবে। সে তীক্ষ্ণভাবে
পর পর সকলের মুখের দিকে তাকাল)

এব : তোমরা সকলে একটু বাইরে যাও।

নিনিয়াম : হাম্বি, এব।

(সে আর সবাইকে নিয়ে টেলিগ্রাফ আপিসে গেল। রবার্ট
রাগতভাবে তার মার দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল। এব তখন
বল্ল পত্নীর মত মেরীর দিকে কিরল)

এব : গোলায় যাও তুমি! হিঃ, হিঃ—সকলের সামনে আমাকে এবং
নিজেকেও যখন তখন এমনভাবে বোকা সাজাতে পার তুমি।
ডগবান জানেন, আমাদের বাড়ীর মধ্যে, লোকের চোখের
আড়ালেও আমাকে বোকা উজবুক বানানো বখেটই ধারাপ। কিন্তু
তাই বলে এখানে—জন-সাধারণের সামনে! আর কখনো এমন

কাজ কোরোনা—ওনহ—আর কখনো এমন কাজ কোরোনা।
(যেরী হঠাৎ এব-এর মুখ থেকে এই কথা শুনে রাগ করার বদলে
ভয় পেয়ে গেল)

যেরী : (কীপকর্ষে) এব! তুমি আমাকে শাপমন্ত্রি করলে! তুমি বুঝতে
পারছ, কি করেছে তুমি? আমাকে শাপমন্ত্রি করেছে।
(এব আবার দিবি দিতে বাচ্ছিল; কিন্তু অতি কষ্টে নিজেকে
সংবর্ত করল)

এব : (চাপাধরে) আমি হঠাৎ চটে গিয়েছিলুম, যেরী। আমি মাগ
চাইছি। কিন্তু এখনো আমার মনে হয়, এই ছটকটানির চেয়ে
তোমার বাড়ী যাওয়াই ভালো।
(যেরী অবিশ্বাসের সঙ্গে তার দিকে তাকাল; পরে ক্রিমে দরজার
দিকে গেল)

যেরী : (দরজার কাছে দাঁড়িয়ে) এই রাজ্রির কথা স্বপ্ন দেখতুম, আমার
বাল্যে, আমার উচ্ছল বোবনে,—যখন স্প্রীংফিল্ডের প্রচুর্জিত
তরুণেরা আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল; কিন্তু আমি তাকেই
ভালোবাসতুম, তাদের মধ্যে সব থেকে কম সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যার
তবিত্বৎ। এই হচ্ছে সেই রাজ্রি, যখন আমি আমার স্বামী
বুজরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, এই কথা শোনবার জন্তে কান
পেতে আছি। কিন্তু যদি তিনি হনও, তবু আমার আনন্দ মাটি
হয়ে গেছে—বড় দেরী হয়ে গেছে—
(দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। এব দুঃখিতভাবে তার যাওয়ার
দিকে তাকাল; পরে তাড়াতাড়ি ক্রিমে টেলিগ্রাফ আপিসের
দরজার কাছে গিয়ে দরজাটিকে খুলে কেলল)

এব : (ভাকল) বব!
(রবার্ট ভেতরে এল)
তোমার ব্যার সঙ্গে যাও

রবার্ট : ব্যার সঙ্গে যেতে হবে?

এব : হ্যাঁ, শিগ্গির ! আমি বাড়ী না বাজরা পৰ্বত যার কাছে থাকগে ।
(রবার্ট চলে গেল । এব জানলার দিকে কিরণ । কিল
জানালাটা খুলল)

কিল : বিস্টার লিঙ্কন, আপনার কি মনে হয়, আপনিই নির্বাচিত হবেন ?

এব : ওঃ, এ নিয়ে উদ্বেগের কোনো দরকার নেই ।

বাইরের জনতা (গান গাইছে)

বুড়ো এব লিঙ্কন এল সমভূমি হ'তে

এল সমভূমি হ'তে

এল সমভূমি হ'তে

বুড়ো এব লিঙ্কন এল সমভূমি হ'তে

ইলিনয়ে নেবে ।

(বাকী সবাই ভেতরে এল । আরও ধবর লটকে দেওয়া হ'ল ।

জেড্ বেরিয়ে গেল)

মিলিয়ান : ভোট এইবার তোমার অস্থূলে আসছে, এব । নিউ ইয়র্কের
ভোটেই তুমি নির্বাচিত হবে ।

(এব ঘরঘর ঘুরে বেড়াতে লাগল । সকলেই তাকে দেখছে)

জস্ : এব, এক কাপ কফি এনে দেব ?

এব : না, জস্—ধন্যবাদ ।

মিলিয়ান : তুমি কি শৈর্ষ হারিয়ে কেনছ, এব ?

এব : না, আমি ঝালি তাবছি, যদি আমি হেরে যাই, তাহ'লে মিসেস
লিঙ্কন মনে বড় আঘাত পাবেন ।

মিলিয়ান : আর আমার অবস্থা ? আমি তোমার ওপর ১০,০০০ ডলার
বাজী ধরেছি ।

বিজি : (রাগতভাবে) কিন্তু আমার মতে, এতে জের শুক্কতর কতি হবে
আমাদের জাতির ।

অজু : তোমার কি মনোভাব হবে, এব ?

এব : (জানলার কাছেই চেয়ারে বসে) আনার মনে হয়, আমার জীবনের সব চেয়ে বড় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলব।

(ছেঁড় একটি ধবর নিয়ে ভেতরে এল)

জেড : এই হচ্ছে টাটকা ধবর।

(নিম্নারনের হাতে দিয়ে চলে গেল)

জিগিয়াস : (পড়ল) “আজ সন্ধ্যা ন’টার কিছু পরে মিস্টার অগাস্ট বেলমন্ট ঘোষণা করেছেন যে, নিউ ইয়র্ক শহরে এবং সেই হেতু এই রাজ্যে স্ট্রিকেন, এ, ডগলাস জরলাভ করেছেন।”

বিজি : উম্ময়ে থাক মিস্টার বেলমন্ট!

কিমিন ধূমশান করতে করতে ভেতরে এল; তাকে দেখে মনে হয়, সে সন্তুষ্ট

ক্রিমিন : শুড ইভনিং, মিস্টার লিঙ্কন—শুড ইভনিং, আপনাদের সবাইকে—আপনাদের সব লাগছে কেমন?

জিগিয়াস : এইটে দেখ, কিমিন।

(সে ক্রিমিনের হাতে শেষ সংবাদটি দিল)

ক্রিমিন : (হেসে) দেখছি, বেলমন্ট শেষ অবধি লড়াই চালাবে। আমি শিকাগোতে গিয়েছিলুম। সেখানে তো আকাশে একটুও মেঘ দেখলুম না। আমি যে এই রাজিবেলা এসে হাজির হয়েছি, মিস্টার লিঙ্কন, সে কেবল আপনাকে চাকরী প্রার্থীদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্তে। তারা এরই মধ্যে নীচে আপনার জন্তে অপেক্ষা করছে। আসতে আসতে শুধু দেখলুম, অন্ততঃ চারজন গ্রেট ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত হতে চায়, আর এগারো জন রাষ্ট্র-সচিব হবে বলে আশা করছে।

(ছেঁড় আরও ধবর টাটকাবার জন্তে এল এবং পরে কিলকে দেবার জন্তে জানলার কাছে গেল)

বিলি : (তালিকাটা দেখতে দেখতে) নিউইয়র্ক থেকে আবার খবর এসেছে—ডগলাস ১৮৩,০০০—লিখন—১৮১,০০০ !

(জেড বেরিয়ে গেল)

জস্ : দেখছ, এব—প্রায় সমান সমান এসে গেছ !

ক্রিমিন : নিউ ইয়র্ক থেকে এব পরের খবরে দেখা যাবে, আপনি জিতছেন ।
মিস্টার লিখন, এ নির্বাচনে জয় আপনার । আমরা খুব লড়েছি এবং জিতেছি ।

এব : (ঘরে পারচারী করতে করতে) হ্যা—আমরা খুব লড়েছি—নোংরা রাজনীতির ইতিহাসে অঘণ্টতম নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা । যদি জিতিও, তাহ'লে হাসতে হাসতে আমার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব শোধ করতে হবে । ঝারাই আমাকে জয়ী হ'তে সাহায্য করছেন, তাঁদের সকলকেই দাম দিতে হবে । আমার নামে যা-কিছু অস্বীকার করা হয়েছে—তা সে ভালোই হোক, আর মন্দই হোক—আমাকে তা পূরণ করতেই হবে ।

লিনিয়ান : সবই বুঝছি, এব,—কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ছুনি জিতছে ।

এব : একটুখানি বাইরে বাই ।
(সে বেরিয়ে গেল)

লিনিয়ান : (আনন্দের সঙ্গে) বেচারী এব ।

ক্রিমিন : আপনারা সকলেই ঊর অনেক কালের বন্ধু ; তাই বে-প্রয়ত্নে আমাকে বিলাসিতা করছে, তার জবাব হ'ল 'আপনারা দিতে পারবেন । আমার মনে হচ্ছে, উনি জিততে চান না—আমার এ-ধারণা কি ঠিক ?

জস্ : এর উত্তর হচ্ছে—হ্যাঁ ।

ক্রিমিন : ভালো !—আমি খানি এইটুকু বলতে পারি যে, আমার কাছে এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা ।

বিলি : (হৃদয়ের ভাব নিয়ে) এই সময়ে আপনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে চান ? আজকালকার খবরের কাগজ আপনি পড়েন না বৃথি ?

ক্রিমিন : কেন ?—হ্যাঁ, আমি দৈনন্দিন ঘটনা অনুসরণ করবার চেষ্টা করি ।

বিলি : (অত্যন্ত রাগভাবের) দক্ষিণ ক্যারোলাইনাতে ১০,০০০ লোককে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হচ্ছে কেন, বোঝেন ? সেখানকার শাসনকর্তা ঘোষণা করেছেন যে, যিস্টার লিঙ্কন যদি জয়লাভ করেন, তাহ'লে রাজ্যটি কালই যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং সমস্ত দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য ওই পথেই যাবে । এর মানে কি, বোঝেন ? যুদ্ধ ! গৃহযুদ্ধ ! এবং এর জন্তে সমস্ত দায়িত্ব পড়বে ঠগ ও পর—একটি লোক, যে জীবনে কোনো দিন একা শাস্তিতে থাকা ছাড়া আর কিছু চায়নি !

মিনিয়ান : শান্ত হও, বিলি । যাও, আর এক শান্ত খেয়ে এস ।

(জেড দ্রুতবেগে ছুটে ভেতরে ঢুকল)

জেড : যিস্টার এডওয়ার্ডস্, এই নিন ।

(সে মিনিয়ানের হাতে একটি সংবাদ দিল ; তারপর ফিলকে সেই একাংশ সংবাদটি দেবার জন্তে জানলার দিকে ছুটে গেল)

মিনিয়ান : (পড়ল) “রাত্রি ১০-৩০ মিনিটে ‘নিউইয়র্ক হেরাল্ড’ স্বীকার করেছে যে, যিস্টার লিঙ্কন নিউইয়র্ক রাজ্যে অন্ততঃ ২৫,০০০ হাজার ভোট বেশী পেয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন ।

(সে সংবাদটিকে ওপর দিকে ছুঁড়ে দিল)

এব জিতেছে—এব জিতেছে !

(যেকের ওপর সকলেই আনন্দে চীৎকার করতে লাগল, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল এবং চড়-চাপড় মারল—পিঠ চাপড়াল)

বিলি : ধন্ত ভগবান—ধন্ত তুমি !

ক্রিমিন : আমি জানতুম—আমার কোনো সময়ে একটুও সন্দেহ হয়নি ।

(জেড গাড়ী-বারান্দার দাঁড়িয়ে একটা কাগজকে লম্বা ক'রে চোঙ-এর মত পাকিয়ে তাতে সুব রেখে চোঁচাচ্ছে)

জেড : লিখন নির্বাচিত হয়েছেন ! সাধু প্রকৃতির বুড়ো এব আমাদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট !

(নীচের জনতা থেকে প্রচণ্ড চীৎকার উঠল : এব কিরে এল ।
ওরা সকলে তার দিকে দ্রুতপায়ে এসিয়ে গেল । বিলি আনন্দে
অভিভূত হয়ে কোনো কথা বলতে না পেরে ঝালি করমর্দন করল)

মিলিয়ান : তুমি জিতেছ, এব ! তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি !

ক্রিমিন : মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন । আমরা সকলে একটা প্রকাণ্ড কাজ করেছি ।

(জেড ভেতরে এসে এব-এর কাছে গেল)

জেড : আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন, মিস্টার লিখন !

এব : (গম্ভীরভাবে) ধন্যবাদ—আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ !
(সব শেষে জন্ম এব-এর করমর্দন করল)

জন্ম : আমি তোমায় অভিনন্দন জানাচ্ছি, এব ।

এব : ধন্যবাদ, জন্ম ।

মিলিয়ান : ওরা কি বলছে শোনো, এব । নীচে থেকে উৎসাহ জনতা চেঁচিয়ে
কি বলছে, শোনো ।

ক্রিমিন : সবই আপনার উদ্দেশ্যে, মিস্টার লিখন ।

মিলিয়ান : এব, একবার বাইরে গিয়ে ওদের দেখা দাও ।

এব : না, আমি ওখানে যেতে চাই না—আমার—আমার মনে হয়,
আমি বাড়ী গিয়ে মেরীকে খবরটা দেব ।

(সে দরজার দিকে গেল । ক্যান্ডানাগ নামে একটি বেটে, মোটা
রাজ-কর্মচারী এল ; তার পিছনে হুঁজন সৈন্ত)

ক্রিমিন : মিস্টার প্রেসিডেন্ট, ইনি হচ্ছেন ক্যান্টেন ক্যান্ডানাগ ।

ক্যান্ডানাগ : (মাথার হুঁপি স্পর্শ করে) মিস্টার লিখন, আপনি জয়লাভ
করলে আপনার সঙ্গে থাকবার জন্যে আমার ওপর আদেশ আছে ।

এব : কান্টেন, আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনাকে আমার প্রয়োজন নেই।

ক্যান্ডালাগ : মিস্টার লিঙ্কন, আমার বিশ্বাস, আমাদের আপনার কাছে থাকতেই হবে। আমি ভয় পাওয়াতে চাই না, কিন্তু আমার মনে হয়, আর আপনি ও জানেন, ইতিমধ্যেই আপনাকে তীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

এব : (ক্লান্তভাবে) তা বটে—আচ্ছা—তাহলে গুড নাইট, জস্—
নিনিয়ান—মিস্টার ক্রিমিন, বিলি ; তোমাদের শুভেচ্ছার জন্তে
তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ।

(সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সকলে খুব আশ্তে গুড নাইট
বললে)

ক্যান্ডালাগ : এক বিনিট, স্তর। দয়া ক'রে আমার আগে যেতে অহুমতি দিন।

(সে প্রথমে বেরুল ; পরে এব ; তার পরে সৈন্ত দু'জনে)

(পর্দা বন্ধ হ'ল)

[একাদশ দৃশ্য শেষ]

তৃতীয় অঙ্ক—দ্বাদশ দৃশ্য

[স্ট্রীকিন্ডে রেল ট্রেনের চর। তারিখ, ১৯৩১র ১১ই ফেব্রুয়ারী। ডানদিকে একটা রেল গাড়ীর পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। গাড়ী থেকে বহু পতাকা ফুললে। বন্ধুত্বপূর্ণী সৈন্তেরা পাহারার ভুলে যেতাদের রয়েছে; অস্ত্র ওরা এখন 'আরামের ভরীতে' ঝড়িয়ে রয়েছে। অপেক্ষ-মান জনতার উত্তেজনাপূর্ণ বৃহৎ সঙ্কলন শোনা যাচ্ছে।

একজন কর্মী গাড়ীর ঢাকা পরীক্ষা করছে—আর একজন রেললাইন পরিষ্কার করছে। ক্যাভানাগ ঘুরে ফেঁদাচ্ছে এবং বিচলিত ভাবে ধূমপান করছে। সে নিজের বড়ির দিকে তাকাচ্ছে। একজন সৈন্ত বাহিনীর অফিসার প্রবেশ করলেন।]

অফিসার : তোমরা এখানে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবার ভুলে প্রস্তুত হও।

(সে গাড়ীর পিছন দিকটা দেখিয়ে দিল। একটু অহঙ্কারের সঙ্গে ক্যাভানাগকে বলল)

মিস্টার ক্যাভানাগ, আপনাকে যেন একটু বিচলিত ব'লে মনে হচ্ছে।

ক্যাভানাগ : সত্যিই তাই। তিন মাস ধ'রে আমি এমন একজন লোকের জীবনরক্ষা করছি, যে নিজের সম্বন্ধে খোঁড়াই কেয়ার করে। আজ শুনলুব, রিচমন্ডের লোকেরা রাজী ধরেছে, ৪৪১ মার্চ প্রেসিডেন্ট রূপে কাজ আরম্ভ করা পর্যন্ত উনি বেঁচেই থাকবেন না।

অফিসার : আমি রাজী গ্রহণ করতে রাজী আছি। আমার লোকেরদের প্রেসিডেন্টের জীবন রক্ষা করবার যোগ্যতা আছে।

ক্যাভানাগ : আদিও তাই আশা করি। তবে দক্ষিণাফলের লোকেরা বন্ধুক

ছুঁড়তে ওস্তাদ। তাই আমি আপনার কাছে প্রস্তাব করছি, আপনি আপনার লোকদের আবেশ দিন, প্রতিটা গাড়ীর প্রত্যেক জানলার ভেতর দিয়ে নজর রাখতে—ট্রেন যেখানে থামবে—সে শহরই হোক বা অপর কোনো জায়গা হোক। এবং পথের মধ্যে যদি কোথাও স্ততর্কক্ষনি বাজানো হয়………

অকিসার : (সে এই উপদেশ পছন্দ করছেন) বাই হোক না কেন, আমার লোকদের সাহস দেখাবার জন্যে আবেশ দেবার দরকার নেই।

ক্যাত্তানাগ : না, তা অবশ্য নেই! তবে সব কিছুর জন্যেই আগে থাকতে প্রস্তুত থাকা ভালো।

(বাস্তবতায় “ওল্ড এন্ড লিঙ্কন কেম ব্রাম দি গ্লেন্স” — “বুড়ো এন্ড লিঙ্কন, এল সমতুমি হ’তে” — এই নির্বাচন-প্রচার সম্বন্ধীত বাজাতে শুরু হল। জনতাও সঙ্গে সঙ্গে এই গান গেরে উঠল। একটি ট্রেন-কণ্ডাক্টার গাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে তার খড়ি দেখল। ষাঁ দিকে অনেক নড়া-চড়া শুরু হ’ল। নিনিয়ান ও এলিজাবেথ এডওয়ার্ডস্ এবং জন্স, বিলি ও ক্রিমিন আসতে সৈন্তরা তাদের ধামিরে দিল। অকিসার তাদের দিকে বেশ ভারি চিচি চালে এগিয়ে গেল)

অকিসার : পিছিরে দাঁড়ান। সৈন্তরা, তীড় হটাও।

নিনিয়ান : আমি মিষ্টার লিঙ্কনের ভায়রা তাই।

অকিসার : কি নাম আপনার?

ক্যাত্তানাগ : অকিসার, আমি ঠকে জানি। এঁরা হচ্ছেন মিষ্টার ও মিসেস এডওয়ার্ডস্, আর ঐ মিষ্টার স্পীড ও মিষ্টার হার্পডন এঁদের সঙ্গে এসেছেন। আমি এঁদের সকলকেই জানি। আপনি এঁদের বেতে দিতে পারেন।

অকিসার : ভালো। তাহ’লে আপনারা এগোতে পারেন।

(ওরা ভেতরে এল। অকিসার বেরিয়ে গেল)

ক্রিমিন : আজকে প্রেসিডেন্টের মন কেমন?

নিমিয়ান : বরাবরের মতোই ঠর মনে হুখ নেই।

বিলি : (আবেগের সঙ্গে) উনি আজ আপিসে এসেছিলেন। যখন আমি ঠকে জিজ্ঞেস করলুম, “লিখন ও হার্পডন” সাইনবোর্ডটাকে কি করব, তখন তিনি বললেন, “ঐখানেই টাঙানো থাক। সকলেই জাহুক বে, এই নির্বাচনে আমাদের মধ্যে কোনো তফাৎ হয়নি। যদি বেচে থাকি, আমি কোনো না কোনো দিন কিরে আসব এবং তারপর যেন কিছুই হয়নি, এই ভাবেই আবার শুকালতি হুক করে দেব।”

এলিজাবেথ : উনি সব সময়েই বলছেন—“যদি আমি বেচে থাকি”.....

(বাঁদিকে নেপথ্যে প্রচণ্ড হর্ষধ্বনি হুক হ’ল এবং বাড়িতে লাগল। অফিসার দ্রুতপদে প্রবেশ করল)

অফিসার : (ক্যান্ডালাগকে) প্রেসিডেন্ট এসে গেছেন! (তার লোকেদের প্রতি) প্রস্তুত!

(সে গাড়ীর পাশে নিজের জায়গায় ঠাঁড়াল এবং বাঁ দিকে তাকিয়ে রইল)

ক্যান্ডালাগ : (নিমিয়ান এবং অপরদের) আপনারা বরা ক’রে একটু পেছিয়ে যাবেন কি? আমরা এই জায়গাটা প্রেসিডেন্টের দলের জন্তে খালি রাখতে চাই।

(তার ডান দিকে এগিয়ে গেল। হর্ষধ্বনি এখন খুব বেড়ে উঠেছে)

অফিসার : প্রেসিডেন্ট—আর্মস্!

(সৈন্তরা আজ্ঞাপালন করল। এব বাঁ দিক থেকে ভেতরে এল। কাল তার বয়েস হবে বাহান্ন। এখন তার দাড়ি রয়েছে। তার ডান হাতে রয়েছে তার কার্পেট-ব্যাগ, আর বাঁ হাতে সে ট্যাডকে ধরে নিয়ে আসছে। মেরী, রবার্ট, উইলি এবং পরিচারিকা পিছনে পিছনে এল। মেরী ছাড়া সকলেই ব্যাগ বহেছে। মেরী ফুল নিয়ে চলেছে। যখন তারা গাড়ীর কাছে এল, তখন এব তার ব্যাগটি কণ্ঠান্তরের হাতে ধরে ট্যাডকে তুলে ধরল। বাকী সকলে

হেনে উঠল; এবং নিমিরান এবং তার দলের সঙ্গে কথা কইতে এগিয়ে এল। ভীড়টা ঠেলে এগিয়ে আসতে চায়)

অকিসার : (দ্রুতপথে এগিয়ে এসে) ওদের পিছিয়ে রাখ—এগুতে দিওনা ওদের !

(সৈন্তরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে জনতার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। ক্যাভানাগ এবং তার লোকেরা এবং-এর কাছাকাছি—কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকেরই হাত বন্ধুকের ওপর রাখা—তাদের কড়া নজর রয়েছে লোকদের ওপর)

ক্যাভানাগ : মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আপনি হেনে উঠলে ভাল হয়।

(এব হেনে উঠলেন এবং গাড়ীর পেছনে লোকদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন—লোকেরা তাকে দেখে আরও জোরে উল্লাস প্রকাশ করতে লাগল। তারা চীৎকার করছে : “বক্তৃতা ! বক্তৃতা ! এব একটা বক্তৃতা শুনব। মিস্টার প্রেসিডেন্ট, বক্তৃতা। বুড়ো এব, খাঁ চিরাস !” এব নিজের টুপী ধুলে নাড়তে লাগল। উল্লাস ধ্বনি ধামল)

নিমিরান : এব, ওরা চাইছে—তুমি কিছু বল।

(কিছুক্ষণের জন্যে এব চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল ঝাঁকিকে তাকিয়ে)

এব : বন্ধুগণ, আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। আমি এখন আমার নতুন দাড়ি নিয়ে ওয়াশিংটন চললুম। আপনারা দাড়িটা নিশ্চয়ই পছন্দ করেন।

(জনতা হেসে উঠল। “আমাদের স্বন্দর বুড়ো এব” বলে সবাই চীৎকার করতে লাগল। লোকেরা ঠেলে এগিয়ে আসছে এবং সৈন্তরাও চোঁচাচ্ছে—“পেছিয়ে যাও ! হঠাৎ সব, হঠাৎ যাও !”)

এব : (অকিসারকে) দেখুন—ওদের আমার কাছে আসতে দিন। ওরা সবাই আমার পুরোনো বন্ধু।

(অকিসার তাঁর লোকদের পেছিয়ে এসে গাড়ীর পেছনটার চার-দিকে গোল করে দাঁড়াতে বললে। ক্যাভানাগ ও তার লোকেরা

গাড়ীর পাশানির ওপর ঠাঁড়িয়ে লোকেদের ওপর দৃষ্টি রাখছে। জনতা মক তরিয়ে কেলল)

এব : আমার অবস্থার না পড়লে এই বিদ্যার সময় আমার মনের দুঃখকে কেউ বুঝতে পারবে না। আমার বা-কিছু, তার জন্তে আমি এই জায়গা এবং এখানকার আপনাদের সকলের দয়ার কাছে ঋণী। আমি এখানে পঁচিশ বছর বাস করেছি এবং বোঁবন থেকে বার্লিকে এসে পৌঁছেছি। আমার ছেলেরা এইখানেই জন্মেছে—তার মধ্যে একজন এখানেই কবরস্থ হয়েছে। আমি এখন বিদায় নিচ্ছি; জানিনা, কবে এখানে আবার কিরতে পারব বা আদৌ কখনো কিরতে পারব কিনা! যে-সময় আমাদের এগারোটি রাজ্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার অভিপ্রায় ঘোষণা করেছে, যে-সময়ে দিন দিন হুঙ্কার বিপন্ন ঘনিয়ে আসছে, ঠিক সেই সময়েই আমাকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হ'তে হচ্ছে। আমাকে এখন দুঃখের কর্তব্যের সর্বস্বীন হ'তে হচ্ছে। এরই প্রসঙ্গ হিসেবে আমি নিজেকে জিজ্ঞাস করেছি, কোন্ মূলতত্ত্ব আমাদের এই যুক্তরাষ্ট্রকে এতদিন ধরে রেখেছে। আমার মনে হয়, মাতৃভূমি ইংলণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কলোনীগুলি যে গ'ড়ে উঠেছে, মাত্র তাই নয়, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের মধ্যে যে চিন্তাধারা এই দেশের লোককে স্বাধীনতা দিয়েছে এবং সমস্ত পৃথিবীতে আশা জাগিয়েছে, তাই আমাদের এক করে ধ'রে রাখতে পেরেছে। এই চিন্তাধারাই মাহ্‌মুদের একটি চিরকালের পুরাতন স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছে, —যে স্বপ্ন তাদের আশা দিয়েছে যে, তারা একদিন শৃঙ্খল ছিঁড়ে কলে এই জীবনেই স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্বপীতির আশ্বাস গ্রহণ করতে পারবে। আমরা গণতন্ত্র লাভ করেছি—এখন প্রশ্ন এই যে, এই গণতন্ত্রের কি টিকে থাকবার মত শক্তি আছে? সম্ভবতঃ আমরা এমনি ভয়ানক দিনের সম্মুখীন হয়েছি যে, আমাদের এই স্বপ্নের পরিসমাপ্তি ঘটবে। তাই যদি হয়, আমার ভয় হচ্ছে, এই সমাপ্তি চিরদিনের জন্তে। আমরা যে-স্বযোগ পেয়েছিলুম, সে-স্বযোগ মাহ্‌মুদ আর কোনোদিন পাবে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। হয়ত'

আমাদের স্বীকার করতে হবে, স্বাধীনতা ও সাম্য সম্পর্কে আমাদের লক্ষ্য অত্যন্ত উচ্চে স্থাপিত হয়েছিল এবং কালের দাবির কাছে আমাদের নতি স্বীকার করতে হবে। আমি শুনেছি, প্রাচ্যের একজন রাজা এক সময়ে তাঁর দেশের জ্ঞানী লোকদের এমন একটি বাক্য উদ্ভাবন করতে বলেছিলেন, যা সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায় সত্য এবং উপযুক্ত হবে। তাঁরা তাঁকে এই কথাগুলি উপহার দিয়েছিলেন—“এবং এও একদিন থাকবে না।” দুঃখের দিনে বড় সামান্যদায়ক এই কথা—“এবং এও একদিন থাকবে না।” তবুও—

(হঠাৎ সে খুব ধীরভাবে, অথচ দৃঢ় কর্তৃত্বব্যঞ্জকভাবে বলতে লাগল)
—আমরা বিশ্বাস করব, এটা সত্যি নয়! আমাদের বেঁচে থেঁকে প্রমাণ করতে হবে যে, আমরা আমাদের চারদিকের প্রাকৃতিক জগৎকে এবং আমাদের ভিতরের চিন্তাশীল ও নৈতিক জগৎকে মাত্র রক্ষা নয়, এমনভাবে উন্নতও করতে পারি, যাতে আমরা পৃথিবী যতদিন থাকবে, ততদিনের জন্তে ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উন্নতিকে অব্যাহত রাখতে পারি। আমি আপনাদের সকলকে ঈশ্বরের তত্ত্বাবধানে ভক্ত করলুম এবং আশা করি যে, আপনারা আপনাদের প্রার্থনার মধ্যে আমাকে স্মরণ করবেন.....বন্ধু এবং প্রতিবেশীগণ, বিদায়.....

(তিনি গাড়ীর রেলিংয়ের ওপর হুঁকে পড়ে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধুদের কাছে থেকে বিদায় নিলেন এবং তাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বাজনা শুরু হ'ল। হর্ষধ্বনি বেড়ে উঠল। কণাট্টর তার বড়ি দেখে অকিসারকে বলল। তিনি ফ্রেনে উঠে পড়লেন। যক্ষের জনতা চীৎকার করে বলতে লাগল, “বিদায়, এব,” “বিদায়, মিস্টার লিঙ্কন,” “আপনার সৌভাগ্য কামনা করি, এব,” “আপনার ওপর আমাদের আস্থা আছে, মিস্টার লিঙ্কন।” তারপর জনতা গাইতে শুরু করল—“জন ব্রাউনের দেহ”,—

“জন ব্রাউনের দেহ আছে মাটির গভীরে কবরে ঢাকা,
আস্থা তার চলে কিন্তু, চলে আর চলে—”

(ক্যাভানাগ এব-কে কিছু বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু এব তা শুনে
পেল না। তখন সে এব-এর বাহু স্পর্শ করল এবং এব দ্রুত তার
দিকে ফিরল)

ক্যাভানাগ : মিস্টার প্রেসিডেন্ট, বাবার সময় উপস্থিত ; আপনি গাড়ীর
ভিতরে বান।

(সৈন্তরা ট্রেনে উঠতে শুরু করল। এব শেষবারের মত অনেকক্ষণ
ধরে জনতার ওপর দৃষ্টি রাখল, তার টুপিটা নাড়ল ; পরে কিরে
কামরার ভিতরে ঢুকল। শিহনে ঢুকল ক্যাভানাগ, অকিসার এবং
সৈন্তরা। রাজনা চলছে)

সকলে : (গান গাইছে) “আমরা তার চলে কিন্তু, চলে আর চলে—”
(একটি ট্রেনের কর্মী তার হাতের আলো নাড়ছে। কণ্ডাক্টার ট্রেনে
চাপল। জনতা উল্লাসধ্বনি করছে, টুপি ও ক্রমাল নাড়ছে।
এক্সিকিউটিভ বাক্সি বেজে উঠল। পর্দা গ’ড়ে গেল।)

[বাদল দৃশ্য শেষ]

সমাপ্ত

